৪৫

ISSN 1605-2021
লোক-প্রশাসন সাময়িকী
সংখ্যা: ৪৫
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/ডিসেম্বর ২০০৭

লোক প্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোক-প্রশাসন সাময়িকী

অগ্রহায়ণ ১৪১৪/ডিসেম্বর ২০০৭

সম্পাদনা পরিষদ

হোসাইন জামিল

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

ড. শাহ্ মোহাম্মদ সানাউল হক

কঙ্কা জামিল

মোঃ শফিকুল হক

সম্পাদক

মোঃ আঃ মান্নান

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
(বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্নাল)
সংখ্যা : ৪৫, অগ্রহায়ণ ১৪১৪/ডিসেম্বর ২০০৭
প্রকৃত প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১০/আশ্বিন ১৪১৭

সম্পাদক : মোঃ আঃ মান্নান

টেলিফোন	:	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	:	৭৭১০০২৯
ওয়েব সাইট	:	http:/www.bpatc.org.bd
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	:	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	:	নারায়ন সরকার
মূল্য	:	১৮০ টাকা
		US $ 10

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

LOK PROSHASON SAMOEEKY
(Quarterly Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre)
Vol. 45, Agrahayan 1414/December 2007
Actual Time of Publication : October 2010/Ashwin 1417

Editor : Md. Abdul Mannan

Telephone	:	7745010-16 (PABX)
Fax	:	7745029
Editor's e-mail	:	mamannan77@gmail.com
Website	:	http:/www.bpatc.org.bd
BPATC Library	:	351.0005
Price	:	Tk. 180
		US $ 10

লোক-প্রশাসন সাময়িকীর প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উৎস সন্ধান ১
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

Biodiversity of Moulvibazar The Aesthetic Equilibrium at Jeopardy ৩৭
Shormila Arefeen

Parliamentary Elections in Bangladesh: An Analysis ৬১
Muhammad Sayadur Rahman

Organizational Culture and HRM Implication on Organizational Performance: A Conceptual Analysis with Empirical Cases ৭৯
Md. Zohurul Islam

Living and Working Environment of Female Sex Workers in Bangladesh and Their Vulnerabilities to HIV/AIDS ৯৯
Sk. Muslima Moon

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৫/No. 45
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/December 2007

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উৎস সন্ধান

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন*

Abstract: *This article aims at discovering the missing links and hidden roots of the lost state and administration of ancient Bangla. In this difficult journey, efforts have been undertaken to identify the primitive stages and characteristics of the evolutionary process of stateship in the region. By analyzing primary information received in this connection, an urge for wider search on ancient bureaucracy in the region became stronger and lateral efforts are undertaken to identify the specific stages and chronological development in this regard. Thus ideas on the then administrative structure, arrangement of administrative tires and its social links become evident.*

Folk literature is considered as a major source of information in this article for searching administrative links of prehistoric Bangla as because it is believed that the administration's relation with common people, its ability and intention to communicate with and power to influence them are imbedded in folk literature. Some instances regarding different tires of state and provincial administration, bureaucracy, employees' duty inside administration and hierarchy are taken from some Archaeological evidences. Vivid description and documentation of state and administrative structure of ancient Bangla, bureaucracy and mutual relation among people and state are found in some old historic books. Beside these, modern and dedicated historians, researchers and authors, in their works, have discussed issues of the ancient society, administration and lifestyle of the common people of Bangla. All these evidences, discussions, analysis and views are consulted in this article.

ভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ মা'বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির ইতিহাসে মহত্তম অর্জন। এ জন্য পাকিস্তানি শাসক চক্রের বিরুদ্ধে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণি ও পেশার মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির নিজস্ব আধুনিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

তবে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে তাড়িয়ে বাংলাদেশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৫/No. 45
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/December 2007

প্রাগৈতিহাসিক বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের উৎস সন্ধান

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন*

Abstract: *This article aims at discovering the missing links and hidden roots of the lost state and administration of ancient Bangla. In this difficult journey, efforts have been undertaken to identify the primitive stages and characteristics of the evolutionary process of stateship in the region. By analyzing primary information received in this connection, an urge for wider search on ancient bureaucracy in the region became stronger and lateral efforts are undertaken to identify the specific stages and chronological development in this regard. Thus ideas on the then administrative structure, arrangement of administrative tires and its social links become evident.*

Folk literature is considered as a major source of information in this article for searching administrative links of prehistoric Bangla as because it is believed that the administration's relation with common people, its ability and intention to communicate with and power to influence them are imbedded in folk literature. Some instances regarding different tires of state and provincial administration, bureaucracy, employees' duty inside administration and hierarchy are taken from some Archaeological evidences. Vivid description and documentation of state and administrative structure of ancient Bangla, bureaucracy and mutual relation among people and state are found in some old historic books. Beside these, modern and dedicated historians, researchers and authors, in their works, have discussed issues of the ancient society, administration and lifestyle of the common people of Bangla. All these evidences, discussions, analysis and views are consulted in this article.

ভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ মা'বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির ইতিহাসে মহত্তম অর্জন। এ জন্য পাকিস্তানি শাসক চক্রের বিরুদ্ধে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে সমাজের সর্বস্তরের শ্রেণি ও পেশার মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির নিজস্ব আধুনিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

তবে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে তাড়িয়ে বাংলাদেশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে

* মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

আরো একবার স্বাধীন হয়েছিল। এর আগের ইতিহাস অবিভক্ত বা যুক্তবঙ্গের ইতিহাস। ইংরেজ শাসনামলের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল বর্তমান বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) ও ভারতের আওতাধীন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার শাসনাধীন বাংলা ছিল যুক্তবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত। মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনাধীন সুবে বাংলাও গঠিত ছিল একই সীমানা নিয়ে। পলাশীর যুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করে। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে যে জনপদ 'বাঙলা' নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল তার মুখ্য জন বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতি। সে কালে বাঙালির সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তৃত ছিল পাটালিপুত্র ও ভূবনেশ্বর হতে কামরূপ পর্যন্ত। তবে প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের শেকড় আরো গভীরে প্রোথিত। এর সূচনা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে।

প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনের হারিয়ে ফেলা এ শেকড় সন্ধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এ প্রবন্ধের পুরোটা জুড়ে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে বাংলার কথা এখানে বলা হচ্ছে তার রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ইতিহাসের প্রধান উপাদান লোকসাহিত্য। কিংবদন্তি, মহাকাব্যের কাহিনী ও বৈদিক সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাসের উপাদান দেশীয় ও বিদেশী প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিশেষত বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও চর্যাপদ সাহিত্যে প্রাচীন বাঙলার প্রশাসন ও গণমানুষের সাথে তার সম্পর্ক, যোগাযোগ ও প্রভাব-সম্পর্কিত উপকরণ নিহিত আছে। এ কারণে এ প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে থাকবে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা।

প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমেও বাংলার বিলুপ্ত প্রশাসনের ফসিল আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। যেমন, বাংলাদেশের ওয়ারি-বটেশ্বরে প্রাচীন যুগের নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার, পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলক, পুণ্ড্রনগরী বা মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের শিলালিপি, বর্ধমান ভুক্তিতে প্রাপ্ত মল-সারুল তাম্রশাসন লিপি, ফরিদপুর তাম্রশাসন লিপি, ভূমিদাস পট্টোলি, বিভিন্ন ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের পাট্টা ইত্যাদি কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমেও বাংলার তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এ সবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ, আমলাতন্ত্র, প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারীদের দায়িত্ব, স্তরবিন্যাস, জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, খনন এবং প্রাচীন ইতিহাসের নানাবিধ উপকরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এ প্রবন্ধে। আলোচনায় এসেছে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দণ্ডশাস্ত্র, শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার, মনুসংহিতা, পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহ, শ্রীলঙ্কার প্রাচীনগ্রন্থ ও সাহিত্য, পরিব্রাজকদের বিবরণী, গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস, মিশর ও গ্রিসের বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও গ্রন্থকারের বর্ণনা এবং শীলভদ্রের জীবনীসহ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক কাঠামো, আমলাতন্ত্র, জনসাধারণের সাথে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। তাই অত্যন্ত সচেতনভাবে এসব গ্রন্থের আলোচনা, এগুলোর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এ প্রবন্ধে।

এছাড়া আধুনিক ও নিবেদিতপ্রাণ ঐতিহাসিক গবেষক ও লেখকগণ প্রাচীন বাঙলার সমাজ, প্রশাসন ও জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে নানা ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন বাঙলার ধারাবাহিক ইতিহাস উদঘাটনে এসব গ্রন্থ মূল্যবান বিবেচিত হয়।[১] অকাতরে এ সব গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে প্রবন্ধে। সর্বোপরি প্রাচীন বাঙলার আমলাতন্ত্রের সূচনা বা উৎস উদঘাটনে প্রথমত প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে রাষ্ট্র বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা, অতঃপর রাষ্ট্র বিকাশের ধারাবাহিক বিন্যাসের পরবর্তী পর্যায়সমূহ নির্দিষ্ট করে সে সময়ের প্রশাসনিক কাঠামো, স্তর বিন্যাস ও সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছে।

প্রাচীন সাহিত্য ও বাঙলার জনপদ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন ঋগ্‌বেদে সরাসরি 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গদেশ' সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। ঋগ্‌বেদ বৈদিক আর্যদের প্রাচীনতম রচনা। এ গ্রন্থের প্রাচীন মন্ত্রগুলি ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের রচনা, এ মত ইয়াকবি ও উইন্টার নিৎস-এর মতো প্রখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতরাও স্বীকার করেন।[২] গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কণ্ব, শৌনক, যম, ভৃগু, অঙ্গিরা, অথর্ব - প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি ও ঋষিকারা বেদ রচনা করেন বৈদিক যুগে, আনুমানিক ১৮০০ বা ১৫০০ অব্দে যার সূচনা এবং ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তার সমাপ্তি। তবে সাধারণভাবে ১৮০০ বা ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্তই ঋগ্‌বৈদিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত।

ঋগ্‌বেদে গঙ্গা নদীর কথা উল্লেখ আছে, বাঘের উল্লেখ নেই। প্রথমদিকে বাঘ্র সংকুল দক্ষিণবাংলার সাথে আর্যদের পরিচয় ছিল না এটা তারই প্রমাণ। তবে ঋগ্‌বেদে বাংলার প্রধান শস্য ধানের উল্লেখ আছে।[৩] গঙ্গা নদী এবং ধানের বিষয় ঋগ্‌বেদে উল্লেখের মাধ্যমে বঙ্গ এবং বঙ্গজন সম্পর্কে বৈদিক আর্যরা অবহিত ছিল একথা বুঝা যায়। তবে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে[৪] ভারতবর্ষের প্রাচ্য জনপদ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ জনপদের অধিবাসীদের পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র বলে উলে-খ করা হয়েছে। 'বঙ্গজন' ও জনপদ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ঐতরেয় আরণ্যকে।[৫] সেখানে একটি পদে বলা হয়েছে: 'বায়াংসি বঙ্গাবগধবাশ্চেয় পাদা' (২য়/১ম/১)। এ পদে বঙ্গ, বগধ, চের ও পাদা - এদের, 'বায়াংসি' অর্থাৎ কাক বা পক্ষী বিশেষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১ বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানা আধুনিক গ্রন্থ ক) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, খ) বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রমেশ মজুমদার, গ) বৃহৎবঙ্গ, দীনেশ চন্দ্র সেন, ঘ) বাঙালীর ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়, ঙ) বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, ড. অতুল সুর, চ) ভারতবর্ষের ইতিহাস, আন্তোনোভা ও অন্যান্য, ছ) বাঙালির ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হাননান, জ) আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অজয় রায়, ঝ) ভারত ইতিহাসের সন্ধানে, ড. দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঞ) ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, এ কে এম শাহনেওয়াজ, ট) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ড. এম এ রহিম।

২ দীলিপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (২০০০), ভারত ইতিহাসের সন্ধানে, আদিপর্ব: প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১০১।

৩ ঐ, পৃ. ১০৬।

৪ বৈদিক সাহিত্য -ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে গঠিত। এগুলির রচনাকাল আনুমানিক ১৪০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

৫ অজয় রায়, আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১৫।

এখানে উল্লেখযোগ্য আর্যরা পূর্বভারতে তাদের আধিপত্য সম্প্রসারণকালে প্রতিনিয়ত স্থানীয়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী এই স্থানীয় অনার্যদের ঋগ্‌বেদে 'দাস', দস্যু, পশু, পাখি, ইতর, ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত প্রাণী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাক্ষস, খোক্কস, নাগ, দস্যু, পক্ষী ইত্যাদি হরেক রকম শত্রুপক্ষের নাম বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর।

সম্ভবত পূর্বভারতে অর্থাৎ বাংলা অভিমুখে আর্যরা সবচেয়ে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। কারণ আর্যসাহিত্যের সর্বত্র বঙ্গজনদের সম্পর্কে চরম ঘৃণা ও শত্রুতামূলক শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্গজনপদকে তারা অসুর জাতি ও দস্যুদের দেশ হিসেবে অভিহিত করে। বৈদিক সাহিত্যে বাংলা অঞ্চলকে ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্যদের দেশ উল্লেখ করে আর্যদের সে দেশে গমনাগমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সে দেশে কেউ গেলে সে অপবিত্র হয়ে যাবে।[৬] এ থেকে প্রতীয়মান হয় বঙ্গজনপদ সম্পর্কে আর্যদের মনে যুগপৎ ভীতি এবং ঘৃণা সমভাবে কার্যকর ছিল। এ ধরনের অবস্থা বর্তমান বিশ্বেও বিরল নয়। যেমন পৃথিবীর অনেক দেশে বৈরী পরিবেশে মার্কিন নাগরিকদের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। বাংলাদেশের নাগরিকদেরও পাসপোর্টে সিল দিয়ে ইসরায়েলসহ পৃথিবীর অনেক দেশে ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে উল্লেখ আছে আর্যগণ অল্প সময়ের জন্য পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশে বাস করলেও তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[৭] এ কথা মনে করার পর্যাপ্ত কারণ আছে যে, আর্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত স্থানীয় নর-নারীরা আর্যদের হাতে 'দাস' এবং 'দস্যু'তে পরিণত হয়েছিল। কারণ আর্যরা প্রথম থেকেই এ দেশের মানুষের সাথে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে ঋগ্‌বেদে, যেখানে দেখা যায়, আর্যরা সঙ্কটকালে ব্যাপকভাবে নির্মম গণহত্যা চালানোয় সিদ্ধহস্ত। ভারতের ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট গবেষক লিখেছেন: আর্যগোষ্ঠীপতি 'দস্যু'দের প্রতি ছিলেন অতিশয় নির্দয়। ঋগ্বেদে 'দস্যুহত্যা' কথাটির উল্লেখ আছে অসংখ্যবার। প্রকৃত পক্ষে 'দাস' এবং 'দস্যু' হলো পরাজিত সেই অনার্য জনগোষ্ঠী, আর্যদের হাতে যারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। একজন আর্যগোষ্ঠীপতি অনার্য বিদ্বেষী হয়ে এমন গণহত্যা ঘটিয়েছিলেন যে বৈদিক সাহিত্যেই তাকে 'ত্রাসদস্যু' খেতাব দেয়া হয়।

বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গদেশে যাওয়ার অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ঘোষণা করা হলেও মহাভারতে (রচনাকাল ১৪০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কিন্তু বঙ্গদেশের নদ-নদীকে পবিত্র তীর্থস্থান বলে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় এ যুগে বঙ্গদেশ সম্পর্কে আর্যদের মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত বাংলার উর্বর জমির সন্ধান পাওয়ার ফলেই তাদের চিন্তা ও মানসে এ পরিবর্তন ঘটে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাচীন পুণ্ড্র নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী শিলালিপি, নোয়াখালি জেলায় শিলুয়াতে প্রাপ্ত মূর্তির গায়ে উৎকীর্ণ খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত লিপি- পাওয়ার ফলে এ অনুমানের ভিত্তি আরো মজবুত হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ খ্রিষ্টজন্মের আনুমানিক ২০০০ বছর আগে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেও

---

৬ ড. মোহাম্মদ হাননান, বাঙালির ইতিহাস, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ২৩।

৭ রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৯ পৃ. ৫৮; হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

বঙ্গজনপদ তাদের অধিকারে আসে মাত্র খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের দিকে। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত কমবেশি এই দুই সহস্রাব্দ কালই হচ্ছে দেশীয় সভ্যতার মূলধারার সাথে আর্যসংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তারের মরণপণ সংগ্রামের চিহ্নিত কালপর্ব। এতদসত্ত্বেও এ সময়েও বঙ্গজনপদে পুরোপুরি আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোন কোন অংশে আর্যসভ্যতার বিরুদ্ধে তখনো প্রতিরোধ চলছে। আর এ দেশ পুরোপুরি আর্য অধিকারে আসে আনুমানিক চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে, গুপ্তযুগের পূর্বে।

লক্ষণীয়, ঋগ্‌বেদের যুগে আর্যরা বঙ্গদেশ সম্পর্কে সামান্যই জানত। কিন্তু মহাভারতের যুগে বঙ্গজনপদবাসীরা ছিল আর্যদের ঘোরতর শত্রু। আর মনুসংহিতার যুগে গঙ্গা, করতোয়ার জল আর্যদের তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।

পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে দীর্ঘতমা নামে এক অন্ধ আর্য ঋষি যজাতির বংশধর বলি রাজার গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। রাজার অনুরোধে রানি সুদেষ্ণার গর্ভে তিনি পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। এদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

এ আর্যদের রচিত এক শঠতাপূর্ণ কাহিনী। এতে সন্দেহ নেই। তবে আর্যদের আগমনের পূর্বেই যে আর্যঋষিরা এ দেশে এসেছিল এবং পরবর্তী যুগে আর্যসভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে ব্যাপৃত ছিল তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগের - বহুপূর্ব হতেই সম্ভবত এ পাঁচটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল এবং চতুর আর্যঋষি সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এমন সম্ভাবনাও দেখা দেয় শুধুমাত্র ভৌগোলিক নয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও এসব রাষ্ট্র পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল। এমনকি প্রতিরক্ষাগত দিক থেকে এদের পক্ষে সম্মিলিত কোন রাষ্ট্রসংঘের পরস্পর ঘনিষ্ট সদস্য হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ সেই প্রাচীন যুগেই এসব জনপদে রাষ্ট্রসংঘ গড়ে উঠার সংবাদ পাওয়া যায় এ সব প্রাচীন গ্রন্থের পৃষ্ঠায়।

মহাভারতে বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলসমন্বিত, বিপুল পরাক্রমশালী ও প্রবল সামরিক শক্তির অধিকারী। তিনি লোকবিশ্রুত, অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ সম্রাট জরাসন্ধের অনুগত। অর্থাৎ মগধরাজ জরাসন্ধের সাথে পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কিরাত নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রজোট বা সংঘরাষ্ট্রের রাজারা বন্ধুত্বপূর্ণ ও মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ। তারা জরাসন্ধের পরামর্শ বা আদেশ মেনে চলতেন। এ সময় বঙ্গের রাজা ছিলেন সমুদ্রসেন। তার পুত্রচন্দ্র সেনও বঙ্গের রাজা হয়েছিলেন। এমনকি মগধ, পুণ্ড্র এবং কামরূপের মধ্যে বৃহত্তর মিত্রজোটও গড়ে উঠেছিল পরবর্তীতে। মহাভারতেই বর্ণিত হয়েছে, সম্রাট জরাসন্ধের মৃত্যুর পর রাজা কর্ণ কলিঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ নিয়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ জনপদ সম্পর্কে উল্লিখিত জনকাহিনী থেকে প্রতীয়মান হয় এই পাঁচটি জনগোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিন্ন। সম্ভবত এরা একই নৃগোষ্ঠীর পাঁচটি স্বতন্ত্র কোম বা গোত্র।[৮]

মহাভারতে (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০-৪০০ অব্দ) দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের পুত্র 'প্রতাপবান' চন্দ্রসেন, পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব এবং তাম্রলিপ্তির রাজার নাম উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের

---

৮ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১২৩।

শক্তিমত্তার কথা উল্লেখ করেন। কর্ণ কর্তৃক কলিঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ-কে একত্রিত করে এক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনার সংবাদও আছে এখানে। মহাভারতে আরো উল্লেখ আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গরাজ কৌরব দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অতুল সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেন।[৯]

আরণ্যকের রচয়িতা পূর্ব জনপদবাসীদের 'বায়াংসি' অর্থাৎ পাখি বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় আর্যদের নিকট এদেশীয় ভাষা দুর্বোধ্য ছিল। কারণ বৈদিক ঋষিগণ অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা বুঝতে না পারায় তাদেরকে পশু, পাখি বা ইতর প্রাণীর সাথে তুলনা করতেন, তাদেরকে মনুষ্য পদবাচ্য মনে করতেন না।[১০]

বিশেষ করে আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জনগোষ্ঠীকে তারা আরো বিকৃত ও ঘৃণিত রূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ঋগ্‌বেদে যুদ্ধরত শত্রুদের 'দেবহীন ও অন্যব্রতচারী' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে লক্ষণীয় রামায়ণে প্রাচ্যদেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। রামচন্দ্রের 'অশ্বমেধ যজ্ঞে' রাজপুরোহিত বশিষ্ট অঙ্গ, মগধ ও অন্য প্রাচ্যরাজাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য রাজাকে উপদেশ দিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব, মগধরাজ জরাসন্ধ ও কামরূপরাজ ভগবত দত্ত প্রাচ্য ভারতের বিখ্যাত ও প্রভাবশালী নৃপতি ছিলেন। তারা মিত্রজোট গঠন করেছিলেন। হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক কালে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও পুণ্ড্ররাজ আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। তারা উভয়েই ছিলেন সে যুগের বরেণ্য নৃপতি।[১১]

মহাভারতে প্রাচ্য ভারতের প্রতিভূ প্রবল প্রতাপ পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে উত্তর ভারত তথা আর্যাবর্তের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণের প্রবলতম প্রতিপক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচ্যের ত্রয়ী মিত্রশক্তি মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব ও কামরূপ রাজ ভগবতদত্তের মিত্রতায় শঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের নিকট শঙ্কা প্রকাশ করতে দেখা যায়: 'এদের বর্তমানে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের মনস্কামনা পূরণ অসম্ভব।' মনে রাখতে হবে মথুরার যাদব কৃষ্ণ ও পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কেবল পার্থিব শক্তি অর্থাৎ রাজ্য জয়ের সঙ্ঘাত নয়, দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষেরও প্রতীক। এরই অনুবৃত্তিক্রমে আমরা দেখতে পাই, মিত্রতা ও সমর শক্তিতে বলীয়ান বাসুদেব যুদ্ধে মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণকে আরব সাগরে দ্বারকাদ্বীপে তাড়িয়ে দেন। নিজ অঙ্গে 'গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র' চিহ্ন ধারণ করে তিনি নিজেকে বিষ্ণু অবতার ঘোষণা করে আর্যাবতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

টলেমি-র ভূগোল গ্রন্থ এবং আনুমানিক ৪০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত প্রাচীন গ্রিক গ্রন্থ 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান'-এ কিরাত দেশের উল্লেখ আছে এবং সম্ভবত নেপাল, ভূটান, সিকিম, দুয়ার এবং কুচবিহার পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তারিত ছিল। এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আধুনিক দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ। এ অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের (৪৪৮-৪৫০ খ্রি.) ও প্রথম মহীপালের রাজত্বকালের 'তাম্রশাসন পট্টে' পঞ্চনগর নামক বিষয় ও শাসন কেন্দ্রের নাম

---

৯ R.C. Majumdar, History of Bangladesh, 1st Vol. Old age, General printers & publishers ltd, Calcutta, Eighth Edition, 1988, P. 23

১০ নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

বারবার উল্লিখিত হয়েছে। তাম্রশাসনে উল্লিখিত এই পঞ্চনগরই সম্ভবত: টলেমি কথিত 'পেন্টাপোলিস' এবং দিনাজপুরের 'বেলওয়া - হরিনাথপুর - চরকাই - দেবীপুর - ফুলবাড়ি' অঞ্চলই হয়ত প্রাচীন 'পঞ্চনগর' বা 'পেন্টাপোলিস'।[১২]

যুদ্ধ বিদ্যায়, বিশেষ করে গজযুদ্ধে প্রাচ্য জনপদবাসী অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায়:

> 'গজযুদ্ধ বিশারদ অঙ্গ-বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক বীরগণ একত্রে মিলিত জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নাচার বর্ষণপূর্বক পাঞ্চাল সৈন্যকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ... বঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছেদ সংবলিত পতাকাযুক্ত পর্বতাকার গজযূথ লইয়া তাহার অভিমুখীন হইলেন।'

উলে-খ্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব উভয়েই কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।[১৩]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রাচ্য জনপদসমূহে অতি প্রাচীনকালেই এমনকি মহাভারতের যুগের পূর্ব থেকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। অর্থাৎ এ অঞ্চলে আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনেরও পূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের সমসাময়িক কালে অথবা পশ্চিম ও উত্তর ভারতের হরপ্পা সভ্যতারও পূর্বে শক্তিশালী একটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সমৃদ্ধ নগর, শাসনকেন্দ্র, তাম্রশাসন লিপি ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠিত আমলাতন্ত্রেরও আভাস পাওয়া যায় এ সভ্যতার আকর থেকে।

'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ' নামক প্রাচীন দু'খানি সিংহলী ইতিহাস গ্রন্থে গৌতমবুদ্ধের জন্মেরও বহুপূর্বে জনৈক বঙ্গরাজ সিংহবাহু ও তার পুত্র বিজয় সিংহের কথা উল্লেখ আছে। বিজয় সিংহ সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হয়ে সেখানে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] এ থেকে বুঝা যায় তদানীন্তন বঙ্গবাসী নৌবিদ্যায় ও সমুদ্র যাত্রায় কুশলতা অর্জন করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার পান্না গ্রামে একটি পুকুর খোড়ার সময় ৪৫ ফুট গভীর থেকে পাওয়া গেছে সমুদ্রগামী এক নৌকার কঙ্কালবিশেষ।[১৫] তাছাড়া চন্দ্রকেতুগড় সিলমোহরে সমুদ্রগামী জলযানের প্রতিকৃতি গঙ্গারিডিদের রণপোত ও নৌবাণিজ্যের পরিচয় দেয়।[১৬] অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে সংগঠিত আমলাতন্ত্র এবং স্থল ও নৌযুদ্ধে পারদর্শী সামরিক শক্তিও সংগঠিত হয়েছিল প্রাচীন এ সভ্যতা বিকাশের কালপর্বেই।

বহির্ভারতীয় উৎস থেকেও পূর্বভারত ও বঙ্গদেশীয় জনপদে প্রাচীন রাষ্ট্রকাঠামো ও বিকশিত সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। বিশেষ করে গ্রিক ঐতিহাসিকগণ আলেক্সান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা থেকে গঙ্গা নদীর নিম্ন-অববাহিকায় শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রমাণ মেলে। গঙ্গা অববাহিকায় পূর্ব প্রান্তিকে দু'টি

---

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

[১৫] অতুল সুর, পৃ. ৭১।

[১৬] ঐ, পৃ. ৭৭।

শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথা মহাবীর আলেক্সান্ডার (খ্রি.পূ. ৩২৬) জানতেন। ঐ দু'টি রাষ্ট্রের একটি ছিল 'গঙ্গারিডি' বা গঙ্গারিঢ়ি (যার অর্থ গঙ্গা হৃদয়) আর অপরটি 'প্রাসিঐ' বা প্রাসী।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবেচনা

প্রত্ন বিশেষজ্ঞ উইলফোর্ড মনে করেন বাঙলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই অতীতে সংস্কৃত ভাষায় 'গঞ্চর দেশ' নামে পরিচিত ছিল। এ থেকেই গ্রিক ঐতিহাসিকেরা দেশটিকে 'গঙ্গারিডি' নামে অভিহিত করেন। ভার্জিল প্রণীত ভূগোল গ্রন্থেও 'গঙ্গারিডি'র নাম উল্লেখ আছে।[১৭] গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর গ্রিক কূটনীতিবিদ মেগাস্থিনিস তার বিখ্যাত 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। কালের প্রবাহে সে গ্রন্থ আজ বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু মেগাস্থিনিসের সেই প্রাচীন গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করে গঙ্গারিডি সম্পর্কে প্লিনি ও সেলিনাস যে বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন, কালের বাধা অতিক্রম করে তা আজো টিকে আছে। সে বর্ণনা অনুসারে গঙ্গারিডির রাজার ছিল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত এক বিশাল সেনা বাহিনী যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬০০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী আর ৭০০ রণহস্তী।

অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। গঙ্গা নদীর যে দু'টি স্রোত এখন ভাগিরথী ও পদ্মা নামে প্রবাহিত হচ্ছে এর মধ্যস্থলে গঙ্গারিডি জাতির বাস ছিল। গ্রিক বিবরণ থেকে আরো জানা যায়: 'ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। ইহাদের চারিসহস্র বৃহদাকার সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।[১৮]

অজয় রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন পুরাকালে সুহ্ম (বা রাঢ়), বঙ্গ ও পৌণ্ড্র নামে প্রাচীন বঙ্গে যে তিনটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তাই পরবর্তীকালে সম্মিলিতভাবে গ্রিক ঐতিহাসিকদের কাছে 'গঙ্গারিডি' বা 'গঙ্গারিঢ়ি' নামে পরিচিতি লাভ করে। জনৈক গ্রিক নাবিক লিখেছেন (সম্ভবত প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দে) বাঙলার সুক্ষ্ম মসলিন কাপড় এখান থেকে সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত।[১৯]

গ্রিক ঐতিহাসিকদের কথিত 'প্রাসী' হল প্রাচীন কালের মহাশক্তিশালী মগধ রাজ্য। যার রাজধানী ছিল প্রথমত: 'গিরিব্রজ' বা 'রাজগিরি' বা 'রাজগৃহ' এবং পরবর্তীতে বৈশালীতে এবং তারও পরে পাটলিপুত্রে। গ্রিকগণ যাকে 'পলিবোথ্রা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গৌতমবুদ্ধের জন্মেরও বহুপূর্ব থেকেই এ রাজ্যের শক্তিশালী উপস্থিতির কথা শ্রুতি সাহিত্য, বেদ, পুরাণ ও মহাকাব্যের উপাখ্যান থেকে জানা যায়।

স্মরণ করা যেতে পারে মহাভারতের ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পূর্ববঙ্গের রাজার পরাক্রম এবং গজযুদ্ধের কুশলতা ও পরবর্তীতে গ্রিকগণ শক্তিশালী গঙ্গারিডই জাতির উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে মহাভারতের বর্ণনা এবং গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণ যেন পরিপূরক বলে মনে হয়।[২০]

[১৭] অজয় রায়, আদি বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশে-ষণ, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১২৭ ;

[১৮] R C. Majumdar, ibid, P. 24

[১৯] ঐ, পৃ. ২৭।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত বর্ষের বিপাশা নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে প্রাসী ও গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষমতা এবং বিপুল সমর শক্তির কথা অবগত হন। কুইন্টাস কারিটিয়াস বর্ণনা করেছেন- ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০০ যুদ্ধরথ, ৪,০০০ রণহস্তী ও ২০,০০০ পদাতিকসহ এই দু'টি রাজ্যের সম্মিলিত বিশাল সৈন্যবাহিনী আলেকজাণ্ডারকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[২১] অপর গ্রিক ঐতিহাসিক প্লুতার্ক গঙ্গারিডি-র প্রতিরোধ সম্পর্কে লিখেছেন, তারা ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০,০০০ পদাতিক, ৮,০০০ রথ এবং ৬,০০০ যুদ্ধহস্তী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের জন্য অপেক্ষা করছিল।[২২]

একথা শুনে আলেকজান্ডার আর বিপাশা নদী অতিক্রম করেননি। কারণ বিপাশা পার হলেই মগধের রাজা এগ্রাম্মেসের (উগ্রসেন) রাজ্য। সেখানে মগধ ও গঙ্গারিডি রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে। এগ্রাম্মেস- এর পরাক্রম সম্পর্কে ম্যাসিডোনীয় সৈন্যদের মনে এক দারুণ আতঙ্ক বিরাজ করছিল। আলেকজান্ডার বিপাশা অতিক্রম করে আরো পূর্বে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেও ম্যাসিডোনীয় সৈন্যরা আর এক কদমও অগ্রসর হতে রাজি হয় নি। ফলে সেখান থেকেই মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পশ্চাদপসরণ শুরু।[২৩] প্রাসী ও গঙ্গারিডি রাজ্যদ্বয় স্বতন্ত্র হলেও উভয় রাজ্যের রাজা ছিলেন একজন। কারিটিয়াসের উচ্চারণে তার নাম 'এগ্রাম্মেস' (Agrammes), দিয়োদোরাসের মতে এই নাম 'কন্দ্রমেস'। আবার জাস্টিনের বর্ণনায় ... 'নন্দ্রুস'। অথবা 'জ্যান্ড্রামেস' (Xandrames)। উল্লেখ্য, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে সম্ভবত মহাপদ্মের পুত্র উগ্রসেন মগধের রাজা ছিলেন।[২৪]

যাহোক, এ সময়ে গঙ্গারিডি এবং প্রাসী বা মগধ এ রাজ্য দু'টি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।[২৫] মহাভারতের কাহিনীতেও পুণ্ড্র, মগধ এবং কামরূপ রাজ্যের ত্রয়ী মৈত্রীজোটের কথা উল্লেখ আছে। ইত:পূর্বে তা উল্লিখিত হয়েছে।

গণ ও সংঘ রাজ্যের অস্তিত্ব ও আমলাতন্ত্রের উন্মেষ

উল্লেখ্য এ সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গণ ও সংঘ রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। দীলিপ গঙ্গোপাধ্যায় কথিত ৯টি রাজ্য নিয়ে গঠিত বৃজি রাষ্ট্রসংঘের রাজ্যগুলি মোটামুটিভাবে নেপালের দক্ষিণ পশ্চিমে, গঙ্গার উত্তরে এবং মল্লর রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও লিচ্ছবিই ছিল প্রধান। এছাড়াও উগ্র, ভর্গ, ইক্ষাকু ও কুরুরাজ্যও ছিল বৃজি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। বৃজি রাষ্ট্রসংঘের রাজধানী বৈশালী, বৈশালী আবার লিচ্ছবি রাজ্যেরও রাজধানী ছিল। মহামতি গৌতমবুদ্ধ লিচ্ছবিদের ঐক্য, তেজস্বিতা, মহানুভবতা ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রিয় শিষ্য আনন্দকে তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত লিচ্ছবি তথা বৃজিরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা

---

২০ R.C. Majumdar, ibid, P. 24

২১ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

২২ সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা) ১৯৯৫, পৃ. ২৭১; ড. হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২৩ দীলিপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪; ড. হাননান, পৃ. ৫৪।

২৪ ঐ, পৃ. ১৯৭।

২৫ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

নিরাপদ। তাঁর এ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। মগধ রাজ অজাতশত্রুর সাথে যুদ্ধে যতদিন তারা এক ছিলেন, ততদিন অজাত শত্রু তাদের পরাজিত করতে পারেনি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এ যুদ্ধে যখনই তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে, তখন আত্মসমর্পন ছাড়া আর তাদের কোনো গত্যন্তর ছিল না।[২৬]

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাদৃশ্য, সামাজিক রীতি ও লোকসাহিত্যের উপাদান বিশ্লেষণ করে অনেক পণ্ডিত মন্তব্য করেন যে প্রাচীন বঙ্গীয় সভ্যতার নির্মাতা ও বাহকদের সাথে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের এবং সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তাম্রাশ্মযুগীয় সভ্যতার নিদর্শন এবং অতি সম্প্রতি নরসিংদি জেলার 'ওয়ারি বটেশ্বরে' (সৌনাগড়া?) প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাচীন সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ এ ধারণাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রাচীন বঙ্গে উন্নত সভ্যতা ও রাষ্ট্রকাঠামো বিকাশের এই প্রবণতা আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ যেখানে রাষ্ট্র কাঠামো বিকশিত হতে পারে, প্রবল পরাক্রান্ত স্থল ও নৌবাহিনী গড়ে উঠতে পারে, সমুদ্র অভিযান সংঘটিত হতে পারে, ভারত মহাসাগর ও সুদূর কৃষ্ণ সাগরে রাজত্ব ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, বহির্দেশীয় বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে, দেশীয় ও আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মৈত্রীজোট বা সংঘরাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে সেখানে অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গে রাষ্ট্রকাঠামোর আবশ্যিক অনুষঙ্গ শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোরও অনিবার্য বিকাশ ঘটেছিল এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের বর্ধমান জেলার বোলপুরের কাছে অজয় নদীর উপত্যকায় পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননের ফলে সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায় সেখানে তীক্ষ্ণ খোদাই করা লিখন পদ্ধতি প্রচলন থাকার নিদর্শন চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের আগেও এ সভ্যতা বিকাশমান ছিল।[২৭]

এর অর্থ দাঁড়ায়, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বেই বাংলায় প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ড. অতুল সুর উল্লেখ করেছেন, সেই সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ছিল অতি উন্নতমানের, কারণ নগরে পাকা রাস্তার চিহ্ন আবিস্কৃত হয়েছে।[২৮] তামার ব্যবহার জানত সেকালে বাঙালিরা। স্থাপত্য ও প্রকৌশলগত দিক ছিল অসাধারণ এবং বিশ্বের যে কোন প্রাচীন সভ্যতার সমপর্যায়ের। আর্যসভ্যতার চেয়েও অনেক উন্নত এবং বিকাশশীল ছিল বাংলার এই অনার্য সভ্যতা।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি হতে ধারণা করা যায় ঐ সময় এ জনপদের অধিবাসীরা তামা এবং লোহার ব্যবহার জানত। এ ছাড়াও এখানে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের সাথে প্যালিওলিথিক ও মাইক্রোলিথিক যুগের অস্ত্রশস্ত্রের সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রাপ্ত নিদর্শন ও চিহ্নের ভিত্তিতে কোনো কোনো গবেষক অনুমান করেছেন :

> *খ্রিষ্টপূর্ব দশ হাজার বছর পূর্বেও এ ভূখণ্ডে মনুষ্য বসতি ছিল এবং প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল,*

---

[২৬] দীলিপ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-৭৪।

[২৭] হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. 18-19; R.C. Majumdar, ibid, P. 24-25

[২৮] অতুল সুর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৭৮।

তিব্বতী, বর্মী, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এ জনপদের অধিবাসী ছিল।[২৯]

অতি সম্প্রতি অধুনা বাংলাদেশের নরসিংদি জেলার ওয়ারি বটেশ্বর এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে অতি প্রাচীন সভ্যতার স্মারক রেশমি গুটিকা ও প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। রেডিও কার্বন পরীক্ষায় জানা গেছে এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান সভ্যতার স্মারক। এটাই এ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম।

ওয়ারি বটেশ্বরে প্রাপ্ত রেশম গুটিকার বিপুল সম্ভার ধারণা দেয় এ পণ্য বিদেশে রফতানি করার জন্য একত্রিত করা হয়েছিল। বিশেষত ষাটেরও অধিক স্থানেও এ গুটিকার সন্ধান পাওয়ার ফলে প্রাচীন বঙ্গের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রমাণ স্পষ্ট করে তোলে। সমুদ্রগামী জাহাজও এ অঞ্চল থেকে প্রেরিত হতো এ কথা বলা যায়। অনেকে ওয়ারি বটেশ্বরকে প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনগৌড়া বলে অভিহিত করেছেন নদী পথের গতিবিধি পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ এ স্থানে একটি সমৃদ্ধ নগরী এবং একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে খ্রি.পূর্ব ৫৪৫ সালে বিজয় সিংহের লঙ্কা অভিযান এ অঞ্চলের সংগঠিত সামরিক শক্তির অবস্থান প্রকাশ করে।[৩০] আর বহির্বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক অভিযান এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক ব্যাপক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণের জন্য এ অঞ্চলে শক্তিশালী সরকার এবং সংগঠিত আমলাতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছিল এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

কিছু প্রশ্ন, কিছু পর্যালোচনা ও ত্রিভূজ তত্ত্ব

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে যখন আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন তারা শুধু উত্তর ভারত নয় দক্ষিণ ভারত ও পূর্বভারতেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাদের এ প্রচেষ্টা ৪র্থ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্ত সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সফল হয়নি। আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব অংশে অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রায় সমান্তরাল দু'টি শক্তিশালী সভ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও পূর্ব ভারতে আর্যদের আগ্রাসন প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বিশেষত বঙ্গদেশ অভিমুখে তাদের অভিযান সবচে' বড় বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অথবা মহাকাব্যে বঙ্গজনবাসীকে শত্রু মনে করা হয়েছে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব হল, ঋগ্‌বেদ রচয়িতা আর্যদের সিন্ধু উপত্যকায় আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বাঙালিরা এ জনপদে অধিবাসী হিসেবে উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। এ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে তীব্র ভীতি ও আতঙ্কের বোধ থেকেই পঞ্চনদের আর্যগণ বাঙালিদের ঈর্ষা ও ঘৃণার চোখে দেখত। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণ রয়েছে।

বাঙলায় বসবাসকারী প্রাকৃত ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। পূর্ব দিকে ক্রমসম্প্রসারমান আর্যসংস্কৃতি প্রাচ্য দেশের অনার্য সংস্কৃতির কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সে জন্য ভারতে

---

[২৯] ঐ, পৃ. ২৫।

[৩০] হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. 18; R.C. Majumdar, ibid, P. 24-25.

তিব্বতী, বর্মী, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এ জনপদের অধিবাসী ছিল।[২৯]

অতি সম্প্রতি অধুনা বাংলাদেশের নরসিংদি জেলার ওয়ারি বটেশ্বর এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে অতি প্রাচীন সভ্যতার স্মারক রেশমি গুটিকা ও প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। রেডিও কার্বন পরীক্ষায় জানা গেছে এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান সভ্যতার স্মারক। এটাই এ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম।

ওয়ারি বটেশ্বরে প্রাপ্ত রেশম গুটিকার বিপুল সম্ভার ধারণা দেয় এ পণ্য বিদেশে রফতানি করার জন্য একত্রিত করা হয়েছিল। বিশেষত ষাটেরও অধিক স্থানেও এ গুটিকার সন্ধান পাওয়ার ফলে প্রাচীন বঙ্গের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রমাণ স্পষ্ট করে তোলে। সমুদ্রগামী জাহাজও এ অঞ্চল থেকে প্রেরিত হতো এ কথা বলা যায়। অনেকে ওয়ারি বটেশ্বরকে প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনগৌড়া বলে অভিহিত করেছেন নদী পথের গতিবিধি পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ এ স্থানে একটি সমৃদ্ধ নগরী এবং একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে খ্রি.পূর্ব ৫৪৫ সালে বিজয় সিংহের লঙ্কা অভিযান এ অঞ্চলের সংগঠিত সামরিক শক্তির অবস্থান প্রকাশ করে।[৩০] আর বহির্বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক অভিযান এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক ব্যাপক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণের জন্য এ অঞ্চলে শক্তিশালী সরকার এবং সংগঠিত আমলাতন্ত্রের উন্মেষ ঘটেছিল এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

কিছু প্রশ্ন, কিছু পর্যালোচনা ও ত্রিভূজ তত্ত্ব

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে যখন আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন তারা শুধু উত্তর ভারত নয় দক্ষিণ ভারত ও পূর্বভারতেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাদের এ প্রচেষ্টা ৪র্থ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্ত সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত সফল হয়নি। আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব অংশে অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রায় সমান্তরাল দু'টি শক্তিশালী সভ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও পূর্ব ভারতে আর্যদের আগ্রাসন প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বিশেষত বঙ্গদেশ অভিমুখে তাদের অভিযান সবচে' বড় বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অথবা মহাকাব্যে বঙ্গজনবাসীকে শত্রু মনে করা হয়েছে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব হল, ঋগ্‌বেদ রচয়িতা আর্যদের সিন্ধু উপত্যকায় আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বাঙালিরা এ জনপদে অধিবাসী হিসেবে উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। এ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে তীব্র ভীতি ও আতঙ্কের বোধ থেকেই পঞ্চনদের আর্যগণ বাঙালিদের ঈর্ষা ও ঘৃণার চোখে দেখত। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণ রয়েছে।

বাঙলায় বসবাসকারী প্রাকৃত ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। পূর্ব দিকে ক্রমসম্প্রসারমান আর্যসংস্কৃতি প্রাচ্য দেশের অনার্য সংস্কৃতির কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সে জন্য ভারতে

---

[২৯] ঐ, পৃ. ২৫।

[৩০] হাননান, প্রাগুক্ত, পৃ. 18; R.C. Majumdar, ibid, P. 24-25.

প্রবেশের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরেও বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন সমর্থ হয়েছিল, তখন বৈদিক আর্যদের নতি স্বীকার করেই প্রাচ্য দেশে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তাদের বৈদিক গরিমা তখন ক্রমশ ম্লান হয়ে গেছে।

আবার প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। প-াওসিন যুগে (পঁচিশ থেকে দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে) এর ভূমি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। এ পর্যন্ত উন্নত নরাকার জীবের প্রাচীনতম কঙ্কালাস্থি পাওয়া গেছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক গিরিমালায়, জাভা দ্বীপে ও চীন দেশের চুংকিং-এ।[৩১] বিশ্বমানচিত্রের এ তিনটি স্থান সরল রেখা দ্বারা যুক্ত করলে যে ত্রিভূজ পাওয়া যায় তার কেন্দ্রস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। সুতরাং বলা যায় এ ভূখণ্ডে আদি বাঙালির পদচারণা শুরু হয়েছিল সম্ভবত মানব সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই।

১৯৭৮ সালে মেদিনীপুর জেলায় রামগড়ের অদূরে সিজুয়া নামক স্থানে পাওয়া গেছে জীবাশ্মীভূত ভগ্ন মানব-চোয়াল। রেডিও কার্বন-১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণীত হয়েছে ১০৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় এখন থেকে প্রায় ১৪০০০ বৎসর পূর্বেও বঙ্গজনপদে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বাংলাদেশে অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০০ বছর আগের প্রত্নপোলীয় যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা স্থান থেকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল পাথরের তৈরি হাতিয়ার। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং ইউরোপেও এ ধরনের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল। নবপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার ব্যবহার করত। এরপর সূচিত তাম্রাশ্ম সভ্যতার প্রতিনিধি সিন্ধু-উপত্যকার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা। বাংলাদেশে এরূপ সভ্যতার নিদর্শন পাণ্ডুরাজার ঢিবি (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের)। পাণ্ডুরাজার ঢিবি বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানায় (বোলপুর শান্তি নিকেতনের নিকটে) অবস্থিত। অজয়, কুন্নুর ও কোপাই নদীর তীরে, উপত্যকার অন্যান্য স্থানেও এ সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি অজয় ও কুন্নুর নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে মঙ্গলকোটে তাম্রপ্রস্তর থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটানা বিভিন্ন পর্বের সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নসম্ভার আবিষ্কার করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে এ সভ্যতা বৌধায়ন ধর্মসূত্র রচনারও বহু পূর্ববর্তী। উল্লেখ্য বৌধায়ন ধর্মসূত্রেই (২/২/৩০) প্রথম 'আর্যাবর্ত' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩২]

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খননকালে বিভিন্ন স্তরে চারটি ভিন্ন যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে[৩৩]:

(১) প্রথম যুগের লোকেরা কাঁকরপেটা গৃহতল নির্মাণ করত, চক্রে লাল-কালো ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরি করত এবং ধানের চাষ করত। ভয়াবহ প্লাবনের ফলে স্থানটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

---

৩১ অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৩২ অতুল সুর, পৃ. ৫৮।

৩৩ ঐ, পৃ. ৫৯।

(২) দ্বিতীয় যুগের লোকেরা তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার। তারা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করত। তারা গৃহ ও দুর্গ নির্মাণ করতে জানত। তামার উন্নত ও বহুবিধ ব্যবহার তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষি ও বাণিজ্য তাদের অর্থনীতির প্রধান সহায়ক। পূর্ব-পশ্চিমে শয়ন করিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ এবং মাতৃকাদেবীর পূজো করত। রেডিও কার্বন পরীক্ষায় এ যুগের সভ্যতার কাল খ্রি.পূ. ১০১২+১২০ বলে নির্ধারিত হয়েছে।

(৩) তৃতীয় যুগে পাওয়া গেছে নবাশ্বর কুঠার, অঙ্গারমিশ্রিত লোহার অস্ত্র এবং কালো রঙের মৃৎপাত্র। পাওয়া গেছে লোহা ঢালাই করার চুল্লি। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জন্য তৃতীয় যুগের বসবাস পরিত্যক্ত হয়।

(৪) চতুর্থ বা ঐতিহাসিক যুগের শুরু মৌর্যযুগ থেকে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ২য় স্তরে ক্রিট দেশে ১৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দে নির্মিত সে দেশের প্রচলিত লিপি-পদ্ধতিতে লিখিত একটি চক্রাকার সিলমোহর পাওয়া গেছে। ক্রিট দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সাথে তাদের বাণিজ্যের স্মারক এ সিলমোহর। বাণিজ্য পণ্যের অন্যতম ছিল মসলা, তুলা, বস্ত্র, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং হীরক। সম্ভবত গুড় এবং শর্করাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে বাংলার গুড় ও শর্করা রোমসম্রাজ্যে বিশেষ সমাদৃত ছিল। আরো পাওয়া গেছে মাটির 'লেবেল' যা পণ্যদ্রব্যের পেটিকার সাথে বাঁধা থাকত এবং ভেতরে থাকত পণ্য ও বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কিত হিসাবপত্র।[৩৪]

মিশরীয় নাবিক টলেমির 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে বাণিজ্য উপলক্ষে ক্রিটদেশে গিয়ে বাঙালিরা সে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভেলেরিয়াস ফ্লকাস তার 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখেছেন, গঙ্গারিডি দেশের বাঙালি বীরেরা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে (ঋগ্‌বেদ রচয়িতা আর্যদের ভারতে পদার্পণের প্রায় সমসাময়িক কালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক ভার্জিল তার 'জর্জিকাস' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন, গঙ্গারিডির বাঙালি বীরদের শৌর্যবীর্যের কথা 'আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখব।'[৩৫] সম্ভবত সে সময়ে ভূমধ্য এবং কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চলের লোকেরাও তামা আহরণের জন্য বাঙলাদেশে এসে হাজির হয়েছিল।

ড. অতুল সুর তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্বে বাঙালিরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ছিল। এ সময় দু'দেশের বণিকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। ঐ অঞ্চলের শব্দ থেকেই বণিক, পণ্য, পনি - এসব শব্দ এ দেশীয় শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে। উভয় দেশের সংস্কৃতিতেও মিল আছে। উভয় দেশেই মাতৃদেবীর সাথে সিংহের সম্পর্ক আছে। উভয় দেশের রূপকথার মধ্যেও রয়েছে বিপুল সাদৃশ্য। তৎকালে ক্রিট দেশে প্রচলিত লিপি ও প্রাচীন বাংলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য। সে যুগে ক্রিট দেশের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত।[৩৬] বাৎসায়ন, তার 'কামসূত্র' গ্রন্থে লিখেছেন পূর্বভারতের রানিরা তাদের দেহের উপরাংশ অনাবৃত রাখতেন।

---

[৩৪] ঐ, পৃ. ৬০।

[৩৫] ঐ, পৃ. ৬০।

এ যুগের পরবর্তীকালে রচিত বৈদিক সাহিত্যে আমরা বাংলাদেশকে অসুরদের দেশ হিসেবে বর্ণিত হতে দেখেছি। মহাভারত ও পুরাণ বর্ণিত জন্মকাহিনী অনুযায়ী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম অসুর জাতি সম্ভূত। অসুরদের তখনকার রাজার নাম 'বলি' আর তার রানির নাম সুদেষ্ণা। মহাভারতে মথুরা নগরীতে অসুর রাজ যদুবংশীয় উগ্রসেন এবং তার পুত্র কংসেরও রাজত্বের সংবাদ পাই। উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবক -এর কন্যা দেবকী ও বসুদেবের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ (যিনি নিজে কৌরব বংশের হয়েও পাণ্ডবদের পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন)। বৃহৎ সংহিতা গণনানুসারে ৬৫৩ কল্যব্দে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে (১৪০৯ বঙ্গাব্দে) ৫১০৩ কল্যব্দ চলছে। সুতরাং সেই হিসাব অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেকের সময় ছিল ৪৪৫০ বৎসর পূর্বে বা খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে। এটা তাম্রাশ্ম যুগের সমকালীন যখন বাংলায় এ সভ্যতার সূচনা ঘটেছিল।[৩৭]

এই সময়কে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে, যে যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধেই কুরুবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ[৩৮] পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে কৌরবদের পরাজিত করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৌরবদের নেতা ছিলেন দুর্যোধন। তার পক্ষাবলম্বন করে মগধ-পৌণ্ড্র-বঙ্গ-কামরূপ মিত্রজোট। আর পাণ্ডবদের নেতা ছিলেন যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চপাণ্ডবেরা। কৌরব শ্রীকৃষ্ণ হলেন তাদের মিত্র, যারা বাঙালি তথা অসুরদের মিত্র জোটের ধ্বংস সাধনের জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। এ হল পূর্ব-পশ্চিমের যুদ্ধ, পরাক্রান্ত প্রাচ্য রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে আর্যাবর্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে এ সময় প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের কথা। জরাসন্ধ ছিলেন অসুরদের মিত্রজোটের নেতা। পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব, কামরূপ রাজ ভগবত দত্ত এবং বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন এ মিত্রজোট বা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। এরা সবাই ছিল অসুর জাতির রাজা। বিশেষ করে পুণ্ড্র এবং বঙ্গ ছিল অসুর জাতির কেন্দ্রভূমি। অসুর জাতি বা বাঙালিদের সাথে যুদ্ধে বার বার পর্যুদস্ত হয় আর্যরা। ভীত, সন্ত্রস্ত আর্যরা বাঙালিদের দস্যু, রাক্ষস, খোক্কস, দাস, দৈত্য, পক্ষি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। এই পৌণ্ড্ররাজ অসুরাধিপতি বাসুদেবের সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যশক্তির প্রতিভূ শ্রীকৃষ্ণের ছিল আজন্ম শত্রুতা। তারা ছিলেন ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী। বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের লড়াই হলো প্রাচীন অসুর তথা বাঙালি সংস্কৃতি ও আধিপত্যবাদী আর্যসংস্কৃতির ঘোরতর সংগ্রামের বাহ্যিক রূপ। তাই ড. অতুল সুর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন,

> "সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেনি। বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ও বৈদিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতা জীবিত ছিল। ... রীতিমতো খননকার্য চালালে দেখা যাবে যে সিন্ধু সভ্যতা গঙ্গা উপত্যকার সুদূর প্রত্যন্ত দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[৩৯]

পরবর্তীকালের উৎখনন তাঁর সে দাবির যথার্থতাই প্রমাণ করে বলে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ও গঙ্গা অববাহিকার নিম্নাঞ্চলজুড়ে তাম্রাশ্ম সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন

---

৩৬ অতুল সুর, পৃ. ৬১।

৩৭ ড. অতুল সুরকে অনুসরণ করে হিসাব স্থির করা হয়েছে (দেখুন: অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪)।

৩৮ তৎকালীন মথুরা নগরের অধিপতি (যদুবংশীয়) অসুর রাজ উগ্রসেন-এর ভ্রাতা দেবকের কন্যা দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ। আর কংস হলেন উগ্রসেনের পুত্র। তাকে অসুরাধিপতি বলা হয়েছে উপাখ্যানে।

৩৯ ক্যালকাটা রিভিউ, এপ্রিল-মে, ১৯৩১।

আবিষ্কার এবং অতি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ওয়ারি বটেশ্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে এ ধারণা আরো দৃঢ়মূল হয়েছে।

অতুল সুর হরপ্পা সভ্যতার উল্লেখ করে বাংলাদেশে মাতৃকা পূজার প্রাক্কালে উভয় স্থলের সাদৃশ্যের কথা, কুমারী পুতুল এবং শিবপূজার কথা উল্লেখ করে হরপ্পা সভ্যতার সাথে বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতাকে সমসাময়িক বলেও উল্লেখ করেছেন। বাংলার ও সুমেরের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে ৫ ধরনের সাদৃশ্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সেই প্রাচীনকালেই বাঙালিরা ক্রিট দেশে শক্তিপূজার বীজ বপন করে। বাঙলার পাঞ্চমার্কযুক্ত প্রাচীন মূদ্রা ও ক্রিট দেশের তৎকালীন প্রাচীন মূদ্রার সাদৃশ্য, মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত হাতির প্রতিকৃতির সাথে প্রাচীন বাঙলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মূদ্রায় উৎকীর্ণ হাতির বিশেষ মিল, বঙ্গজনপদের বড়শি ও ধান-চালের হরপ্পা মহেঞ্জোদারো ও চীন দেশে উপস্থিতি ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙলার প্রাচীন সভ্যতাকে প্রাচীন মিশর, সুমের, চীন ও সিন্ধু সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন বলে দাবি তিনি উত্থাপন করেছেন।

ড. অতুল সুর তাঁর এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন মিশর, সুমের, সিন্ধু সমস্ত জায়গাতেই তামা ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন বাঙলাই ছিল সে যুগের তামার প্রধান আড়ত। তৎকালীন পৃথিবীতে তামার সবচে বড় খনি ছিল বাঙলাদেশে। এ জন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দর-নগরের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। বাঙলার বণিকেরা ওই তামা সমুদ্রপথে নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল তদানীন্তন বাঙলায়। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বর্ধমান অঞ্চল জুড়ে। তাঁর মতে বাঙলাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার জন্মভূমি।[৪০]

বিশেষ করে ধানের চাষ এবং হাতিকে পোষ মানানো ও যুদ্ধে হাতি ব্যবহার তথা হস্তিচালনা বিদ্যা বাঙলায়ই প্রথম শুরু হয়েছিল এ কথা সর্বজন বিদিত। প্রাচীন সাহিত্য এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী প্রাচ্য ভারতের পালকাপ্য মুনিই প্রথম হাতীকে বশীভূত করেন। তিনি প্রাচীনকালে হস্তিবিদ্যা নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নিজের ভাষায় পালকাপ্য মুনি তার পরিচয় দিয়েছেন -

> *'হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন, তাহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিত বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য।'*[৪১]

তাছাড়া পরবর্তীতেও দেখা গেছে গ্রিক ও মিশরীয় লেখকগণ উল্লেখ করেছেন হস্তী ছিল বৃহত্তম গঙ্গাভূমি বা গঙ্গারিডির জাতীয় প্রতীক। সুতরাং পালিত পশু হিসাবে হাতির আদি নিবাস বাংলাদেশ। মহেঞ্জোদারোয় হাতীর ব্যাপক উপস্থিতি তাই বাংলাদেশের সাথে ওই সভ্যতার গভীর সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

তাহলে কি সভ্যতার গতিধারা বাংলাদেশ অঞ্চল থেকে উৎসারিত হয়ে ক্রমশ সিন্ধু এবং সেখান থেকে সুমের ও কৃষ্ণ সাগর পানে ধাবিত হয়েছিল? সিন্ধু সভ্যতা তাহলে কি প্রাচীন

---

[৪০] অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭৩।

[৪১] অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

বাঙালি সভ্যতার সম্প্রসারিত অংশ? হরপ্পা সভ্যতাও কি তাহলে বাঙালিদের উপনিবেশ রূপে গড়ে উঠেছিল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে মিশরীয় এবং রোমান সাহিত্যে যখন ১৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই ঐ অঞ্চলে বাঙালিদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে।

বঙ্গজনপদ, ত্রিভূজ তত্ত্ব ও মানব সভ্যতার কেন্দ্র

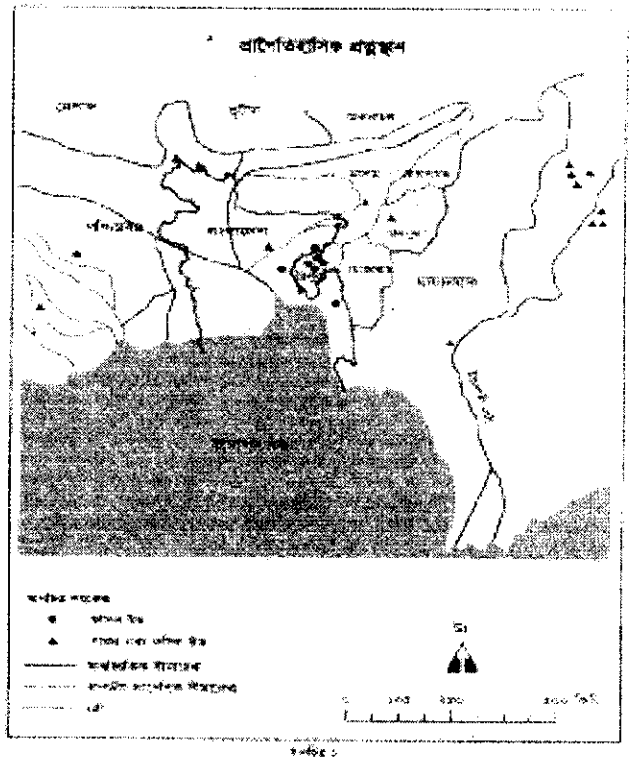

অতুল সুর রোনাল্ড শিলারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন, থাইল্যাণ্ডে নবোপলীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সি.ও. সয়ার তাঁর 'এগ্রিকালচারাল অরিজিনস এন্ড ডিসপারসান' নামক গ্রন্থে বলেছেন, দক্ষিণ পূর্ব এশীয়াই নবোপলীয় সভ্যতা ও বিপ্লবের সবচে প্রাচীন লীলাভূমি ছিল মনে হয়।

বাংলাদেশেও সম্ভবত প্রত্নপোলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের নানান স্থান থেকে প্রত্নপোলীয় যুগের আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় লালমাই থেকে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর পর্যন্ত অসংখ্য স্থানে প্লাইস্টোসিন ও প্রত্নপোলীয় যুগের হাতিয়ার, জীবাশ্ম ও বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। তাছাড়া আগেও উল্লেখ করা হয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক গিরিমালা, ইন্দোনেশিয়ার জাভা এবং চীন দেশের চুংকিঙ ট্রায়াঙ্গেলের কেন্দ্রস্থলে বাংলাদেশের অবস্থিতি, প্রাচীন বিশ্ব মানবসভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

তাছাড়া ১৯৭৮ সালের মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদীর বামতীরে সিজুয়া নামক স্থানে বিশ্বের প্রাচীনতম মানব জীবাশ্ম (মানব চোয়ালের ভগ্নংশ) পাওয়ার (নির্ণীত বয়স ১০০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর অনেক পূর্বে প্রত্নপোলীয় যুগে বাংলাদেশে যে মানুষের বসবাস ছিল তার প্রমাণ মেলে।

দার্জিলিং জেলার কালিমপং থেকেও প্রচুর পরিমাণে নবোপলীয় যুগের প্রামাণ্য স্মারক পাওয়া গেছে। সুতরাং প্রত্নপোলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় যুগের বিবর্তন যে বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতাই পরবর্তীকালে তাম্রাশ্ম যুগের নগর সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। আর যেহেতু পৃথিবীর বৃহত্তম তাম্রখনি ছিল বাংলাদেশেই, সুতরাং এই বিবর্তন বাংলাদেশেই ঘটেছিল একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। বাঙলার বণিকেরাই বিশ্বের সর্বত্র সভ্যতার অন্যান্য বিকাশমান কেন্দ্রগুলোতে তামা সরবরাহ করত এবং এভাবেই বাংলাদেশ তাম্রাশ্ম যুগের নগর সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল।

তাই ড. অতুল সুরের সাথে তাল মিলিয়ে বলা চলে আজ যদি হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের মতো পদ্ধতিগতভাবে বাংলাদেশের ওয়ারি-বটেশ্বরসহ বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালানো হয় তাহলে একথা প্রত্যক্ষভাবেই প্রমাণিত হবে তাম্রাশ্ম সভ্যতার বিকাশ বাংলাদেশেই ঘটে এবং বাঙলাই এ সভ্যতার জন্মভূমি।

অসুর মতবাদ

প্রাচ্যদেশীয় জনকে বিশেষত পুণ্ড্র ও বঙ্গ জনপদবাসীকে অসুর নামে অভিহিত করা হয়েছে মহাভারত, পুরাণসহ সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে। পুরাণে প্রাচ্যদেশীয় খ্যাতিমান নৃপতি বাসুদেবকে 'পৌণ্ড্রকাসুর' শোণিতপুর রাজকে 'বালাসুর' এবং কামরূপ প্রাগজোতিষপুরের নৃপতিকে 'নরকাসুর' নামে ডাকা হয়েছে। এ সব গ্রন্থেই অসুরদেরকে দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদেরকে বীর্যবান এবং বেদবিরোধী বিজাতীয় একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারক রূপে দেখান হয়েছে।

আসুরিক তথা বঙ্গজন অধ্যুষিত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে, এর উপর বেদ-পুরাণ সিদ্ধ আর্যাবর্তের সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনে ও তার বিস্তারে শ্রীকৃষ্ণ অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী পৌণ্ড্রকাসুর বাসুদেব, বঙ্গাসুর সমুদ্রসেন, কামরূপের নরকাসুর ভগবত দত্ত এবং মগধাসুর জরাসন্ধের মৈত্রীজোট তথা সার্বিক অর্থে সামগ্রিক বঙ্গ বা অসুর সংস্কৃতি। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত অসুর নিধন কাহিনীর মধ্য দিয়ে সর্বত্র তা জ্বলন্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ সব কাহিনীতে প্রায় সর্বত্রই নৈতিক, অনৈতিক উপায়ে অথবা ছলচাতুরি বা শঠতার মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল উপায়েই দেবতারা অসুর শক্তির বিনাশসাধনে আর্যপ্রতিভূ শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করেছে।

জ্ঞাতি অসুর জাতির প্রধানতম শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। দেবতারা স্বপ্নের মাধ্যমে অসুরাধিপতি কংসকে ক্ষেপিয়ে তুলে যে কাহিনীর সূত্রপাত করেন - দেশীয় সংস্কৃতির বিরোধিতাকারী, বিশ্বাসঘাতক, শিখণ্ডি হিসেবেই তা দাঁড় করিয়ে দেয় শ্রীকৃষ্ণকে। অবশ্য অসুর রাজদের সীমাহীন দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হিংস্রতা, অহমিকা ও স্বৈরাচারী নৈরাজ্যের প্রেক্ষাপট রচনা করে শ্রীকৃষ্ণের এ ভূমিকাকে গ্রহণীয় করে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টাও করা হয়েছে

স্বপ্নতত্ত্বভিত্তিক এ অন্যায় উপাখ্যানে - যা স্পষ্টতই দেব শক্তির প্রতি চরম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

গীতা-র মতে জগতে 'দেব' ও 'অসুর' এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়। দৈবী লক্ষণ হল অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, দয়া ও ক্ষমা - অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎ ও মানবিক গুণাবলী। আর আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ - দণ্ড, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, অসত্য, অজ্ঞানতা - অর্থাৎ যতপ্রকার বদগুণ মানুষের থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পৃথিবীতে কোন গোষ্ঠীর চারিত্র্য লক্ষণই এ রকম সরল রেখায় অঙ্কন করা সম্ভব নয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরদের বলা হয়েছে প্রজাপতির পুত্র। ছন্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'দেব' ও 'অসুর' উভয়েই প্রজাপতির দুই সন্তান যারা পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করেছিল। ঋগ্‌বেদে অসুরদের সম্পর্কে রয়েছে পরস্পর বিরোধী তথ্য। কোথাও অসুর শব্দটি বেশ সম্মানবাচক, বীরত্ব প্রকাশক পদ হিসেবে ব্যবহৃত - সেখানে দেবরাজ 'ইন্দ্র'কে অসুর হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আবার অন্যত্র অসুরদেরকে ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, দাস, দস্যু, ডাকাত, চোর, দৈত্য, পক্ষি, ইতর প্রাণী ইত্যাদিরূপে চিত্রিত করা হচ্ছে। মজার ব্যাপার, ঋগ্‌বেদে অসুরের এই দ্বিতীয় অর্থ সর্বদাই প্রাচ্যবাসী, বঙ্গ ও মগধ জনপদের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ স্পষ্টতই বঙ্গ তথা প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদেশী ও আধিপত্যবাদী আর্যসংস্কৃতির মুখপত্র ঋগ্‌বেদের বিদ্বেষপ্রসূত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনোভাব।

মনের কোণে এখানে একটি প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিকভাবে উঁকি দেয়। ইন্দ্র একসময়ে এ দেশেরই বড় বীর ছিলেন কিনা, যিনি পরবর্তীতে আর্যপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন? কারণ এ রকম ঘটনা তো শ্রীকৃষ্ণের বেলায়ও ঘটেছিল - দেবতাদের চক্রান্তে পড়ে যিনি পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে নিজ জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির বিনাশ সাধন করেছিলেন! মনে এরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া অবান্তর নয় এ বিষয়ে যুক্তি রয়েছে। ইরান-ভারততত্ত্ববিদগণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীন পারসিক (আবেস্তী) ভাষায় 'দএব' (বা সংস্কৃতের দেব) এর অর্থ দৈত্য, আর 'অসুর' অর্থ দেবতা। অর্থাৎ পারসিক 'অসুর' সংস্কৃত সাহিত্যের দেবতার সমার্থক। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য!

কোনো কোনো গবেষকের ধারণা পারসিক দৈত্য বা 'দেব' অনুসারীদের প্রতিনিধি হলো এই আর্যরা যারা ভারতে এসে এ দেশীয় 'অসুর' জাতিগোষ্ঠীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে তাদেরকে ইতরবাচক বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে। কারণ বঙ্গ থেকে পারস্য পর্যন্ত তখনকার বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে সুসভ্য জাতিগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রশক্তির পারসিক অর্থে অসুর হওয়াই স্বাভাবিক। আর যাযাবর, বর্বর, মেষ ও গবাদিপশু পালক আর্যদের ভাগ্যে 'দএব' বা দৈত্য আখ্যা জুটে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না।

প্রাচীন 'অসুর' বা আসিরীয় দেশের প্রধান উপাস্য দেবতার নামও ছিল অসুর। এদের অনেক রাজার নাম পাওয়া যায় যেমন: অসুর-বাণীপাল, অসুর-নাসিরপাল, অসুর-উবলিত প্রভৃতি। কোনো কোনো গবেষকের মতে অসুরেরা তাদের আদিভূমি প্রাচ্যভারত তথা বঙ্গ জনপদ থেকে এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

ঋগ্‌বেদে অসুরদেরকে মায়া ও ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী এবং স্থাপত্যবিদ্যায় কুশলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪২] মহাভারতে বর্ণিত মায়াসুর বা ময়দানবকে এসব বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

ঋগবেদ, মহাভারত ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুরদের অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বেদহীন ও বেদবিরোধী একটি ভিন্ন-সংস্কৃতির ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত লোকায়ত দর্শনকে ঘিরেই অসুরদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্ম আবর্তিত হতো। এই লোকায়ত দর্শনেরই একটি শাখা প্রাচ্যভারতীয় তন্ত্রবাদ যা থেকে দেহার্থবাদ বা দেহতত্ত্ব, জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি উপধারারও জন্ম হয়। তন্ত্রবাদের এ ধারা পূর্বভারতে আমাদের এই বঙ্গজনপদেই বিকশিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা এবং লোকায়ত দর্শন তথা তন্ত্রবাদ অসুরদের চিন্তা ও বিশ্বাসের গভীরে নিহিত ছিল।

অসুর মত বা তন্ত্রমতের চিন্তা ধারায় দুটি শাখা (১) আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব এবং (২) সৃষ্টিতত্ত্ব। দেহতত্ত্বের মূল বক্তব্য 'যাহা আছে দেহ ভাণ্ডে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। এমনকি আধুনিক কালের বৈষ্ণব ও সহজিয়া প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন ধর্মমতসমূহেও (Obscure religious cult) তন্ত্রমতের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: সহজিয়াদের একটি গানে ব্যক্ত হয়েছে : 'পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে। একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে।' আর বিশুদ্ধ তন্ত্রমতে : 'বামাভূত্বা যজ্যে পরাস' - এই দুই উক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই।[৪৩]

ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যের দু'টি ধারা: একটি মাতৃ বা প্রকৃতি প্রধান তান্ত্রিক ধারা, অপরটি পুরুষ প্রধান বৈদিক ধারা। প্রথমটির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে প্রাচ্য ভারতবর্ষে বঙ্গজনপদসমূহকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয়টির বিকাশ ও পরিচর্যা হয়েছে আর্যাবর্তে - বিজাতীয় উৎস থেকে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এ দেশে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে দেখা যায় প্রাচীন বঙ্গদেশে আদি মাতৃকাদেবীর উপাসনা হত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়ও মাতৃদেবীর মূর্তি আবিস্কৃত হয়। বাংলাদেশে এখনো অনুরূপ ক্ষুদ্র মূর্তি তৈরি হয়। এগুলিকে কুমারী পুতুল বলে। প্রাচীন বঙ্গে 'কুমারী মাতা'র পূজার রেওয়াজ ছিল। বাঙালি হিন্দুরা এখনো দুর্গোৎসবের সময় 'কুমারী' পূজা করে থাকেন।

বাংলা ও সুমের দেশীয় মাতৃপূজার মধ্যেও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় দেশেই মাতৃকাদেবীকে কুমারী বলে কল্পনা করা হতো। উভয় দেশেই মাতৃদেবী শক্তিরূপিনী এবং যুদ্ধনিপুণা - যেখানে মাতৃকাদেবী রূপান্তরিত হয়েছে 'নারী শক্তিরূপিনী' একটি সত্তায় বা এক অনাদি সত্য প্রকৃতিতে। বিপরীত চিরন্তন সত্তা 'পুরুষে'র সাথে মিলিত হয়ে যে শক্তি বিশ্বের স্রষ্টা এমনকি দেবতাদেরও স্রষ্টা ও মাতা অর্থাৎ জগদম্বা বা জনগন্মাতায় পরিণত হয়েছে। এই শক্তিবাদও মূলত তন্ত্রবাদ তথা অসুর দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যে শক্তিতত্ত্বের মূলসূত্র হল 'যৌন দ্বৈতভাব'।

সুমেরের লিপিতে মাতৃকা দেবীকে যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী বলে সম্বোধন করা হয়েছে আর বাংলাদেশের দুর্গামাতাও দশ প্রকার আয়ুধ সজ্জিত রণরঙ্গিনী, অপশক্তি ও মহিষমর্দিনী। উভয় দেশের মাতৃদেবীর সাথে পর্বতের ঘনিষ্ঠ যোগ। সুমেরে তিনি 'পর্বতের দেবী' আর ভারতীয় পুরাণে তিনি 'দেবী পার্বতী' হিমালয় কন্যা। উভয় দেশে দেবীর বাহন সিংহ এবং তাদের ভর্তাদের বাহন বৃষ।

---

৪২ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

৪৩ ঐ, পৃ. ১৩২।

ঋগবেদ, মহাভারত ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুরদের অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বেদহীন ও বেদবিরোধী একটি ভিন্ন-সংস্কৃতির ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত লোকায়ত দর্শনকে ঘিরেই অসুরদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্ম আবর্তিত হতো। এই লোকায়ত দর্শনেরই একটি শাখা প্রাচ্যভারতীয় তন্ত্রবাদ যা থেকে দেহার্থবাদ বা দেহতত্ত্ব, জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি উপধারারও জন্ম হয়। তন্ত্রবাদের এ ধারা পূর্বভারতে আমাদের এই বঙ্গজনপদেই বিকশিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা এবং লোকায়ত দর্শন তথা তন্ত্রবাদ অসুরদের চিন্তা ও বিশ্বাসের গভীরে নিহিত ছিল।

অসুর মত বা তন্ত্রমতের চিন্তা ধারায় দুটি শাখা (১) আত্মতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব এবং (২) সৃষ্টিতত্ত্ব। দেহতত্ত্বের মূল বক্তব্য 'যাহা আছে দেহ ভাণ্ডে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। এমনকি আধুনিক কালের বৈষ্ণব ও সহজিয়া প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন ধর্মমতসমূহেও (Obscure religious cult) তন্ত্রমতের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: সহজিয়াদের একটি গানে ব্যক্ত হয়েছে : 'পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে। একদেহ হয়ে নিত্যতে যাবে।' আর বিশুদ্ধ তন্ত্রমতে : 'বামাভূত্বা যজ্যে পরাস' - এই দুই উক্তির মধ্যে পার্থক্য নেই।[৪৩]

ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যের দু'টি ধারা: একটি মাতৃ বা প্রকৃতি প্রধান তান্ত্রিক ধারা, অপরটি পুরুষ প্রধান বৈদিক ধারা। প্রথমটির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে প্রাচ্য ভারতবর্ষে বঙ্গজনপদসমূহকে কেন্দ্র করে। আর দ্বিতীয়টির বিকাশ ও পরিচর্যা হয়েছে আর্যাবর্তে - বিজাতীয় উৎস থেকে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এ দেশে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে দেখা যায় প্রাচীন বঙ্গদেশে আদি মাতৃকাদেবীর উপাসনা হত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়ও মাতৃদেবীর মূর্তি আবিস্কৃত হয়। বাংলাদেশে এখনো অনুরূপ ক্ষুদ্র মূর্তি তৈরি হয়। এগুলিকে কুমারী পুতুল বলে। প্রাচীন বঙ্গে 'কুমারী মাতা'র পূজার রেওয়াজ ছিল। বাঙালি হিন্দুরা এখনো দুর্গোৎসবের সময় 'কুমারী' পূজা করে থাকেন।

বাংলা ও সুমের দেশীয় মাতৃপূজার মধ্যেও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় দেশেই মাতৃকাদেবীকে কুমারী বলে কল্পনা করা হতো। উভয় দেশেই মাতৃদেবী শক্তিরূপিনী এবং যুদ্ধনিপুণা - যেখানে মাতৃকাদেবী রূপান্তরিত হয়েছে 'নারী শক্তিরূপিনী' একটি সত্তায় বা এক অনাদি সত্য প্রকৃতিতে। বিপরীত চিরন্তন সত্তা 'পুরুষে'র সাথে মিলিত হয়ে যে শক্তি বিশ্বের স্রষ্টা এমনকি দেবতাদেরও স্রষ্টা ও মাতা অর্থাৎ জগদম্বা বা জনগন্মাতায় পরিণত হয়েছে। এই শক্তিবাদও মূলত তন্ত্রবাদ তথা অসুর দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত; যে শক্তিতত্ত্বের মূলসূত্র হল 'যৌন দ্বৈতভাব'।

সুমেরের লিপিতে মাতৃকা দেবীকে যুদ্ধবাহিনীর নেত্রী বলে সম্বোধন করা হয়েছে আর বাংলাদেশের দুর্গামাতাও দশ প্রকার আয়ুধ সজ্জিত রণরঙ্গিনী, অপশক্তি ও মহিষমর্দিনী। উভয় দেশের মাতৃদেবীর সাথে পর্বতের ঘনিষ্ঠ যোগ। সুমেরে তিনি 'পর্বতের দেবী' আর ভারতীয় পুরাণে তিনি 'দেবী পার্বতী' হিমালয় কন্যা। উভয় দেশে দেবীর বাহন সিংহ এবং তাদের ভর্তাদের বাহন বৃষ।

---

৪২ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

৪৩ ঐ, পৃ. ১৩২।

এসব চমকপ্রদ সাদৃশ্য থেকে প্রতীয়মান হয় সুদূর অতীতে বঙ্গদেশ থেকে এ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুমের দেশে বাহিত হয়েছিল। কারণ সুমেরের প্রাচীন কিংবদন্তিতে বলা হয় সুমেরবাসীরা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য দেশে অভিনিবিষ্ট হয়েছিল (সিংহলীরা যেমন বিজয় সিংহকে তাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্মরণ করে)। যোগিনীতন্ত্রে 'সোমার' দেশের সাথে সুমের দেশের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের বিষয়টিকেও এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে সৌমার দেশ - পশ্চিমে শোনকুশি নদী, পূর্বে করতোয়া নদী, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও দক্ষিণে গারো-খাসিয়া এই সীমার মাঝে অবস্থিত। তাছাড়া অসুর ও সুমেরীয়দের মধ্যে মৃতদেহ সৎকার প্রথার অপূর্ব সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। এসব কিছু থেকে প্রতীয়মান হয় বঙ্গজনপদ থেকে সুমের অঞ্চলেও লোকায়ত সংস্কৃতির অভিগমন ঘটেছিল।

অসুর সংস্কৃতি ভারতবর্ষের আর্যসংস্কৃতির বহুপূর্ববর্তী ও উন্নত সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ অসুরদের মধ্যেই প্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। এই প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির কাছেই আর্যশক্তির বার বার পরাজয় ঘটেছে। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের বারবার পরাজিত হওয়ার কারণ দেবতাদের মধ্যে কোন রাজা নেই (অ-রাজত্বং), তাই অসুরদের মতো তারাও একজন রাজা নির্বাচন করতে রাজি হল (রাজ্যনাম করবামাহম ইতি যতেতি)। অর্থাৎ আর্যদের রাষ্ট্র বিকাশের ধারণা পূর্বভারতীয় তথা বাঙালিদের কাছ থেকে ধার করা।

ভাষার দিক দিয়েও বাঙালিদের স্বাতন্ত্র্য ছিল। ঐতেরেয় আরণ্যকে কথিত 'বায়ংসি' পদ দ্বারা বঙ্গ ও মগধবাসীদের ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকারী একটি জনকে বুঝানো হয়েছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রীকল্পে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে - এই ভাষা হল অসুর জাতির ভাষা (অসুর নাম ভবেৎবাচ গৌড় - পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা')।

গ্রিয়ার্সনের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে আধুনিক বাংলা, মারাঠী, গুজরাটি, সিন্ধী ভাষা নিকটাত্মীয়তা সূত্রে সম্পর্কিত - এদের বলা হয় বহির্মণ্ডলীয় বা বহির্গোষ্ঠী। অন্যদিকে পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হিন্দিভাষাসমূহকে (হরিয়ানি, কনৌজ, হিন্দুস্তানি, পূর্ব পাঞ্জাবি) অভিহিত করা হয়েছে অন্তর্মণ্ডলীয় বা অনুগোষ্ঠী হিসেবে। গবেষকদের ধারণা অসুর তথা প্রাকৃত ভাষা থেকেই নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বহির্মণ্ডলীয় এ আধুনিক ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে।

পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'ব্রাত্যরা' হল 'প্রাকৃত' ভাষাভাষী। ব্রাত্যজন যে প্রাচ্যদেশীয় ও উন্নত এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী বঙ্গজন এবং মগধবাসীদের বুঝানো হয়েছিল অথর্ববেদের প্রশংসা থেকে সে কথাও স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়।[৪৪]

তাই বলা যায়, শুধু রাজ্য স্থাপন নয়, প্রাচ্যের অসুর রাষ্ট্রশক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যশক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করে সাম্রাজ্য বিস্তারেও সচেষ্ট ছিলেন। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণের কালে উশীনর, কুরা, পাঞ্চাল প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় আর্য বসতি অঞ্চলে যখন ধারণাগতভাবে কোনো রাজ্যেরই ভালমত বিকাশ ঘটেনি, তখন প্রাচ্যদেশীয় (প্রাচ্যম দিশি) রাজারা সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। সে সময়ই প্রাচ্যদেশীয় নৃপতির উপাধি 'একরাট', সম্রাট ইত্যাদি। অথর্ববেদেও ইঙ্গিত রয়েছে এই অসুর রাষ্ট্রশক্তির হাতেই বৈদিক আর্যরা বার বার পরাভূত হয়েছে।

---

৪৪ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

গ্রামকেন্দ্রিক জীবন থেকে প্রাথমিক প্রশাসনের উন্মেষ

সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনায় বিচার করলে দেখা যায়, গ্রামই বাংলার প্রাণ। বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির আদিম ও মধ্য যুগে গ্রামকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জীবনধারা আবর্তিত হয়েছে। আধুনিক যুগেও বাংলাদেশের সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক। সভ্যতার সূচনালগ্নে পৃথিবীর অন্যান্য সকল সভ্যতা বিকাশের ন্যায় বাঙালিরাও গোষ্ঠী বা যূথবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করত।

মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে শিকার, কৃষিকাজ এবং পশুপালন ছিল মানুষের জীবিকা। সম্ভবত একই পরিবারভুক্ত লোকজন ও তাদের জ্ঞাতিবর্গ মিলে যে প্রাথমিক বসতি গড়ে তোলে সেগুলিই কালক্রমে বিকশিত হয়ে গ্রামে রূপান্তরিত হয়। সমাজ বিকাশের গতিধারায় গ্রাম এখনও আমাদের দেশের তৃণমূল প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু।

সাধারণত ফসলের মাঠ, নদী, খাল, বিল, জলাশয়, জলপ্রবাহ, খাদ্যের উৎস অথবা বনাঞ্চল ঘিরে বসতি গড়ে উঠত। কালক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামগুলিতে কৌম বা গোষ্ঠী জীবন প্রতিষ্ঠা পায়। এই কৌম চেতনার আশ্রয়ই গ্রাম। আমাদের সমাজে কৌম চেতনা আজো সক্রিয়ভাবে বহমান:

> আজ আমরা যাহাদের বাঙালি বলিয়া জানি . . . বহুদিন পর্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কৌমবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ জন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহারা একান্ত কৌম জীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল।[৪৫]

গ্রামে ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বসতি ও ফসলি মাঠের বিস্তৃতি ঘটে, বৃদ্ধি পায় ফসলি জমির চাহিদা। এভাবে আরণ্যভূমি পরিষ্কার এবং নতুন গ্রাম ও আবাদি জমির পত্তন ঘটে। ভয়ভীতি, নানা প্রকার বিপদ ও উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গ্রামবাসী সাধারণত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বাস করত। একই বৃত্তির সমশ্রেণির লোকজন মিলে একেকটি পাড়া গড়ে ওঠে। ক্রমে সমাজ বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় একই গ্রামে বিভিন্ন পেশার ও জীবিকার মানুষের সমাবেশ ঘটে। এ ধরনের পাড়া ও গ্রামের সংগঠন প্রাচীন কৌম সমাজেরই দান :

> প্রাগৈতিহাসিক এবং পরবর্তী প্রাচীন যুগে কৃষি নির্ভর গ্রামগুলিতে সাধারণত ভূম্যাধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক, ক্ষেত্রকর, সমাজ-শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী, নাপিত, রজক, হাড়ি, চণ্ডাল এবং ডোমরা বসবাস করত। ইহাদের কামনা বাসনা, ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সমস্তই কৃষিকর্ম এবং গ্রাম্য গার্হস্থ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিত। (প্রাগুক্ত: পৃ. ২৮২)

গরু, লাঙল, আখমাড়াই যন্ত্র, তকমা ও তাঁত হল গ্রামের কৃষি ও কুটির শিল্পের আদি উপকরণ। এ জন্য হাজার হাজার বছর ধরে বাঙলার গ্রামের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত অবস্থা প্রায় একই ধরনের স্থবির হয়ে আছে। গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী, খাল, জলপ্রবাহ, আর পায়ে চলার পথ। কোনো গ্রামের বাইরে বসত হাট। সমুদ্র তীরে গ্রামের পাশে লবণের গর্ত। মন্দির, উপাসনালয়, টোল, চতুষ্পাঠী, বৌদ্ধ বিহার, নদী বা খাল পার

---

৪৫ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭।

হওয়ার জন্য খেয়াঘাট, জলবাণিজ্যের কেন্দ্র হলে নদীর ঘাট বা সমুদ্রের খাড়িতে ঘটতো অসংখ্য নৌকার সমাবেশ।

সব গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যা সমান নয়। অধিবাসীদের পেশা ও ভূ-প্রকৃতি অনুসারে গ্রামের প্রকৃতিও হতো ভিন্ন ভিন্ন। প্রাচীন লিপিমালায় অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ আছে। গ্রামের রকম ফের, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি, বিদ্যমান সমস্যার ধরন ইত্যাদি বিবেচনায় পরবর্তীতে রীতিমত গ্রাম প্রশাসন ও তারও পরে যৌথ গ্রাম প্রশাসন গড়ে ওঠার স্বাক্ষর স্পষ্ট।

কালক্রমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিকাশ এবং গ্রামে পরিবার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আনুষঙ্গিক জটিলতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটেই সম্ভবত গ্রাম প্রশাসন বিকশিত হয়। ফলে প্রাচীন গ্রাম প্রশাসন, সরকার, পরিষদ, পঞ্চায়েত ইত্যাদি প্রাথমিক বা আদিম প্রশাসনের উন্মেষ ঘটে।

সম্ভবত গ্রামবাসীর শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান, বিবাদ মিমাংসা নিরসন ইত্যাদি কারণে ভ্রূণাকারে আদিম গ্রাম প্রশাসন গড়ে ওঠে। প্রভাবশালী পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধানই প্রথম গ্রামের মোড়ল, গ্রাম প্রধান বা গ্রামের স্বতঃপ্রণোদিত প্রশাসক হিসেবে কাজ শুরু করে। এরাই প্রশাসনের আদিম স্থপতি। এখনও এদের প্রতিনিধি মোড়ল বা মাতবরদের গ্রামাঞ্চলে সক্রিয় দেখা যায়।

প্রাচীন লিপিতে গ্রাম প্রশাসনের প্রধানের উপাধি 'গ্রামিক'। প্রাচীন বাংলার অনেক লিপিতে 'পঞ্চকুল', 'অষ্টকুল' নামেও গ্রামীণ প্রশাসনের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত পাঁচজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত যে গ্রামীণ প্রশাসন তাকে 'পঞ্চকুল' আখ্যা দেয়া হয়। এভাবেই পঞ্চায়েত প্রশাসনের উদ্ভব ঘটে থাকতে পারে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, অনুরূপভাবে অষ্টকুল-এর সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন।

বৈদিক সাহিত্যে রাজার নির্বাচকদের তালিকায় 'গ্রামণী' বা গ্রামের মোড়লেরও নাম উল্লেখ আছে।[৪৬] 'গ্রামণী' ঋগ্‌বৈদিক যুগেও ছিলেন। গ্রামণীদের প্রতিনিধিকে রাজার আমলা সভায় 'রত্ন' বিবেচনা করা হতো সে সময়।[৪৭]

অষ্টম শতকে পাল বংশের রাজত্বকাল গ্রাম-প্রশাসনে আমূল রদবদল ঘটে। এ সময় দশটি গ্রাম নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ প্রশাসন গড়ে তোলা হয় যার প্রধান প্রশাসক 'দশগ্রামিক'। আবার ৪টি গ্রাম নিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামীণ প্রশাসনের সূত্রপাত ঘটে, যে প্রশাসনের প্রধানের নাম চতুরক।[৪৮]

---

৪৫ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭।

৪৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ. ৫৩।

৪৭ দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১২৬।

৪৮ ড. মোহাম্মদ হাননান, ১৯৯৮, পৃ. ৪২।

নগর ও নগর প্রশাসন

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বৃহৎ বাংলায় বিভিন্ন স্থানে নগর সভ্যতার পত্তন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদী, সমুদ্র তীর এবং স্থল যোগাযোগের সংযোগ স্থলে নগরগুলোর উন্মেষ ঘটে। বিশেষ করে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিশ্ব সভ্যতার প্রাচীনতম চারটি কেন্দ্রও নদী তীরেই গড়ে উঠেছিল। যেমন:

(১ নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৪০০০ অব্দ),

(২) ইরানের পশ্চিমে (বর্তমানে ইরাকে) ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস উপত্যকায় মেসোপটেমীয় বা সুমেরীয় সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৪০০০ অব্দ),

(৩) হোয়াংহো বা পীত নদীর তীরে চীনা সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৩০০০ অব্দ), এবং

(৪) সিন্ধু নদীর তীরে ভারতীয় হরপ্পা সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৩০০০ অব্দ)।[৪৯]

এর মধ্যে হরপ্পা সভ্যতা ও সুমেরীয় সভ্যতার সাথে গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকায় প্রাচ্যদেশীয় অসুর তথা প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। চীনা সভ্যতার সাথেও বাঙালি সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। এ সভ্যতা ঐ চার সভ্যতারও পূর্ববর্তী সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। প্রাচীন 'গঙ্গারিডি' সভ্যতাও বঙ্গীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতার স্মারক বলে মনে হয়।

অপরপক্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বাংলার জনপদসমূহে বিভিন্ন নগর গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায় সাহিত্যিক দলিল, পর্যটকদের বর্ণনা, ভূমিদান পট্টোলি, তাম্রশাসন ও লিপিসহ বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন এবং সভ্যতা, বন্দর ও নগরসমূহের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কারের মাধ্যমে।

রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধন, রাজধানী ও বিজয় স্কন্ধবার (Millitary Encampment) প্রতিষ্ঠা, সামরিক প্রয়োজন, শিল্প প্রসার এবং ধর্মতীর্থ ও শিক্ষার কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বা একাধিক কারণে প্রাগৈতিহাসিক বাংলায় এ সব নগর গড়ে ওঠে। নগরগুলো প্রধানত গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ভাগিরথী ও মেঘনা ধারার তীরবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠে। এছাড়া স্বরস্বতী, কালিগঙ্গা, গোমতী, তিস্তা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, ইছামতী, দামোদর, সুবর্ণরেখা, পুনর্ভবা, মহানন্দা, গড়াই, মধুমতি প্রভৃতি নদীর তীরেও বিভিন্ন নগর বিকশিত হয়। নগরগুলি সাধারণত প্রশাসন, ব্যবসাবাণিজ্য এবং সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে ওঠে।

নগরের বাসিন্দা ছোট বড় সামন্ত, রাজকর্মচারী, শ্রেষ্ঠী, কুলিক, সার্থবাহ, শিল্পী, বণিক প্রভৃতি গোষ্ঠী, বৃত্তি ও পেশার ব্যক্তিবর্গ। এদের বিভিন্ন দপ্তর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় ও উপলক্ষ করে স্থায়ী ও অস্থায়ী অন্যান্য বহু পেশার লোকও নগরে বাস করত।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগে বৃহৎবঙ্গ জুড়ে যেসব নগর গড়ে ওঠে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম:

---

[৪৯] ড. মোহাম্মদ হাননান, বাঙালির ইতিহাস, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৭।

১. উত্তর বঙ্গ: পুণ্ড্রনগর, লক্ষণাবতী, গৌড়, লখনৌতি, কোটিবর্ষ, দেবকোট, বাণগড়, পঞ্চনগর (পেন্টাপোলিশ), পাহাড়পুর, ওমপুর, ওদন্তপুর, বট গোহালি (বর্তমান গোয়াল ভিটা), সোমপুর, বিলাসপুর ও হরধাম জয়স্কন্ধবার, হরধাম, রামাবতী, বিজয়নগর, রাজমহল, কজঙ্গল, মুর্শিদাবাদ, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, পাটনা।

২. পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ: গঙ্গাবন্দর, চন্দ্রকেতুগড় (গঙ্গানগর), বঙ্গনগর, গাঙ্গে, নব্যাকাশিকা, বারকমণ্ডল-বিষয়, সুবর্ণবীথি, চূড়ামনি-নৌযোগ, চন্দ্রবর্মনকোট (কোটালিপাড়া), সমতটনগর, পট্টিকেরা, ময়নামতী, দেবপর্বত, মেহারকুল, বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী, রামপাল, সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁও), সৌনাগড়া, স্বর্ণগ্রাম, ওয়ারি বটেশ্বর।[৫০]

৩. পশ্চিমবঙ্গ: তাম্রলিপ্তি, নবদ্বীপ, পুষ্করণ, বর্ধমান, সোমপুর, সিংহপুর, প্রিয়ঙ্গু, কর্ণসুবর্ণ, চম্পা, বিজয়পুর, দণ্ডভুক্তি, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, ঔদুম্বর, কজঙ্গল, মুদগিরি, বিলাসপুর।

ধারণা করা হয়, রাজশক্তি তার আমলা ও সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ এবং নিজের স্বার্থে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে নগরগুলো গড়ে ওঠে। এ উদ্বৃত্তের একটা অংশ রাজা রাজস্বরূপে গ্রহণ করত, বাকি অংশ বেসামরিক নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত। কারিগরি শিল্পের বিকাশ, বাণিজ্যের প্রসার ও সম্প্রসারিত রাজশক্তির উদ্বৃত্ত ফলানোর প্রবল তাগিদ, এই তিনটি কারণ নগরায়নের পথ প্রশস্ত করে থাকতে পারে।[৫১]

সাধারণত যেসব নগর রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়ে ওঠে সেখানে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কর্মচারী ও চাকুরিজীবীরাই প্রধানত বসবাস করত। রাজা, মহারাজা, সামন্তরাও নগরবাসী ছিলেন। ধর্ম ও শিক্ষাগুরু, আচার্য, পুরোহিত, ছাত্র, শিষ্য এরাও ছিলেন নগরবাসী। শিল্প বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক এবং তাদের দোকানপাট বাণিজ্যের দপ্তর সবই নগরে।

স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার, কোটক, অন্যান্য ছোট বড় শিল্পী ও বণিকরা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সেবার জন্য রজক, নাপিত, গোপ এরাও নগরে বাস করত। ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ পর্যায়ের কিছু সমাজ সেবক যেমন: ডোম, চণ্ডাল, ডোলাবাহী, চর্মকার, মাংশচ্ছেদ ইত্যাদি - এদের নগরের বাইরের অংশে বসবাস করতে হতো। এসব সেবক ও শ্রমিকেরা নগরবাসী, কিন্তু এরা নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো না।

শ্রেষ্ঠী, শিল্পী, বণিক, রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রপ্রধান, সামন্ত, বিত্তবান এবং ব্রাহ্মণরাই প্রধানত নাগরিক অধিকার ভোগ করত। এসব নাগরিকরাই ছিল সামাজিক ধনের প্রধান বণ্টনকর্তা। নগরীগুলোকে তারা ঐশ্বর্য ও বিলাসাড়ম্বরের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র এবং প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে নগরগুলির বর্ণনায় শ্রেণিবদ্ধ প্রাসাদ, নরনারীর প্রসাধন, অলংকার প্রাচুর্য, বারাঙ্গণা প্রসঙ্গ, বিলাসোপকরণ ও ঐশ্বর্যের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

---

[৫০] সাম্প্রতিক খননে নরসিংদি জেলায় ওয়ারি বটেশ্বর নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

[৫১] দিলীপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

নগর প্রশাসনের জন্য নগরপাল বা পুরপাল, কোতোয়াল, পুরোপালোপরিক প্রভৃতি পদের ব্যক্তিবর্গ ছিল। রাজধানী, ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি, অধিষ্ঠান এসব শাসনতান্ত্রিক অভিধা যুক্ত হতো নগরগুলির নামের সাথে। অধিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজস্ব সংগ্রহ, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা এবং শান্তিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। এছাড়াও বাণিজ্যিক ও সরকারি বিভিন্ন অফিসও প্রতিষ্ঠিত হতো এ সব নগরে। তবে গ্রাম ও শহরের সম্পর্ক ছিল নিবিড়।[৫২]

বিশিষ্ট প্রত্নগবেষক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (২০০৭) তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে বাংলার নগরায়ন বোঝার জন্য উপমহাদেশের প্রধান প্রধান প্রাচীন নগর গুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য[৫৩] চিহ্নিত করেছেন এবং আদি ঐতিহাসিক যুগের বাংলার কয়েকটি শহরের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে আদি-ঐতিহাসিক যুগে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ বাংলায় নগরায়ন ঘটে। এখানে উপমহাদেশের প্রধান প্রধান প্রাচীন নগরগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক চরিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হলো:

প্রাচীর:[৫৪] অধিকাংশ নগর ছিল মাটির তৈরি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তবে মাটি ও ইট দিয়ে তৈরি প্রাচীরও দেখা যায়। দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে পরিখা থাকত। পাটলীপুত্রে প্রাচীর ছিল দৈর্ঘ্যে ১৪.৪৮ কি.মি. এবং প্রস্থে ২.৪১ কি.মি.। কৌশাম্বী দুর্গের পরিধি ছিল ৬.৪৩ কি.মি. এবং প্রায় ২০ কি.মি.। এলাকাব্যাপী প্রাচীন বসতি ঢিবি দেখা যায়। পুরাতন রাজগৃহ নগরের দুর্গ-প্রাচীরের পরিধি ছিল ৭.২৩ কি.মি., নতুন রাজগৃহ নগরের দুর্গ-প্রাচীরের পরিধি ৪.৮২ কি.মি. এবং নাগার্জুনকুণ্ড দুর্গ-প্রাচীর ছিল ৯১৪.৪৬০৯.৬ বর্গ মি.। অধিকাংশ প্রাচীন নগরীতে দুর্গ থাকলেও দুর্গ-প্রাচীর ছাড়া নগরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; যেমন, হস্তিনাপুর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি দুর্গ-প্রাচীরও পাওয়া যায়; যেমন, রাজগিরি। দুর্গ-প্রাচীরে একাধিক পর্যবেক্ষণ-টাওয়ার ও প্রবেশপথ থাকত।

রাস্তা:[৫৫] আন্তঃযাতায়াতের জন্য রাস্তার ব্যবস্থা ছিল। শৈখান, বীর মাউণ্ড, সিরকাপ ও নাগার্জুনকুণ্ডে রাস্তা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে। বীর মাউণ্ড আন্ত:রাস্তা-ব্যবস্থার একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে উৎখননের মাধ্যমে ৪টি রাস্তা এবং ৫টি লেন উন্মোচন করা হয়েছে। মূল রাস্তাটি ২২ ফুট চওড়া, অন্যান্য রাস্তাগুলোর প্রস্থ ৪ থেকে ১৭ ফুট। নাগার্জুনকুণ্ডতে একটি মূল-রাস্তা আবাসিক এলাকাকে বিভক্ত করেছে। ব্রহ্মপুরীতে বাড়ির দিকের মূল রাস্তা ২ ফুটের মতো।

ঘরবাড়ি ও দোকানপাট:[৫৬] কৌশাম্বী ও ভিটার বাড়িগুলো ২ প্রকার; বাণিজ্য উপলক্ষে রাস্তার সঙ্গে সংযুক্তি এবং আবাসিক। বীর মাউণ্ড, কৌশাম্বী, ভিটা, নাগার্জুনকুণ্ড প্রভৃতিতে রাস্তার পাশে দোকানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শিশুপালগড়ে দুই কক্ষসহ একটি বারান্দাযুক্ত বাড়ি দেখা যায়। ঘরের মেঝে নির্মাণে উপাদানগত বৈচিত্র্য আছে, তবে ইটের বিছানা-সারির উপর কাদা এবং চুন-প্লাস্টারের ব্যবহার সাধারণ।

---

৫২ নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

৫৩ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত (২০০৭) প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীমালা-১), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৪৯৫-৫০৫, ৫০৯-৫১১।

৫৪ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫।

৫৫ ঐ।

৫৫ ঐ।

৫৬ ঐ।

পয়ঃপ্রণালি:[৫৭] বীর মাউণ্ডের রাস্তা-৪ এবং লেন-১ এ লাইমস্টোন এবং Kanjur নির্মিত Surface drain দেখা যায়, যা একই সঙ্গে slate-Gi slab দ্বারা সারিবদ্ধ ছিল। ঘর-বাড়িসমূহের পর্যাপ্ত স্বতন্ত্র নিষ্কাশন-প্রণালি ছিল। মূলত পোড়ামাটির বলয় নির্মিত বর্জ্য-শোষক ব্যবহৃত হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৫ শতক থেকে ১ খিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এটি উপমহাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম প্রদান বৈশিষ্ট্য ছিল।

কারিগর-শ্রেণি ও শিল্পকলা: প্রশাসক, ধর্মযাজক, বণিক প্রভৃতি অভিজাত-শ্রেণির ব্যবহার এবং ধর্মীয় ও ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে প্রায় সমস্ত নগরে উন্নতমানের শিল্প-বস্তু, যেমন, মৃৎপাত্র (রোলেটেড মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, স্ট্যামপড মৃৎপাত্র প্রভৃতি), স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাঁচের পুঁতি, পোড়ামাটির ফলক, ধাতব অলংকার, প্রসাধন-বস্তু (আয়না, সুরমা কাঠি), বাটখারা, সিল মোহর, ধাতব মুদ্রা, শিল-নোড়া, কূপ, ধর্মীয় নিদর্শন প্রভৃতি তৈরি হতো। উপমহাদেশের প্রায় সমস্ত নগরের ধ্বংস-স্তূপে এ ধরনের প্রত্ন-বস্তু আবিস্কৃত হয়।[৫৮]

নাগরিক সুযোগ সুবিধা: বীর মাউণ্ডে কিছু নাগরিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য রাস্তা এবং স্কয়ারগুলোয় গোলাকার ময়লার পাত্র স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত ঘর-বাড়ির কর্নারগুলোকে রথ কিংবা গাড়ির আঘাত থেকে রক্ষার জন্য এক ধরনের অমসৃণ পাথর-স্তম্ভ দেখা যায় যা প্রায় মাটি থেকে ৩ ফুট উঁচু। নগরে থাকত পরিকল্পিত ঘরবাড়ি, রাস্তা এবং পয়ঃপ্রণালি। বর্জ্য শোষকে ময়লা ফেলা হতো। পয়:প্রণালিতে পোড়ামাটির বলয় ব্যবহার করা হতো।[৫৯]

সামাজিক শ্রেণি-বিভাগ: শৈখান ও সিরকাপে স্বতন্ত্র শ্রেণি-ব্যবস্থা ছিল। বসতি-প্রকল্প থেকে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত নগর এলাকাতে কতগুলো ব্লকের অস্তিত্ব ছিল।

লিখন-ব্যবস্থা: খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতক থেকে আদি-ঐতিহাসিক উপমহাদেশে লিখন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্ত স্পষ্ট হতে শুরু করে এবং ধারণা করা হয় যে, এর প্রাচীনত্ব আরো কয়েক শতক এগিয়ে যেতে পারে। Early historic Indian Urban growth phase-ও (খ্রিস্টপূর্ব ৭-৬ষ্ঠ শতক) তাত্ত্বিকভাবেও সঠিক। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়াদি : extuat data-র context স্পষ্ট।[৬০]

আদি-ঐতিহাসিক যুগে বাংলায় নগরায়ন: বাংলার চারটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলেই আদি-ঐতিহাসিক যাগে নগর বিকাশ লাভ করেছিল - বরেন্দ্র অঞ্চলে মহাস্থানগড় ও বানগড়, মধুপুর অঞ্চলে উয়ারী-বটেশ্বর, রাঢ় অঞ্চলে মঙ্গলকোট, কোটাসুর ও পোখান্না এবং নিম্ন-ব-দ্বীপ অঞ্চলে চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপ্তিতে (মানচিত্র-১)।[৬১]

---

[৫৭] মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬।

[৫৮] ঐ।

[৫৯] ঐ।

[৬০] ঐ।

[৬১] ঐ।

বানগড়: বানগড় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত। বানগড়ের প্রাচীন নাম কোটি বর্ষ, দেবকোট, বনপুর, সুনিতপুর প্রভৃতি। বায়ু পুরাণ ও ভরত সংহিতা (ছয় শতক) গ্রন্থে কোটি বর্ষকে নগর বলা হয়েছে। গুপ্ত-লিপিতে কোটি বর্ষকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির জেলা (বিষয়) এবং জেলা শহর (অধস্তন) বলা হয়েছে। পালদের সময় কোটি বর্ষকে বিষয়ের মর্যাদা ভোগ করতে দেখা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর (১১ শতক) রাম চরিত কাব্য গ্রন্থে সুনিতপুরকে (বানগর) সমৃদ্ধ ও জাঁকজমকপূর্ণ শহর অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। ১৩ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজি দেবকোট (বানগড়) দখল করে তার প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, বানগড় প্রত্নস্থানটি একটি দুর্গ-নগরী। দুর্গের আয়তন ১৮০০X১৫০০ বর্গফুট। পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত বানগড় দুর্গের তিনদিকে পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। তথ্য-অপ্রতুলতার জন্য প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ ছাড়া বানগড় প্রত্নস্থানের অন্যান্য বসতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

প্রত্ন-বস্তুর আলোকে কে.জি. গোস্বামী সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক অবস্থার কথা বলেছেন। ১৮ শুঙ্গ কুষাণ যুগে বানগড়ের সমৃদ্ধি লক্ষ করা গেলেও শুঙ্গ ও গুপ্ত-যুগের শেষে বানগড়ের অবনতি বা অবক্ষয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তবে পাল যুগের উচু উচু প্রাচীর, নর্দমা, কূপ সবই বানগড়ের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। উৎখননে শুঙ্গ-কুষাণ স্তরে পাওয়া গিয়েছে তামা ও লোহার তৈরি সরঞ্জাম, হাতির দাঁতের সুচ, স্বল্প-মূল্যবান পাথর (কার্নেলিয়ান, অ্যাগেট, কোয়ার্টজ, চ্যালসেডনি, অ্যামেথিস্ট, জেসপার, জেড), কাঁচ ও পোড়ামাটির পুঁতি, কাঁচ ও পোড়ামাটির অলংকার, পোড়ামাটির গণেশ-মূর্তি, খেলনা, তৈজসপত্র প্রভৃতি। আরও আবিস্কৃত হয়েছে সোনা ও তামার মন্ত্রপূত কবচ, তামার এন্টিমনি রড, লোহার বর্শা, ছুরি, তরবারি, পোড়ামাটির নিক্ষেপাস্ত্র, ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ও ছাঁচেঢালা তামার মুদ্রা। ব্রাহ্মী অক্ষরে (প্রাকৃত ভাষা) লেখা মাটির সিল প্রত্ন-নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে বানগড় অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকে লেখার প্রচলন ছিল।[৬২]

মহাস্থানগড়: মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম পুণ্ড্রনগর। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং -এর বর্ণনানুসারে মহাস্থানকে পুণ্ড্রনগর বলে শনাক্ত করেন। ১৯৩০ সালে আবিস্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে মহাস্থানগড়ই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রনগর। প্রাচীন লিপির সারমর্ম হলো - পুণ্ড্রনগর এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে আদেশ দিয়েছে স্থানীয় জনগণকে শস্য এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে। লিপিতে উল্লেখ ছিল সুদিন ফিরে এলে প্রজারা আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে শস্য ও অর্থ ফেরত দেবে। পুণ্ড্রনগর ছিল পুণ্ড বর্ধনের রাজধানী। প্রাচীন পুণ্ড্র/পুণ্ড বর্ধনের নাম বিভিন্ন প্রাচীন মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ, লিপি ও সাহিত্যে উল্লেখ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননের প্রকাশিত প্রতিবেদনের অভাবে পুণ্ড্রনগর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অবকাশ ছিল অল্প।

দুর্গ-নগরী পুণ্ড্র ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। চারদিক ছিল পরিখা, বিল ও করতোয়া নদী। প্রায় আয়তাকার দুর্গ-নগরী উত্তর দক্ষিণে ১৫২৩ মি. এবং পুর্ব-পশ্চিমে ১৩৭১ মি.। প্রাচীন নগরীর ২০৮ হেক্টর জমিতে বর্তমান বসতি গড়ে উঠলেও প্রাচীনকালের বসতি-চিহ্ন পাওয়া

---

[৬২] মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।

যায় প্রায় সর্বত্র। দুর্গ-নগরীর বাইরের তিন দিকে (অন্যদিকে করতোয়া নদী) ১৩২টি প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুর্গের বাইরে ১৩২টি প্রত্নস্থানের মধ্যে ১৪টি আদি-ঐতিহাসিক যুগের (৯টিতে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে), ৮০টি প্রাক-মধ্যযুগের এবং তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে ৩১টি প্রত্নস্থানের সময় সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। দুর্গের ভেতরে আদি-ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাক-মধ্যযুগ পর্যন্ত বিকশিত মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে কিছু কিছু মানব বসতির চিহ্ন মধ্যযুগের। প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির উপর ভিত্তি করে রহমান অভিমত প্রদান করেন যে, মহাস্থানের বয়স খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ। ফ্রান্স-বাংলাদেশ কার্বন-১৪ ভিত্তিতে মহাস্থানের সাংস্কৃতিক স্তরের বয়স নির্ধারণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩৭১ অব্দ। ফ্রান্সের উৎখনন দলনেতা স্যালের মতে মহাস্থান নগরটি বিকশিত হয়েছিল মৌর্যযুগে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কারণে নগরটির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, মৌর্যযুগের অনেক আগে এখানে মানব-বসতি শুরু হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এখানে নগরায়ন শুরু হয়। সম্প্রতি মহাস্থানের অদূরে উয়ারী-বটেশ্বরে কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় চক্রবর্তীর অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়। করতোয়া, নাগর, কোকাই গঙ্গা, গাঙ্গানাই ও ভাদই নদীর তীরে বা একটু দূরে (০.৫-১.২৫ কি.মি.) ৪৪টি বসতি গড়ে ওঠে। ৩২টি বসতি বিলের পাড়ে এবং ৪০টি বসতি পুকুর পাড়ে গড়ে উঠেছিল। অল্প কিছু বসতি নদী, বিল বা পুকুর থেকে একটু দূরে ছিল। সেখানে তিন প্রকার বসতি-বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। মহাস্থান দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ৭৬টি বসতি। একই রকম বসতি-বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় বানগড়, শিশুপালগড় ও কোশাম্বী দুর্গ-নগরীতে। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলার বসতিগুলো মূলত 'complex of sites' এবং এটি একটি আদর্শ নগর ব্যবস্থা। মহাস্থান দুর্গটি ছিল পুণ্ড্র নগরের কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং পার্শ্বস্থ বসতিগুলো ছিল নগর সহযোগীদের জন্য গুচ্ছ-বসতি। সম্ভবত সেনা-সদস্য, কামার, কুমার, অন্যান্য কারিগর, বণিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসতি।

বাংলাদেশ-ফ্রান্স উৎখনন খুবই সীমিত জায়গায় হলেও (১:৭৫০) তাতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪ শতকের শেষ বা খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতকের শুরুর সাংস্কৃতিক স্তরে পাওয়া গিয়েছে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র ও মাটির স্থাপত্য। এ সময়ে স্থাপত্যে কাঠের ব্যবহার ও রোলেটেড মৃৎপাত্রও পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতকে মাটির প্রাচীর ও ছাদে টালির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর আগে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের সঙ্গে যোগ হয় মৌর্য-বৈশিষ্ট্যযুক্ত পোড়ামাটির ফলক ও প্রাণী, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাঁচের পুঁতি, এমনকি পোড়ামাটির কূপ। খ্রিস্টপূর্ব ৩ শতক বা খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকের শুরুতে উপর্যুক্ত প্রত্ন-বস্তুর সঙ্গে যোগ হয় তামার পাত্র, ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, অলংকারের ছাঁচ, পাখি-আকৃতির লকেট ও স্বর্ণ। মাটির স্থাপত্য চালু থাকলেও টালির আকার বড় হয়ে ওঠে। কাঠের চিহ্নও পাওয়া যায়। এ সময়ে মেঝেতে মাটির বদলে ইট (ইটের টুকরা) ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রত্ন-বস্তুর তালিকায় যোগ হয় ব্রোঞ্জের প্রদীপ ও আয়না, পাথরের হাতিয়ার ও তামার শিক (এন্টিমনি রড)। খ্রিস্টপূর্ব ২ শতকের স্তরে উপর্যুক্ত প্রত্ন-বস্তু পাওয়া গেলেও পরবর্তী সাংস্কৃতিক স্তরে (খ্রিস্টপূর্ব বা ১ শতকে) মাটির স্থাপত্যের বিভাজন-দেয়ালে পোড়ানো ইট এবং মেঝেতে ইটের গুড়া পাওয়া যায়। প্রত্ন-বস্তুর মধ্যে আরো যোগ হয় ব্রোঞ্জের কর্ণালঙ্কার ও স্বর্ণের লকেট। এই সময়েই নগর-প্রাচীর তৈরি শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১ শতক বা খ্রিস্টীয় ১ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ণাঙ্গ ইটের নতুন নগর-প্রাচীর পাওয়া যায়। এই স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ

আবিস্কার হলো ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার একটি ভাণ্ডার। ৯২টি ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা সাম্রাজ্যিক/রাজকীয় সিরিজের। উৎখনন রিপোর্টে খ্রিস্টীয় শতকের সাংস্কৃতিক স্তরে প্রচুর প্রত্ন-বস্তু পাওয়া যায়। এমনকি খ্রিস্টীয় ১৮ শতক পর্যন্ত উৎখনন স্থানে মানব-বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয় আদি-ঐতিহাসিক যুগে মহাস্থানে নগর গড়ে উঠেছিল।[৬৩]

চন্দ্রকেতুগড়: পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার ভাগীরথীর উপনদী বিদ্যাধরী ও পদ্মার নবীন পলিমাটি গঠিত অঞ্চলে চন্দ্রকেতুগড় অবস্থিত। দেবালয়, হাদিপুর, শানপুকুর, বিনকরা প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে প্রায় দুই বর্গমাইল এলাকা জুড়ে চন্দ্রকেতুগড় প্রত্ন ক্ষেত্রটির অবস্থান। এলাকাটি বিশাল কাদামাটির আয়তাকার প্রাচীর বেষ্টিত। চন্দ্রকেতুগড় বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টপূর্ব কালে গড়ে ওঠা চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পোড়ামাটির ফলকগুলো থেকে নগর জীবনের নান্দনিক দিক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধারণা পাওয়া যায়। প্রাক-গুপ্তযুগ স্তরে চন্দ্রকেতুগড়ে কাঠ ও বাঁশের তৈরি ঘর, ইটের বাড়ি, টালির ছাদ ও কাদামাটির ভিতের উপর মাটির দেয়ালের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ে বসবাসের স্থান ও ধর্মীয় এলাকা পৃথক ছিল। খনা মিহিরের ঢিবিতে উন্মোচিত হয়েছে প্রকাণ্ড একটি ইটের মন্দির ও ছোট-খাটো মন্দিরাকৃতি কাঠামোর অবশেষ। গুপ্ত-যুগে চন্দ্রকেতুগড়ে ইটের তৈরি মন্দির ও বাড়িঘরের প্রাধান্য ছিল।

প্রাক মৌর্য যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত মাটির আস্তরণ দেওয়া কঞ্চির বেড়া, টালির ছাদ, কাদামাটির মেঝে, শস্যাগার, ইঁদারা, মৃৎপাত্র (রোলেটেড মৃৎপাত্র, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র প্রভৃতি), তামার পাত্র, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, হাতির দাঁত ও হাড়ের তৈরি সুচ, স্বল্প-মূল্যবান পাথরের পুঁতি (কোয়ার্টজ, অ্যাগেট, জেসপার, কারনেলিয়ান, চ্যালসেডনি প্রভৃতি) ও কাঁচের পুঁতি প্রভৃতি নগরায়নের চিহ্নবহ। চন্দ্রকেতুগড় হতে পারে পেরিপ্লাস ও টলেমি বর্ণিত প্রাচীন বন্দর গাঙ্গে। এটি ছিল একটি শিল্প সমৃদ্ধ নদীবন্দর। চন্দ্রকেতুগড়ের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বন্দরের, এমনকি ভূ-মধ্যসাগর অঞ্চলেরও যোগাযোগ ছিল। উল্লেখ্য, এখানকার স্বল্প-সংখ্যক ঢিবিতে সীমিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হয়েছে, ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত উৎখনন হলে চন্দ্রকেতুগড়ের নগরায়ন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যেতে পারে।

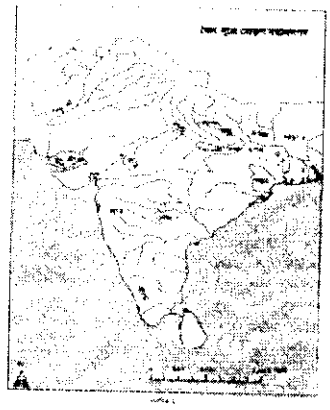

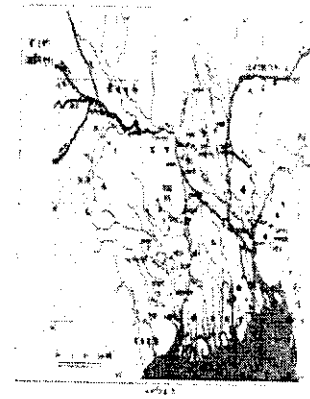

[৬৩] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।

তাম্রলিপ্তি: তাম্রলিপ্তি বা তমলুক পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তিতে কোনো প্রাচীর পাওয়া যায়নি। নব্যপ্রস্তর ও তাম্র-প্রস্তর যুগে তাম্রলিপ্তিতে মানব-বসতি ছিল। দেশীয়, গ্রিক ও চীনা পরিব্রাজকদের লেখায় বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য তাম্রলিপ্তি থেকে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। টলেমির ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তিকে বলা হয়েছে তামালাইটস। তাম্রলিপ্তির ইতিহাস নৌ-বাণিজ্যের ইতিহাস। গাঙ্গেয় সমভূমির একাধিক নগরের সঙ্গে সুদীর্ঘ আদান-প্রদানের ফসল তাম্রলিপ্তির নগর-সভ্যতা।

তবে তাম্রলিপ্তিতে নগরায়ন-প্রক্রিয়া শুরু হয় আদি-ঐতিহাসিক পর্বে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ শতক থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছর তাম্রলিপ্তির পরিচয় ছিল প্রধানত একটি বন্দর হিসেবে। তাম্রলিপ্তিতে সীমিত উৎখননে পোড়া ইটের ঘরবাড়ি, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও সিলমোহর আবিস্কৃত হয়েছে, পাওয়া গিয়েছে খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্মীতে লেখার নিদর্শন।[৬৪]

কোটাসুর, পোখান্না, দিহার ও মঙ্গলকোট: পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় জনপদের বর্তমান বীরভূম জেলার ময়ুরাক্ষী নদীর তীরে কোটাসুর, বাঁকুড়ার দামোদর নদীর তীরে পোখান্না ও বর্ধমানের কুনুর ও অজয় নদীর সংগমস্থলে মঙ্গলকোটে নগর-সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। নব্যপ্রস্তর, তাম্র-প্রস্তর যুগে রাঢ় ছিল বাংলার প্রাণ-কেন্দ্র। এই এলাকায় বাংলার প্রাচীনতম কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করে আদি-ঐতিহাসিক যুগে এখানে নগরায়ন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে আদি-ঐতিহাসিক যুগের নগরায়নের চিত্র ভালভাবে বোঝা যায় মঙ্গলকোট প্রত্নস্থান থেকে। বিক্রমাদিত্যের ঢিবি, কাছারি ভাঙ্গা ও সরকারি ডাঙ্গা নামে তিনটি প্রধান ঢিবি ও তৎসংলগ্ন এলাকা ছিল জন-বসতির কেন্দ্র। বিক্রমাদিত্যের ঢিবি প্রায় দুই কিলোমিটার বিস্তৃত। মঙ্গলকোট নগরের বহিঃপ্রাচীর এখনো টিকে আছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এ পর্যন্ত মঙ্গলকোটে ৬টি সাংস্কৃতিক স্তর পাওয়া গিয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলেও অনুমান করা হয় মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগে মঙ্গলকোটে নগরায়ন শুরু হয়। খ্রিস্টীয় এক শতক থেকে তিন শতকের শেষ-পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চম সাংস্কৃতিক স্তরটিই নগরায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। মঙ্গলকোটের নগরায়ন সাংস্কৃতিক স্তরে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য প্রত্ন-নিদর্শন হলো লোহার তৈরি তীরের ফলা, বাটালি, ছুঁচের অগ্রভাগ, লোহার আকরিক থেকে ধাতু গলানোর নিদর্শন, তামার তৈরি আংটি, বালা, কবচ, লকেট, সুরমাকাঠি, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাঁচের পুঁতি, হাড়ের চিরুনি, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, ইট, গাত্রমার্জনী বা গা ঘষার ঝামা, খেলনা, জালা ও চাকা, বাড়ি-সংযুক্ত কূপ, চনি-সুরকির মেঝে, আট বাঁধানো উঠোন, ইটের তৈরি জল-নিষ্কাশনী নালা, পাথরের নোড়া, সিলমোহর, নৃত্যরত নারী, সূক্ষ্ম-বস্ত্র-পরিহিত নারী, ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, পুঁতি তৈরির কারখানা প্রভৃতি।

দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত আধুনিক বিষ্ণুপুরের দিহারও আদি-ঐতিহাসিক যুগে একটি নগর ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এখনো ১৫-২০ একর জায়গা নিয়ে দিহার ঢিবিটি দাঁড়িয়ে আছে। আদি-ঐতিহাসিক যুগের প্রত্ন-বস্তুর সঙ্গে এখানে আবিস্কৃত হয়েছে ছাঁচে ঢালা মুদ্রা।[৬৫]

---

[৬৪] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

[৬৫] ঐ, পৃ. ৫০৩।

উয়ারী-বটেশ্বর: উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। উয়ারী ও বটেশ্বর লাগোয়া গ্রাম দুটি বেলাবো থানা সদর থেকে প্রায় ৪ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার, স্বদ্ধ-মূল্যবান পাথরের পুঁতি, কাচ ও পোড়ামাটির পুঁতি, ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, লোহার তৈরি প্রত্ন-বস্তু, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, শিলনোড়া, ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরি প্রত্ন-বস্তু প্রভৃতি। উয়ারী-বটেশ্বরে সাম্প্রতিক উৎখননে প্রায় ২ মি. গভীর সাংস্কৃতিক স্তর উন্মোচিত হয়েছে, যেখানে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, রোলেটেড মৃৎপাত্র, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, লোহার তৈরি প্রত্ন-বস্তু, স্বল্প মূল্য পাথরের পুঁতি, পাথর (পুতি তৈরি কাঁচামাল), পাথরের ফ্লেক, চিপস (পুতি তৈরিরর উপজাত), অসমাপ্ত পাথরের পুতি এবং কাচের পুতি, ইটের স্থাপনা, চুনি-সুরকিতে নির্মিত ঘরের মেঝে, রাস্তা (১৬০ মি. দৈর্ঘ্য ও ৫ মি. প্রশস্ত এবং ২ মি. প্রশস্ত ২০ মি. দৈর্ঘ্য বাইলেন), পোড়ামাটির নিক্ষেপাস্ত্র প্রভৃতি আবিস্কৃত হয়েছে। ইতোমধ্যে উয়ারী-বটেশ্বরের মানব বসতিকে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক (কার্বন-১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে) বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত জনপদ সিরিজের ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা প্রমাণ করে যে, এটি একটি জনপদ বা জনপদের অংশ (খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ মহাজনপদ সিরিজের) ছিল যার নাম আমরা এখনো জানি না। এখানে জনপদ স্থাপনের পূর্বের তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র ও গর্ত বসতি আবিস্কৃত হয়েছে।[৬৬]

উয়ারী-বটেশ্বর ছিল নদীবন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুতি উৎপাদন কেন্দ্র। এটি মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। উয়ারী বটেশ্বর টলেমি বর্ণিত বাণিজ্য কেন্দ্র সৌনাগড়া। উয়ারী বটেশ্বরের সঙ্গে উপমহাদেশের অন্যান্য বন্দর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় নগরায়নের পটভূমি:

১) উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলের প্রত্নস্থানসমূহ মধুপুরগড়ে চালা অংশে শনাক্ত করা হলেও এগুলো নদী ও বিলের নিকটবর্তী। মৌসুমি বন্যা মধুপুরগড় অঞ্চলে প্রবেশ করলেও চালা অংশে, যেখানে মানুষের বসতি অবস্থিত, প্রবেশ করতে পারে না। নিচু সমতল ভূমি ও বাইদে বন্যা সীমাবদ্ধ থাকে। ভূমিরূপের কারণে নদী ও বিলের তীরে রৈখিক (লিনিয়ার) বসতি-বিন্যাস দেখা যায়। অনেকটা একই ধরনের বসতি-বিন্যাস মহাস্থান গড়ে দেখা যায়। মাখন লাল ভারতের উত্তর প্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে উচু ভূমিত নদী এবং বিপুল প্লাবন ভূমির পটভূমিতে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বসতির কথা উল্লেখ করেছেন।

২) সম্ভবত প্রাচীন বসতি স্থাপনকারীরা নিকটবর্তী প্লাবন ভূমিকে চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করত। মহাস্থানগড়ে গবেষণায় দেখা গেছে প্লেইস্টোসিন ভূমির ল্যাটারাইট স্তরের উপর পরিমাটি জমা হয়েছে। এই পলল মাটি কৃষি কাজের জন্য খুব উপকারী। এ অঞ্চলের সেচ ও গৃহস্থালি কাজ কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে (মিশর?) উৎপাদিত স্যান্ডউইচ কাচের পুঁতি, আরিকামেদুতে অথবা মান্টাইতে উৎপন্ন ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এক

[৬৬] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

বর্ণিল টানা কাচের পুতি, থাইল্যান্ডের হাই টিন ব্রোঞ্জ, নবযুক্ত পাত্র ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রোলেটেড মৃৎপাত্রসহ নানা স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুতি/কাঁচামাল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উয়ারী-বটেশ্বরে এসেছিল। তাই বলা যায় - কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

৩) কৃষিকাজের পাশাপাশি নদী ও বিলের জলজ সম্পদ তাদের জীবন যাপন প্রণালিকে প্রভাবিত করেছিল। প্রত্নস্থল থেকে বেশ কিছু মাছ ধরা জালের কাঠি পাওয়া গেছে, যা মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা হয়। প্রাণিজ সম্পদ আহরণের সুস্পষ্ট উপাত্ত পাওয়া না গেলেও স্থায়ী বসতি, কৃষিভূমি ও বন-জঙ্গলের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে গৃহপালিত এবং বন্য উভয় প্রকার প্রাণী সম্পদ ছিল।

৪) মধুপুর মাটি ঘরবাড়ি তৈরির জন্য খুবই উপযোগী যা প্রাচীন বসতি স্থাপনকারীরা ব্যবহার করেছিল। এই মাটি ব্যবহার করে এখনো ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়। জাতি তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে প্রায় ৯০% ঘরের দেয়াল মধুপুর মাটি দিয়ে তৈরি। উয়ারী দুর্গ-নগরীতে উৎখননে উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পর্যায়ে মাটির দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘরবাড়ির কাঁচামালের সুলভতা উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন মানুষের বসতি গড়ে ওঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের আরেকটি আদি-ঐতিহাসিক সময়ের প্রত্নস্থান মহাস্থানগড়ে এখনো এ ধরনের ঘরবাড়ি ব্যবহৃত হয়। উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে সাম্প্রতিক উৎখননে উক্ত স্থানে অনেক মাটির ঘরের চিহ্ন ছাড়াও ইটের স্থাপত্য পাওয়া যাচ্ছে।

৫) উয়ারী-বটেশ্বর এলাকা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয়ভাবেই সংরক্ষিত। উপমহাদেশের আদি-ঐতিহাসিক সময়ের বসতিসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। উয়ারী-বটেশ্বরের উত্তর ও পূর্ব প্রান্ত নদী দ্বারা সুরক্ষিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত অসম রাজার গড় দ্বারা সুরক্ষিত। অসম রাজার গড় সোনারুতলায় কয়রা নদীকে স্পর্শ করে শুরু হয়েছে এবং আড়িয়াল খাঁ নদীকে স্পর্শ করে আমলাবোতে শেষ হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে গড়ের বাইরে পরিখা ছিল।

৬) দুর্গের বেশ কিছু অংশে মাটির দুর্গ-প্রাচীর শনাক্ত করা যায়। উপমহাদেশে অন্যান্য স্থানেও আদি-ঐতিহাসিক কালপর্বের মাটির দুর্গ প্রাচীর পাওয়া যায়।

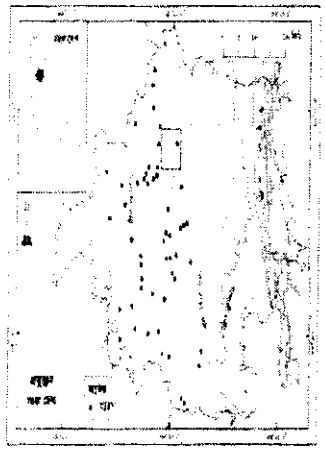

মানচিত্র ৪

মানচিত্র ৫

পরিশেষে বলা যায় যে, উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রাচীন মানুষ বসতির জন্য বন্যামুক্ত ভূমি নির্বাচন করেছিল যার নিকটে ছিল নদী এবং বিল। এ ধরনের বসতি স্থান নির্বাচন তাদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়সহ। তারা বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল।

প্রাক-মধ্যযুগে বাংলায় নগর: বাংলার প্রাচীন নগরগুলির সূচনা, বিকাশ ও অবক্ষয়ের কার্যকারণ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে অনেকে একমত যে আদি-ঐতিহাসিক যুগের নগরায়নের সঙ্গে গুপ্ত, গুপ্ত-পরবর্তী ও পালসেন যুগের নগরায়নের চরিত্রে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে আদি ঐতিহাসিক যুগের নগরগুলি গড়ে উঠেছিল ব্যাপক বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও সমৃদ্ধি ভিত্তি করে। অন্যদিকে মধ্যযুগের গোড়ায় (প্রাক-মধ্যযুগ) শহর বলতে প্রধানত শাসনকেন্দ্র বা সামরিক কেন্দ্রকেই বোঝায়। অনেক গবেষকের মতে প্রাক-মধ্যযুগের শহরগুলোর মূল চরিত্র ছিল ধর্মকেন্দ্রিক ও অ-বাণিজ্যিক। কেউ কেউ বলেন প্রাক-মধ্যযুগের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শাসনকেন্দ্র গড়ে ওঠার উপযুক্ত ছিল না। গুপ্ত পরবর্তী যুগের শিলালিপিতে 'জয়স্কন্ধাবার' বা বিজয় শিবিরের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করে আর এস শর্মা দেখান যে প্রথমবার ৩ শতকের পরে এবং দ্বিতীয়বার ৬ শতকের পরে সমগ্র উপমহাদেশে নগর অবক্ষয় ঘটে। গুপ্তযুগকে এ দুটি পর্যায়ের পর্বান্তর বলা হয়। কেননা গুপ্তযুগে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় স্থানগুলোতে এবং বিহারে নগর জীবন তখনও টিমটিম করে চলছিল। নগর-অবক্ষয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন মুদ্রার স্বল্পতা, বাণিজ্যিক সিলমোহর, মুদ্রা তৈরির ছাঁচ ও ঝিনুক, শঙ্খ, হাতির দাঁতের কাজ, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম প্রভৃতি যা প্রাচীন যুগে ব্যাপকভাবে তৈরি হতো এ সময় তাদের ব্যবহার হ্রাস পায়। এমনকি লোহার ব্যবহার কমে যায়। ব্রোঞ্জ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো কিন্তু তা কেবল ধর্মীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত হতো। নগর অবক্ষয় যুগে ঘরবাড়ির হতশ্রী দশা হয়। যদিও কোনো কোনো প্রত্নস্থানে ধর্ম মন্দির বা প্রশাসকের জন্য নির্মিত বড় আকারের স্থাপত্য পাওয়া যায়, তবু আর. এস. শর্মার মতে শুধু স্থাপত্যকর্ম নগর জীবনের পরিচয়বহ নয়।

অনেকের দাবি মহাস্থান, বানগড়, মঙ্গলকোট ও চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থানে আদি-ঐতিহাসিক যুগে যে নগরায়ন শুরু হয়েছিল তা গুপ্ত ও পাল সেন যুগ পর্যন্ত চলেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে যেমন - রাজবাড়ি ডাঙ্গা ও গোস্বামীকান্দা। বিজয় কুমার ঠাকুরের মতে প্রাক-মধ্যযুগের রাজবাড়ি ডাঙ্গা, গোস্বামীকান্দা ও বানগড় ধর্মীয় বসতি তবে অ-বাণিজ্যিক নগর ছিল। তাঁর মতে উপর্যুক্ত প্রত্নস্থানের বড় বড় স্থাপত্যকীর্তি নগরায়নের স্বাক্ষ্যবহ। উপরন্তু প্রাক-মধ্যযুগের লিপি ও সাহিত্য নগর ও নগর জীবনের কথা বলে। পাল যুগের সাহিত্যে বর্ণিত এরকম একটি আদর্শ নগরী রামাবতী। বিভিন্ন সূত্রে প্রাক-মধ্যযুগের দেব পর্বত ও বিক্রমপুরের (নগর?) কথা বলা হয়। বিক্রমপুর জায়গাটি পরিচিত (মুন্সিগঞ্জ জেলা) হলেও সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বা খনন এখনো হয়নি। দেব পর্বত প্রত্নস্থানটি ময়নামতি অঞ্চলে অনুমিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ি ডাঙ্গা প্রত্নস্থানটিকে ৭ শতকের শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ মনে করা হয়। স্থাপত্যিক কাঠামোর বিবেচনায় ব্রজ দুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজবাড়ি ডাঙ্গাকে প্রাক-মধ্যযুগের নগর মনে করেন, তবে এখানে নগরের অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য জোরালো নয়। উৎখননকারী এস.আর.দাসও এর প্রত্নতাত্ত্বিক সমৃদ্ধির কথা সুনির্দিষ্ট করে বলতে সক্ষম হননি। পাহাড়পুর বিহারকে (সোমপুর বিহার) জোরালো প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ছাড়াই অমিতা রায় নগর বলেছেন। কুমিল্লার ময়নামতির ৭টি বৌদ্ধবিহার, একাধিক স্তূপ ও একটি হিন্দু মন্দির এবং ৪০টির বেশি প্রত্নস্থান ও অসংখ্য প্রত্নবস্তু নগরের সাক্ষ্য বহন করে। সাত শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সমতট অঞ্চলে ৩০টি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নগরায়নের একটি সম্পর্ক রয়েছে। প্রাক মধ্যযুগে ময়নামতি অঞ্চল একটি শিক্ষা শহর বা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় শহর ছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ প্রাচীন যুগে বৌদ্ধবিহারগুলো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কাজ করত।[৬৭]

---

[৬৭] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো অথবা এরিস্টোটলের লেখায় এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্রিক নগর রাষ্ট্রের যে ধরন উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার নগরগুলির প্রকৃতি ও শাসন কাঠামো সে রকম ছিল না। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের সাথে প্রাচ্যের নগরগুলোর পার্থক্য বুঝা যায় প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থের বর্ণনায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে :

> *প্রাচীনকালে সভ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটেছিল সমুদ্র এবং নদীতীরে। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গ্রিক উপদ্বীপে এই জনবসতি পাহাড় পর্বত অধ্যুষিত ... প্রাকৃতিক চরিত্রের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। গ্রিক সভ্যতা বিকাশের সময়ে এবং তারও পূর্বে মিশর, সিরিয়া এবং প্রাচ্যে ভারতবর্ষে এবং চীনে সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্য অঞ্চলে রাষ্ট্রের রূপ সমতলের বিস্তারের কারণে ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করে। ... ক্ষুদ্রায়তন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো বৃহৎরাষ্ট্রের তুলনায় এক একটি ক্ষুদ্র শহর প্রায় ছিল, ... যথার্থভাবে যারা এথেন্সের নাগরিক ছিল তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম ... (তারা) গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করত। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ। প্রাচীন এথেন্সে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিকাশের এটাই ছিল পটভূমি।*[৬৮] *(করিম, ১৯৭৪: পৃ. ২১-২২)।*

বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে গ্রিসে একেকটি নগর একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ (নগর) রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশের নগরগুলো ছিল একেকটি কেন্দ্র যা বিশাল রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক, বাণিজ্যিক, সামরিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও পরিপূরক অংশ হিসেবে গড়ে ওঠে।

---

[৬৮] সরদার ফজলুল করিম, প্লেটোর রিপাবলিক, বর্ণ মিছিল, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ২১-২২।

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoyeky
সংখ্যা: ৪৫/No. 45
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/December 2007

Biodiversity of Moulvibazar
The Aesthetic Equilibrium at Jeopardy

Shormila Arefeen*

Abstract: *Biodiversity is variation of life at all levels of biological organization. Concerns about biodiversity are relatively new. Only during the last quarter of the twentieth century did scientists begin to appreciate the vast number of organisms found on Earth. We are an integral part of nature; our fate is tightly linked with biodiversity. Protecting biodiversity is essential to human survival, especially food security.*

Bangladesh is rich in both floral and faunal diversities evident in a varied range of ecosystems starting from the northern and eastern hills to the southern seas; most deciduous forests to the mangroves and different agro-ecosystems spread over the wetlands, flood plains as well as the hills. Rampant use of chemical fertilizers, unplanned urbanization and pressure of over population has caused a great depletion of biodiversity in Bangladesh over time.

Moulvibazar district under Sylhet division is rich with natural resources. Forest Coverage of Moulvibazar is 25398 Acres. Government has taken different initiatives to protect its biodiversity in a number of sites. But the main responsibility lies on the people of this district. They have to be aware of the significance of conserving biodiversity. They are not aware of the significance of conserving biodiversity.

Industrialization and urbanization is taking place at the cost of human lives. To protect ourselves and, to ensure safety and wellbeing of the posterity we have to adopt Ecologically Sustainable Development before it is too late.

1.0 Introduction

Biodiversity found on Earth today is the result of 4 billion years of evolution. The origin of life has not been definitely established by science, however some evidence suggests that life may already have been well-established a few hundred million years after the formation of the Earth. Until approximately 600 million years ago, all life consisted of archaea, bacteria, protozoans and similar single-celled organisms.

The term 'Biodiversity' refers to the wide range of organisms-plants and animals-that exist within any given geographical region. That region may

* Assistant Commissioner, Dhaka Collectorate, Dhaka.

consist of a plot of land no more than a few square meters or yards, a whole continent, or the entire planet. Most commonly, discussions of biodiversity consider all the organisms that interact with each other in an extended geographical region, such as a tropical rain forest or a subtropical desert.

The economic development of a country is closely related to environment but although the environmental degradation had started long back in the post industrial revolution era, only recently this has become the pivot of attention at national and international level. Concerns about biodiversity are relatively new. Only during the last quarter of the twentieth century did scientists begin to appreciate the vast number of organisms found on Earth and the complex ways in which they interact with each other and with their environments. Biologists have now discovered and named about 1.7 million distinct species of plants and animals. As many as 50 million species, however, are thought to exist.

1.1 Objective

For the study, mainly, the biodiversity of Moulvibazar district has been focused. Some information and data about the biodiversity of Bangladesh is mentioned here only to compare the present condition of the district of Moulvibazar with the overall scenario of the country.

This study wishes to

- identify the present state of biodiversity of Moulvibazar.
- find the obstacles that impedes implementation of government policy to conserve biodiversity.

1.2 Purpose of the Study

The purpose of the study includes examination of the strategy of the government, the steps taken by the District Forest Office and the mind set of the people of Moulvibvazar in this regard.

1.3 Methodology

The study has been done through policy and data (primary/secondary) analysis. The District Forest Office, IPAC Office, Moulvibazar and different sites (Baikka Beel, Hail Haor and Lawachara National Park) have been visited. Different stakeholders through interview gave their opinions. They are either main player of the game or the victims of the

circumstances. These include, interview with the Deputy Commissioner (DC) of Moulvibazar, Upazila Nirbahi Officers (UNOs), Moulvibazar, Assistant Commissioner of Forest Department (ACF), Moulvibazar and IPAC personnel.

Secondary data were extracted from different books and papers on biodiversity conservation need, published booklets of IPAC, reports of Convention of Biological Diversity (CBD) and International Union for Conservation of Nature (IUCN), newspapers and websites.

1.4 Limitations of the Study

Although the government of Bangladesh is trying its utmost to conserve the biodiversity and protect the landscape, people know very little about the concept of biodiversity and its significance. Besides, inadequate information and data are the major impediments of this study. Moreover, it is a sample study and can not be treated as complete government study.

2.0 Definition

Biodiversity is the variation of life forms within a given ecosystem, biome, or for the entire Earth. Biodiversity is often used as a measure of the health of biological systems. The biodiversity found on Earth today consists of many millions of distinct biological species, which is the product of nearly 3.5 billion years of evolution[1].

"Biodiversity" was coined as a contraction of "biological diversity" in 1985, but the new term arguably has taken on a meaning and added its own aspects. A symposium in 1986 and the follow-up book BioDiversity (Wilson 1988), edited by biologist E. O. Wilson, and heralded the popularity of this concept. Ten years later, Takacs (1996, p.39) described its ascent this way: "in 1988, biodiversity did not appear as a keyword in Biological Abstracts, and biological diversity appeared once. In 1993, biodiversity appeared seventy-two times, and biological diversity nineteen times". Fifteen years further on, it would be hard to count how many times "biodiversity" is used every day by scientists, policy-makers, and others.

Biodiversity = Biological Diversity = Number, variety & variability = of living organisms

[1] Chapman, A.D. (September 2005). "Numbers of Living Species in Australia and the World". Australian Biological Resources Study. http://www.environment.gov.au/biodiversity/abrs/publications/other/species-numbers/01-introduction.html

"Biological diversity" or "biodiversity" can have many interpretations and it is most commonly used to replace the more clearly defined and long established terms, species diversity and species richness. Biologists most often define biodiversity as the "totality of genes, species, and ecosystems of a region". An advantage of this definition is that it seems to describe most circumstances and present a unified view of the traditional three levels at which biological variety has been identified:

- genetic diversity
- species diversity
- ecosystem diversity

This multilevel conception is consistent with the early use of "biological diversity" in Washington. D.C. and international conservation organizations in the late 1960s through 1970's, by Raymond F. Dasmann who apparently coined the term and Thomas E. Lovejoy who later introduced it to the wider conservation and science communities. An explicit definition consistent with this interpretation was first given in a paper by Bruce A. Wilcox commissioned by the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) for the 1982 World National Parks Conference in Bali[2]. The definition Wilcox gave is "Biological diversity is the variety of life forms...at all levels of biological systems (i.e., molecular, organismic, population, species and ecosystem)..." Subsequently, the 1992 United Nations Earth Summit in Rio de Janeiro defined "biological diversity" as "the variability among living organisms from all sources, including, 'inter alia', terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems". This is, in fact, the closest thing to a single legally accepted definition of biodiversity, since it is the definition adopted by the United Nations Convention on Biological Diversity.

For geneticists, biodiversity is the diversity of genes and organisms. They study processes such as mutations, gene exchanges, and genome dynamics that occur at the DNA level and generate evolution. Consistent with this, along with the above definition the Wilcox paper stated "genes are the ultimate source of biological organization at all levels of biological systems..."

[2] Wilcox, Bruce A. (1984). In situ conservation of genetic resources: determinants of minimum area requirements. In National Parks, Conservation and Development. Proceedings of the World Congress on National Parks, J.A. McNeely and K.R. Miller. Smithsonian Institution Press, pp. 18-30.

2.1 Why Biodiversity Conservation is Important?

"Biodiversity," according to the biologist Peter Raven, "keeps the planet habitable and ecosystems functional." While the history of this term is relatively short, it already has raised important, distinctive, philosophical issues. Some of these are entangled in the very definition of "biodiversity". A challenge is the reconciliation of process-based and elements-based perspectives on biodiversity. Overall, the major issue for biodiversity is how its conservation may be integrated with other needs of society.

Protecting biodiversity is essential to human survival, especially food security. Stocks of commercially important fish are crashing around the world, threatening both the livelihoods and the health of millions of people in the world's poorest countries who depend on them.

Declines or extinctions of insects and animals that pollinate plants can lead to severe consequences for crop yields, with profound impacts on economies and human health, as well as damaging countries' abilities to be self-sufficient.

Nature provides mechanisms to both reduce the spread of disease and to treat it. Numerous plants, animals and microorganisms produce compounds that have been used to develop drugs to deal with illnesses ranging from cancer to headaches to depression. Many animals eat disease-causing mosquitoes and other insects.

Ecological Values: All living creatures are supported by the interactions among organisms and ecosystems. Loss of biodiversity makes ecosystems less stable, more vulnerable to extreme events, and weakens its natural cycles.

Economic Values: A biologically diverse natural environment provides humans with the necessities of life and forms the basis for the economy. Everything we buy and sell originates from the natural world.

Cultural Values: Most people feel connected to nature, often for reasons that can be hard to explain. Some feel a strong spiritual bond that may be rooted in our common biological ancestry. Others are inspired by its beauty. Human cultures around the world profoundly reflect our visceral attachment to the natural world. Thus cultural diversity is inextricably linked to Earth's biodiversity.

2.1 Why Biodiversity Conservation is Important?

"Biodiversity," according to the biologist Peter Raven, "keeps the planet habitable and ecosystems functional." While the history of this term is relatively short, it already has raised important, distinctive, philosophical issues. Some of these are entangled in the very definition of "biodiversity". A challenge is the reconciliation of process-based and elements-based perspectives on biodiversity. Overall, the major issue for biodiversity is how its conservation may be integrated with other needs of society.

Protecting biodiversity is essential to human survival, especially food security. Stocks of commercially important fish are crashing around the world, threatening both the livelihoods and the health of millions of people in the world's poorest countries who depend on them.

Declines or extinctions of insects and animals that pollinate plants can lead to severe consequences for crop yields, with profound impacts on economies and human health, as well as damaging countries' abilities to be self-sufficient.

Nature provides mechanisms to both reduce the spread of disease and to treat it. Numerous plants, animals and microorganisms produce compounds that have been used to develop drugs to deal with illnesses ranging from cancer to headaches to depression. Many animals eat disease-causing mosquitoes and other insects.

Ecological Values: All living creatures are supported by the interactions among organisms and ecosystems. Loss of biodiversity makes ecosystems less stable, more vulnerable to extreme events, and weakens its natural cycles.

Economic Values: A biologically diverse natural environment provides humans with the necessities of life and forms the basis for the economy. Everything we buy and sell originates from the natural world.

Cultural Values: Most people feel connected to nature, often for reasons that can be hard to explain. Some feel a strong spiritual bond that may be rooted in our common biological ancestry. Others are inspired by its beauty. Human cultures around the world profoundly reflect our visceral attachment to the natural world. Thus cultural diversity is inextricably linked to Earth's biodiversity.

Biodiversity also supports a number of natural ecosystem processes and services. Some ecosystem services that benefit society are air quality, climate (both global CO2 sequestration and local), water purification pollination, and prevention of erosion.

Our Life Depends On.....

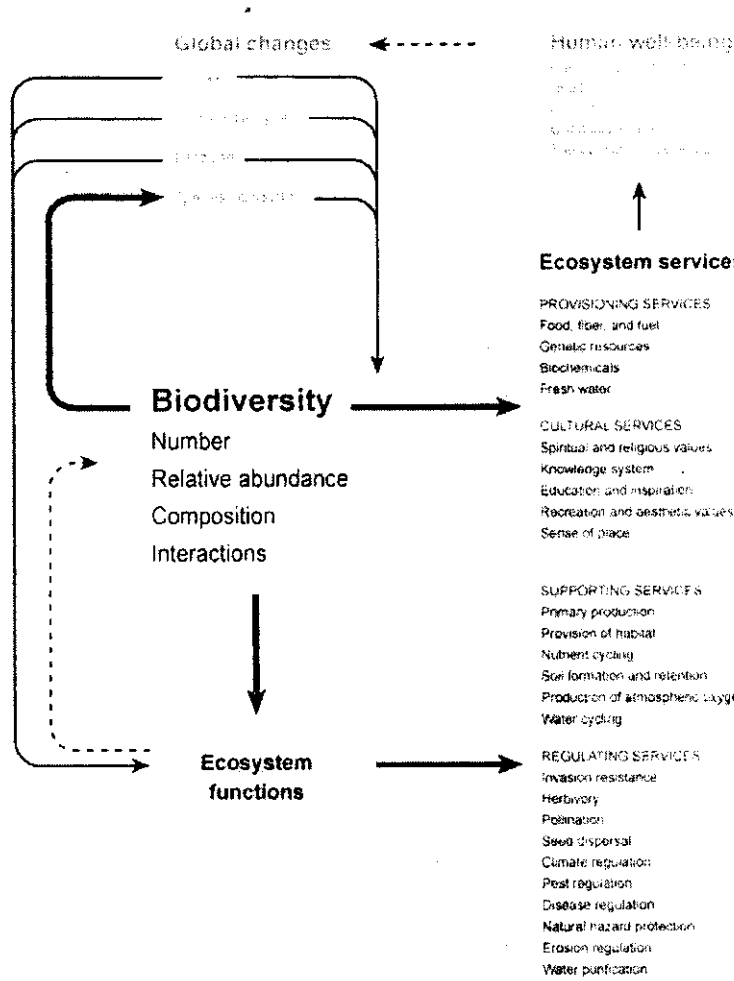

Source: Millennium Ecosystem Assessment

2.2 Threats to Biodiversity

Most biologists agree however that the period since the emergence of humans is part of a new mass extinction, the Holocene extinction event, caused primarily by the impact humans are having on the environment. Since the Stone Age, species loss has been accelerated above the geological rate by human activity. To feed such a large population, more land is being transformed from wilderness with wildlife into agricultural, mining, lumbering, and urban areas for humans. The rate of species extinction is difficult to estimate, but it has been estimated that species are now being lost at a rate approximately 100 times as fast as is typical in the geological record, or perhaps as high as 10 000 times as fast[3]. It has been argued that the present rate of extinction is sufficient to eliminate most species on the planet Earth within 100 years.

During the last century, erosion of biodiversity has been increasingly observed. Studies show that 30% of all natural species will be extinct by 2050[4]. Of these, about one eighth of the known plant species are threatened with extinction. Some estimates put the loss at up to 140,000 species per year (based on Species-area theory) and subject to discussion. This figure indicates unsustainable ecological practices, because only a small number of species come into being each year. Almost all scientists acknowledge that the rate of species loss is greater now than at any time in human history, with extinctions occurring at rates hundreds of times higher than background extinction rates.

The factors that threaten biodiversity have been variously categorized. Jared Diamond describes an "Evil Quartet" of habitat destruction, overkill, introduced species, and extensions. Edward O. Wilson prefers the acronym HIPPO[5], standing for;

- Habitat destruction,
- Invasive species,
- Pollution,
- Human Over Population, and
- Over harvesting.

---

[3] Island Press. pp. 105. Hassan, Rashid M.; Robert Scholes, Neville Ash (2006). Ecosystems and human well-being: current state and trends : findings of the Condition and Trends Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment.

[4] S.L. Pimm, G.J. Russell, J.L. Gittleman and T.M. Brooks (1995). The Future of Biodiversity, Science 269: 347- 350.

[5] "Hippo Dilemma". Windows on the Wild: Science and Sustainability (2005). New Africa Books.

3.0 Biodiversity Scenario of Bangladesh

Biodiversity loss is one of the environmental issues of concern of today more or less athwart the whole world. Over the past 70,000 years human beings have time and again colonized new lands and annihilated the living resource base to a sizable extent on which they themselves depended. The issue has moved steadily up the agenda over the past fifty years when there has been a price to pay. This was given impetus for the first time at the international level by the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (the Rio Summit) at which the Convention of Biological Diversity (CBD).

Bangladesh backstops a diverse set of ecosystems, despite its relatively small geographical area. Fortunately it is bounded on the north and on the east by the eastern Himalayan and the western Myanmar hills which are centers of plant diversity as well as locations of many biodiversity hotspots (WWF and IUCN 1994-95). Bangladesh is rich in both floral and faunal diversities evident in a varied range of ecosystems starting from the northern and eastern hills to the southern seas; most deciduous forests to the mangroves and different agro - ecosystems spread over the wetlands, flood plains as well as the hills. Besides, the all-around environmental condition of Bangladesh is highly conducive for biodiversity wax. She has;

Total forest area: 871,000 hectare % of land area: 6.7%Source: www.rainforest.mongabay.com/deforestation/Bangladesh.html

Mammals	**113**
Birds	**628**
Reptiles	**126**
Amphibians	**22**
Fishes (Fresh and Marine)	**708**
Mollusks	**400**
Vascular Plants	**5000**

Source: Dr. A. Nishat, 2000.

The over-extraction of resources for livelihood sustenance along with the development initiatives without considering the issue of eco-balance has caused a great depletion of biodiversity in Bangladesh over time. Over the last 100 years, Bangladesh has lost about 10% of its mammalian fauna, 3% avifauna and 4% reptile species. IUCN Bangladesh has identified 58 species of fish, 8 species of amphibians, 63 species of

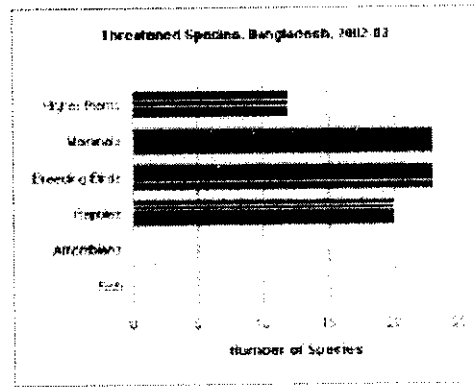

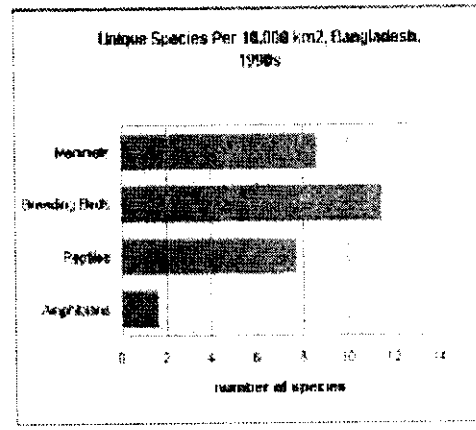

Source: Bangladesh-Forests; Grasslands and Drylands- Country Profile (Fig. 1&2).

reptiles, 47 species of birds and 43 species of mammals in the country which are threatened under degree of extinction. On the other hand, Khan *et. al.* (2001) have listed 106 species of plants as endangered. The palm Corypha Taliera has been considered as critically endangered; the last surviving individuals of the species in the whole world are limited to Bangladesh. Besides, around 100 of the estimated 6000 vascular plant species in Bangladesh have been listed as threatened to date. Many others, specially the medicinal plant species are facing great pressure. About 220 species of vertebrates, including fish, amphibians, reptiles, birds and mammals have been listed in Red Data Book of Bangladesh as they are faced with the threat of extinction. However, analysis of the past research conform that species that are dependent on aquatic ecosystems are more vulnerable. In contrast, among plants the most threatened species are those found in the terrestrial forests, where endemic is also very high.

Over the years, Bangladesh has experienced a number of threats to her biodiversity. The major threats to biodiversity in Bangladesh include loss of habitat, over harvesting of resources, increasing productivity and natural calamities etc. Yet among the threats, habitat loss is considered as the single most crucial one. Unabated population growth, development initiatives without taking environment into account, and land tenure and

user rights issues are the most significant underlying causes of this threat to biodiversity in Bangladesh. Pollution of Bangladesh's soil, air and water due to urbanization and industrialization without considering environmental issues has intensified over the last two decades and constitutes a significant threat to biological diversity. Illegal harvesting and export of medicinal plants and other economically valuable species such as reptiles and amphibians affect many ecosystems. The pressure of the rising number of people on finite amounts of land, water and other natural resources has already resulted in mounting deforestation (a reduction from 10 to 6 percent in forest cover). The World Bank and BCAS (1998) apprehends that if the current 2% per year deforestation rate is not reversed at all, the country's forests will probably disappear totally by 2020, and that will evanescence the country's old heritage of biodiversity.

4.0 Moulvibazar Perspective

The undulating topography of Moulvibazar has given it a distinct feature. Moulvibazar is rich with haors (water bodies), teagardens, and forests, natural gas, citrus and famous for its landscape adorned with the ornaments of nature. There are three big Haors namely Kawadighi, Hakaluki and Hail hoar covering a total area of 60,000 hectares. Next to the Hill Tracts, Moulvibazar is the widely hilly district in the country. Out of total 658915.71 Acre of land area the forest coverage is 25398 Acre i.e. 3.85% of total land mass. Besides, out of 154 teagardens in Bangladesh, 93 of those are located in this district[6].

4.1 Endangered Lawachara

Lawachara forest is verdant with trees and bursting with wildlife. Over there, Nature is still virgin. Under The Wild Life (Preservation) (Amendment) Act-1974 in 1996, part of the West Bhanugach Reserved Forest was declared "Lawachara National Park," which encompasses an area of 1250 hectares. The Lawachara National Park is located 60 km south of the Sylhet city in the Komalgonj Upajila of Moulvibazar District -- about 10 km away from the town of Srimangal.

Formerly a study was conducted by IUCN Bangladesh and according to the report, the major timber trees are represented by Jarul (Lagerstroemia speciosa), Chapalish (Artocarpus chaplasha), Shegun (Tectona grandis), Lohakath (Xylia dolabriformis), Kadam (Anthocephalus chinensis),

[6] District Administration of Moulvibazar.

Shimul (Bombax ceiba), Kanthal (Artocarpus heterophyllus), Champa (Michelia champaca), Chikrashi (Chickrassia tabularis), Koroi (Albizia procera), Garjan (Dipterocarpus spp.), Dewa (Artocarpus lakoocha), Gamar (Gmelina arborea), Jam (Syzygium spp.), Sundhi (Michelia oblonga), Bohera (Terminalia belerica) etc. Among exotic short-rotational trees, Acacia hybrid (Acacia sp.), Mangium (Acacia mangium), Malacanna (Albizia falcataria), Eucalyptus (Eucalyptus camàldulensis), Akashmoni (Acacia auriculilormis), are common in plantation areas. Moreover, in mid seventies an oil-palm (Elaeis guineensis) plantation was raised in a sizeable amount of area in this park with huge investment (Choudhury et. al. 2004). But now they are considered to be one of the major threats to that park as they don't bear any commercial value nor provide foods to wild animals. There are many types of bamboo such as Jai bansh (Bambusa burmanica), Muli bansh (Melocanna baccifera) and various cane like Jali bet (Calamus guruba), Golla bet (Daemonorops jenkinsianus) in the national park. Besides, there are many types of climbers, vines, herbs and shrubs.

Lawachara forest is home to the Chloroform tree, only of its kind in Asia. It is a popular myth that, that many years ago, upon approaching the tree people used to faint. There are 167 varieties of trees including Segun, Malakan, Lohakath, Raktan and associated species. Amidst the vast expanse of trees, there are also some medicinal varieties like haritaki (terminalia chebula), neem (azadirachta indica), arjun (termnialia arjuna), and bohera (terminalia belerica). There are also rubber plants (hevea bugsilensis) and different varieties of flowering plants and eye catching orchids.

Lawachara is the habitat of rich wildlife like Hoolock Gibbon (Ulluk), Capped Langurs, Slow Lorins, Pig Tailed Macaques, Orange Bellied Himalayan Squirrels, Barking Deer and Masked Civets; colorful birds, bats, deer monkeys, bears and jackals. Biological Diversity in the Lawachara National Park consists of 460 species and the Park also supports important population of rare species like Primate Gibbon and Capped Langur. Lawachara is also a habitat for wild chicken, squirrel, and python.

4.1.1 Threats to Lawachara Forest

Ecology and bio-diversity is the gem of forests. 'Lawachara National Park' is at stake because of illegal timber felling, fuel wood collection, hunting, bamboo and cane collection, and land encroachment.

Lawachara Reserve Forest had 407 species of animals and 167 varieties of plants in 1996. A study has found that 246 animal species of the 407 are extinct.
Source: Shaptahik 2000, Dt. November 2009.

There are six tea estates around the park, of which four borders the park and the other two tea estates are nearby. Instead of making demarcation fences with naturally grown trees, these tea estates have used barb-wire demarcation fences that cause a serious hindrance for the movement of most of the animal species of Lawachara. Furthermore, these tea estates have a substantial number of unemployed inhabitants.

The prevailing extreme poverty in the locality, unemployment coupled with weak law enforcement has made poor people become reliant on forest resources for meeting their needs. They enter into the national park and exploit forest resources; for fuel wood collection.

Besides, Lawachara National Park is the biggest remaining Hoolock Gibbon habitat in the country, with a census population of 49 individuals. Together with the adjacent Chautoli and Kalachara forest areas the population reaches 60 individuals in 16 family groups[7]. Hoolock Gibbons are rare and endangered species, only found in four countries in the world. They live in the higher canopy of forests and survive on leaves and fruits. The animals never touch the ground. Over the past 10-20 years, hoolocks have decreased in numbers with around 70%, according to The World Conservation Union (IUCN). In Bangladesh there are now only 200 individuals left and ¾ of them live in small populations of less than 20 individuals isolated in forest patches, from where it is impossible for them to transfer and mix with other populations. The reason for this dramatic reduction in gibbon numbers is deforestation.

Forests are cut down at an ever increasing rate and the patches that remains are small and totally isolated from one another. As illegal logging, plantation of commercially valuable trees and other human activities are reducing the number of large trees that the gibbons are depending on for travel and food. There are times of the year when no fruits are available. This has led to periodical starvation and a reduction of young gibbons surviving to adulthood.

[7] Petra Osterberg (2006), The Endangered Hoolock Gibbon of Bangladesh..

Lawachara National Park: At the Lawachara National Park, where our beautiful tropical forests hold hundreds of species, including primates, in a setting of well-established and enclosed forest. Indigenous people such as Khasia and Tipra live around here.

Forest Type: Semi-evergreen and mixed deciduous forest.

Geographical Location: Located approximately 160 Km northeast of Dhaka and 60 Km south of Sylhet in civil administration of Kamalganj Upazila Moulvibazar District. 24°30'-24°32' N and 91°37'-91°39'E.

Forest Administrative Location:

Beat : Lawachara, Chautali and Kalachara;

Range : Moulavibazar Forest Range;

Division: Sylhet Forest Division.

History of Establishment: Lawachara National Park (NP) is a part of the West Bhanugach Reserved Forest. The reserved forest was established through an order under the Forest Act. The current national park was established through a Gazette Notification (PBM (S-3) 7/96/367 on 07 July 1996). Further proposal was made for extension of the park as per recommendation of Forestry Master Plan (GoB 1992) and feasibility study carried out by FRR and DU (1996).

Area: 1531 ha.
Flora & Fauna: Plants: 167 species; Amphibians: 4 species; Reptiles: 6 species.
Birds: 246 species;
Mammals: 20 species; **Odonate Insects:** 17 species.
Key species: Hoolock Gibbon, Slow Loris etc.
Accessibility & Visitor Infrastructure: Easily accessible.

Priority Threats to the PA: ■ Fuel wood collection by inside and outside villagers ■ Illicit timber extraction ■ Monoculture by exotic plant species ■ Betel Cultivation ■ Modification/ removal of undergrowth ■ Unplanned tourism ■ Gas pipeline of Unocal through the PA ■ Encroachment.

Source: www.nishorgo.org.

According to a survey of Nishorgo Support Project (NSP), the main occupation of Khasia community is betel leaf cultivation. The vines had grown on trees which they use as a climbing support. The management practice includes pruning of tree branches and weeding areas adjoining each vine. This activity reduces biodiversity value of the allocated area and contributes to habitat loss.

Flora and Fauna	**167**
Amphibians	**04**
Reptiles	**06**
Birds	**246**
Mammals	**20**

Source: USAID, 2008.

Under The Wild Life (preservation) (Amendment) Act of 1974 "National Parks" are areas of "outstanding scenic and natural beauty" whose purpose is the "protection and preservation of scenery, flora and fauna in the natural state, to which access for public recreation, education and research may be allowed." Cleaning up or breaking up land for any purpose is prohibited by Bangladesh Forest Act-1972 and commercial activities of any national or international organizations are also strictly prohibited in the national parks. US Company Chevron conducted a 3D seismic survey in the Lawachara National Park. The survey of Chevron involved such kinds of experiments which have long term adverse effects on this sensitive forest. The explosions, which are being conducted in Lawachara as a part of Chevron's survey, left the wildlife there in a hazardous position. The Daily Star (Dt. 10 May 2008) reported that being frightened by the shakes generated by the explosions, wild animals are leaving the forest at an alarming rate. In such an incident a Primate Gibbon, in an attempt to flee, jumped onto the electric cable and surrendered to death on 7th May, 2008. Cracks appeared in the walls of many houses in the area, due to explosions during seismic survey.

Chevron's survey clearly violated many provisions of the existing environment related laws of Bangladesh. The survey also violates the provisions of the United Nation's Convention on Biological Diversity (CBD)-1992 which is dedicated to conserve biodiversity and sustainable use of the same.

Furthermore, with the increase in the number of population, non-renewable resources like land are becoming scarce and valuable in monetary terms. People, for their greed to mint wealth, are cutting down trees, and grabbing forest land for commercial purpose, habitation and also agriculture.

4.2 Hill Cutting Aggression

Massive hill cutting by powerful individuals or organizations, both from public and private sectors for commercial and non-commercial purposes,

took a grave turn in recent years in more than one city and district of Bangladesh, threatening environment, natural beauty and bio-diversity of the land having wonderful geographical uniqueness. This hill cutting is going on in full swing even at the expense of the human lives!

A vested interest group of influential people, truck owners' association, contractors, brick kiln owners, real estate developers and local goons are involved in the hill cutting business. They are cutting hills and hillocks in a haphazard manner in almost all the upazilas of the district for selling earth to interested people at high prices to mint money. People are buying the earth removed from hills and hillocks to fill up low lying lands, marshes and raise the level of their homesteads.

In year 2009 all six (6) members of a family living in a shack at the foot of a hillock in Srimangal Upazila died due to mudslide. Several other huts and people were injured. Experts and local people blamed the hill cutters and demanded their punishment for such felony[8].

Cutting of hills and hillocks indiscriminately for filling up low lands, marshes and raising the level of homesteads has been destroying the biodiversity in the hilly region of Moulvibazar.

Hill cutting is not only damaging the natural beauty of the hilly region but also this practice is blocking the natural flow of water in the canals passing through the hills, causing land slide during the rainy season and damaging tea plants and forest resources.

According to ASM Maksud Kamal (national expert, Earthquake and Tsunami Preparedness, UNDP), no risk of landslide is involved if the hills are cut with a slope of 20-30 degrees. But in most cases hills are cut with slopes of 70-80 degrees, making those hills highly unstable[9].

4.2.1 Prohibiting Hill Cutting

The government has imposed restriction on hill cutting without permission and directed the authorities concerned to strictly execute the Building Construction Act, 1952. Despite the fact that hill cutting without proper legalization is banned, the activity goes on without fear of reprisal.

The Building Constriction Act was enacted in 1952, which was given effect from 21.03.1953, with a view to preventing haphazard erection of buildings, excavation of tanks and cutting of hills and hillocks in

[8] Office of the Upazila Nirbahi Officer (UNO) Srimangal.

[9] The Daily Star, Dt. 12 June 2007.

Bangladesh. Initially the Act did not contain any specific provision for the cutting of hills. But later on after realizing the momentous of this issue, the government amended the 1952 Act twice in 1987 and in 1990. In the Building Construction (Amendment) Act of 1990, amongst other, section 3C and 3D were inserted into the 1952 Act.

As per section 3C of the Act no person shall without the previous sanction of the authorized officer cut or raze any hill. As per this section no such sanction shall be granted unless the authorized officer or such other authority as the government may specify is satisfied that-

(a) the cutting or razing of the hill shall not cause any serious damage to any hill, building, structure or land adjacent to or in the vicinity of the hill, or

(b) the cutting or razing of the hill shall not cause any silting of or obstruction to any drain, stream or river, or

(c) the cutting or razing of the hill is necessary in order to prevent loss of life or property, or

(d) the cutting of the hill is such as is normally necessary for construction of dwelling house without causing any major damage to the hill, or

(e) the cutting or razing of the hill is necessary in the public interest.

Being empowered under section 18 of the Act, the government formulated the Building Construction Rules 1996 with specific provision regarding the permission procedure for cutting of hills. The said Rules contain the application procedure for the approval of cutting of hills and the fee structure for the same. Rule 27 states that in addition to the fees, designs as required under the Rules, the applicant must also submit the following documents:

(a) clearance or NOC from the environment department;

(b) topographical or contour map of the hill;

(c) detailed design showing all the necessary development plan, protective measures etc;

On most of the occasions, the hill cutters do not obtain any clearance at all from the authority and in very few of the cases the authority takes actions against them. Besides, government had formed a committee, headed by the District Commissioner, in 1995 to restrict indiscriminate hill cutting. But unfortunately the committee is literally inactive for different complications.

Although, hill cutting is prohibited without the permission of the Directorate of Environment (DoE), only a few cases has been filed against some of the illegal hill cutters by DoE, but most of which did not see any day light for different unknown (!) reasons.

4.2.2 Cases against Hill Cutting

Name of the Court: Poribesh Adalot (Environment Court) District: Moulvibazar

Sl No.	Case No. and Date	Clauses and Offence	Name and Address of the Offender	Plaintiff, Investigator and the Present Stage of the Case	Case Disposal (Conviction/Acquitted) Nature of Conviction
01	Environment Case No. 06/2008	Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Nawab Ali, Allauddin Ali, Village: Didarpur, Kulaura, Moulvibazar	Charge Sheet has been submitted. Plaintiff and investigator Sardar Shariful Islam.	
02	Environment Case No. 15/2008	Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Badal Miah, babul Miah, Village: Shahbajpur, Borolekha, Moulvibazar	Charge Sheet has been submitted. Plaintiff and investigator Sardar Shariful Islam	
03	Environment Case No. 16/2008	Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Malik Uddin, Abdul Hamid Liton, Village: Shahbajpur, Borolekha, Moulvibazar	Charge Sheet has been submitted. Plaintiff and investigator Sardar Shariful Islam	
04	Environment Case No. 17/2008	Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Rakib Uddin, Village: Shahbajpur, Borolekha, Moulvibazar	Charge Sheet has been submitted. Plaintiff and investigator Sardar Shariful Islam	
05	Environment Case No. 12/2009	Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Foyju Haaji, Village: Municipality of Borolekha, Moulvibazar	Plaintiff: Sardar Shariful Islam. Investigation could not be started.	
08	Environment Case No. 13/2009	Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Saad Uddin, Village: Kthaltoli, Borolekha, Moulvibazar	Plaintiff: Sardar Shariful Islam. Investigation could not be started.	
09	Environment Case No. 31/2009	Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Abdul Karim, Village: Shagarnal, Juri, Moulvibazar	Plaintiff: Sardar Shariful Islam. Investigation process has been started.	
10		Bangladesh environment Conservation Act-Clause 15 Offence: Hill Cutting	Mujibur Rahman, Nazrul Islam, Borolekha, Moulvibazar	Plaintiff: Sardar Shariful Islam.	The case against the Hill Cutting adjacent to the gate of Madhabkunda Eco-Park has been submitted. Number of the case was not found.

Source: Directorate of Environment (DoE), Sylhet Division.

4.3 Biodiversity of Hakaluki Haor at Stake

Hakaluki Haor is a complex wetland with 276 (approximately) interconnecting beels (low-lying depressions in the flood plain) in a shallow basin formed between the Patharia and Madhab Hills to the east and the Bhatera Hills to the west. The Hakaluki Haor is made up of beels, canals, rivers, kandas (raised land at the edge of beels and rivers in the haor basin used to be covered with swamp forest), crop lands etc. During dry season the area covered by the beels is about 4,925 hactares but during monsoon the Haor soars up to approximately 24,715.4 hactares and the entire area remains underwater for up to five months. During monsoon, all the beels unites as one large lake or haor- the Hakaluki Haor- the largest freshwater wetland in Bangladesh. The Hakaluki Haor wetland is fed mainly by the Juri/ Kontinala, Sonai/Bordol and Fanai and drains through a single outlet, the Kushyara. The haor system depends on both precipitation and floodwater as sources of water.

The degradation of Hakaluki Haor is the result of;

- Loss of reed land and swamp forest areas due to conversion to agriculture land;
- Reduction in surface area and depth due to sedimentation, drainage and diversion of rivers for irrigation;
- Degradation of reed land and grassland habitats due to grazing within the haor;
- Loss of reproductive capacity of fishes due to inappropriate fishing practices;
- Loss of genetic diversity due to increasingly intensive cultivation of High Yield Varieties (HYVs);
- Unsustainable level of fuel wood collection;
- Over-harvesting of amphibians, including turtles and frogs;
- Reduction of migratory and indigenous birds due to poaching;
- Degradation of aquatics due to agro-chemical pollution from tea estates.

Class	Total Species	Threatened	Vulnerable	Endangered	Critically Endangered
Amphibia	12	07	05	02	-
Reptilia	70	43	20	19	04
Aves	417	26	02	10	14
Mammalia	59	23	06	09	08
Total	558	99	33	40	26

Source: Mr. Abdul Wahab Akanda, Wildlife Biodiversity Management Specialist (Hakaluki Haor ECA), Coastal and Wetland Biodiversity Management Project, Dt. 2000.

4.4 Unplanned Agriculture and Mindless Plantation

Around 61% of tea gardens of our home land are located in Moulvibazar. The tea estates are made on public lands. Government lease out land to the interested parties for tea plantation for a certain period of time (around 35 years) and among other conditions it includes that lessee will not let any part of the land unplanted. If a portion of the land is not suitable for tea plantation, it has to be planted with herbs, fruit trees or other plants. In most cases the tea gardens plant cash crops like rubber trees on comparatively flat lands or cultivate pineapples on the slopes of hillocks. Pineapple cultivation, in particular, causes soil erosion that ultimately results in land/mud slides. Besides, to thwart desertification and Green House Effect, foreign trees like Eucalyptus are being planted where local trees once found. Rubber trees and Eucalyptus create 'Green Desert', i.e. these trees extract so much liquid from the soil that no other plant can grow near them and also makes the soil dry.

Dr. Inam Al Huq (ornithologist and representative of Asian Bird Census) in his study in the year 2006 found that local birds do not make nests or sit on these alien trees because they are not familiar with these trees and it ultimately hampers pollination.

5.0 Findings

- People are not aware about the significance of biodiversity conservation.
- Population pressure, expansion of agricultural land, constructions of houses, roads, etc., and grazing by domestic animals are the major threats of biodiversity.
- Unscrupulous harvesting of forest resources and insufficient measures to regenerate the resources destroying biodiversity.

- Indiscriminate use of chemical fertilizers and insecticides in croplands and adoption of unplanned agricultural practices are the major cause of annihilation of the micro-organism of the soil.
- Lack of appropriate policies for proper management and expansion of wild life sanctuaries /protected areas.

6.0 Recommendations

- Enhance public awareness about the importance of conserving biodiversity and the underlying threats to biodiversity.
- Encourage individuals, organizations and governments to take immediate steps to halt biodiversity loss.
- Appropriate policy for biodiversity and its effective implication is an imperative.
- Proper education, training and research for implementing conservation strategy so far recommended.
- Innovative solutions to reduce the threats to biodiversity should be promoted.
- Collection of adequate and appropriate information will help future studies find a solution to eliminate the threats.

7.0 Conclusion

We are an integral part of nature; our fate is tightly linked with biodiversity, the huge variety of other animals and plants, the places they live and their surrounding environments, all over the world. We rely on this diversity of life to provide us with the food, fuel, medicine and other essentials we simply cannot live without. Yet this rich diversity is being lost at a greatly accelerated rate because of human activities.

The think tanks and researchers around the world apprehend that the existence of human race is at stake; human being is, in fact, the most endangered life form on Earth. We are expediting this process of extinction by damaging the Mother Nature and destroying biodiversity. There is no doubt that biodiversity conservation is essential for human survival and natural processes made possible by the diversity of life underpin the economies of all nations. But these facts are often forgotten as big wigs of the country focus on narrow, short-term agendas. However, the global importance of biodiversity now is reflected in the widely

accepted target to achieve a significant reduction in the rate of loss of biodiversity by the year 2010.

But after the industrial revolution and subsequent globalization of the food system and its marketing, it is virtually impossible for people to change their life style; stop emitting fossil fuels, discard industrial products and halt urbanization. Again, to feed the ever increasing population we have to depend on High Breeds, High Yielding Varieties that require huge quantity of chemical fertilizers and pesticides.

We can blame nature's fury for the deaths in natural disasters. But whom should we blame for the deaths in man-induced disasters? We should bring into cognizance the fact that the regular accidents in hills are not mere accidents, as they fall in a totally different category. The hill cutters should be made to realize that such "accidental" death is tantamount to murder.

In this time of dicey we need real accounting to ensure that the value of biodiversity is recognized, real funding for nature conservation, and real protection for the most threatened and important places in Earth. Time has come for the government and policy makers to frame new strategies to protect biodiversity. Moreover, we need to adopt ecologically sustainable development, i.e. '... to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.'[10] Only sustainable development can enhance natural environment and social equity, and improve total quality of life. And it can be attained by using, conserving and enhancing our resources such a way so that ecological processes on which our life depends are maintained for a better and inhabitable world for us and the posterity.

Movement for conserving environment, therefore, should be aimed for the wellbeing of the human beings, all other living animals and plants, and to make a better world for our future generation. Year 2010 is our chance to prove that we do care about the biodiversity of the world and the existence of all life forms around us.

---

[10] Our Common Future, World Commission of Environment and Development, 1987.

References:

GoB (2002) A Compilation of Environmental Laws (October 2002). Department of Environment, Dhaka.

Akonda, Abdul Wahab, "Wildlife Conservation Management Plan". Final draft, 2006, CWBMP, DoE, Hakaluki Haor Site Office, Kulaura, Moulvibazar.

Bangladesh-Forests: Grasslands and Drylands- Country Profile. http://www.earthtrends.wri.org/text/forests/country profile viewed on 23 February 2010.

Chapman, A.D. (September 2005). "Numbers of Living Species in Australia and the World". Australian Biological Resources Study. http://www.environment.gov.au/ biodiversity/abrs/publications/other/ species-numbers/01-introduction.html

"Determing the genomic infrastructure of evolution and diversity through comparative genome analysis". National Institute of Informatics. (2009).

"Endangered Species List Expands to 16,000". http://www.news.nationalgeographic.com/news/2006/05/0502_060502_endangered.html viewed on 1February 2010.

Gibbon. en.wikipedia.org/wiki/gibbon viewed on 23 February 2010.

"Global Biodiversity Assessment". UNEP, 1995, Annex 6, Glossary.

GoB (2002) A Compilation of Environmental Laws (October 2002). Department of Environment, Dhaka.

Hassan, Rashid M.; Robert Scholes, Neville Ash (2006). "Ecosystems and human well-being: current state and trends : findings of the Condition and Trends". Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. Island Press. pp. 105.

Nishat, A.; Irfanullah, M. H.; IUCN (2005). "Plant Resources of Haor and Flood Plain".

Petra Osterberg (2006), The Endangered Hoolock Gibbon of Bangladesh.

S.L. Pimm, G.J. Russell, J.L. Gittleman and T.M. Brooks (1995). The Future of Biodiversity, Science 269: 347- 350.

UNEP-WCMC (2008). State of the worlds protected areas: an annual review of global conservation progress. UNEP-WCMW Cambridge. UK. http://www.unep-wcmc.org viewed on 5 March 2010.

Wilcox, Bruce A. (1984). In situ conservation of genetic resources: determinants of minimum area requirements. In National Parks, Conservation and Development, Proceedings of the World Congress on National Parks, J.A. McNeely and K.R. Miller, Smithsonian Institution Press, pp. 18-30.

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৫/No. 45
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/December 2007

Parliamentary Elections in Bangladesh
An Analysis

Muhammad Sayadur Rahman*

Abstract: *Elections to the legislature should serve as barometers of political mood of a nation in a parliamentary democracy. One of the imperative characteristic of representative democracy in which the right to exercise government power is gained by success in regular and competitive elections. By the elections voters exercise their freedom of choice freely. Without this guarantee, the elections may prove meaningless. Election is the most widely accepted basis for legitimate representation. All the essential elements of democracy are present in democratic election. Elections are means of making political preferences by voting. Political preferences in a democratic society are expressed through the institutional mechanism of periodic elections. Every political system, if it is to endure, must provide ways of expressing the political preferences of the people. In the case of Bangladesh, reveals that a number of parliamentary elections held in Bangladesh after independence and restoration of democracy. Any regimes even military could not stay power for a long time without holding elections; they rather sought their legitimacy through elections. Unfortunately, it is generally claimed and accepted that most of the elections in Bangladesh have not been free, fair and impartial. Complaints about election irregularities have often been made and even independent foreign observers have corroborated these charges. Military rulers in Bangladesh resorted to deliberate and planned machinations of registering electoral verdict through rigging and manipulation of elections time and again to attain a facade of legitimacy and to perpetuate their control over state power. This became a regular feature of Bangladesh politics during the regime of military rulers since 1975 till 1990. Whether under military or democratic regime, even though after restoration of parliamentary democracy in Bangladesh political government have failed to show its effective performance in holding free, fair and impartial elections to ensure people's sovereignty over the executive. In 1991 Bangladesh backed to the parliamentary form of government and tried to restore democratic political system and responsible government by holding free, fair and impartial elections with the introduction of caretaker model. Meanwhile, Bangladesh experienced with nine parliamentary elections and government, five of them after restoration of parliamentary democracy in the country. Elections in Bangladesh generally consist of four categories: referendum, presidential election, parliamentary election and local council elections. In this article an attempt has been made to analyse the nature of parliamentary democracy in Bangladesh by analyzing various parliamentary elections in Bangladesh.*

* Lecturer, Department of Public Administration, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1242.

Introduction:

The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote. (Schumpeter, 1976 p.269). Democracy thus means power of the people and it is now regarded as a form of government in which the people rule themselves either directly or indirectly through their representatives. There are two forms or ways of establishing democracy in the liberal democratic systems; one is presidential and the other is parliamentary system. In any classification and categorization of the forms of government liberal democracies are 'democratic' in the sense that government rests upon the consent of the governed. This implies a form of representative democracy in which the right to exercise government power is gained by success in regular and competitive elections. So, election is a process for representation of people's voice in state decision making through representatives. Election is the most widely accepted basis for legitimate representation (Friedrich, 1968 p.280). Elections are the central institution of democracy. All the essential elements of democracy are present in democratic election (Kirkpatrick, 1984 p.63). Elections are means of making political preferences by voting. Political preferences in a democratic society are expressed through the institutional mechanism of periodic elections. No government receives unqualified and indefinite support of the people over whom it asserts its jurisdiction. Every political system, if it is to endure, must provide ways of expressing the political preferences of the people (Enayetur Rahim, 1990 p.95). Robert Dahl says a democratic political system is one which is "completely or almost completely responsible to all its citizens" (Huntington, 1985 pp.253-279). Huntington also observed that democratic development depends on strong economy and efficient political institutions such as electoral system, political parties and bureaucracy (Huntington, 1985). A political system is defined as democratic to the extent that its most powerful collective decision-makers are selected through periodic elections in which candidates freely compete for votes and in which virtually all the adult population is eligible to vote (Huntington, 1985).

Like others emerging democratic state, a significant feature of the political culture of Bangladesh is the historical association of its people with, and their long participation in electoral politics. Although rarely held and mostly unfair when held, elections have proved significant watersheds or milestones in the political development of the nation. In

Introduction:

The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote. (Schumpeter, 1976 p.269). Democracy thus means power of the people and it is now regarded as a form of government in which the people rule themselves either directly or indirectly through their representatives. There are two forms or ways of establishing democracy in the liberal democratic systems; one is presidential and the other is parliamentary system. In any classification and categorization of the forms of government liberal democracies are 'democratic' in the sense that government rests upon the consent of the governed. This implies a form of representative democracy in which the right to exercise government power is gained by success in regular and competitive elections. So, election is a process for representation of people's voice in state decision making through representatives. Election is the most widely accepted basis for legitimate representation (Friedrich, 1968 p.280). Elections are the central institution of democracy. All the essential elements of democracy are present in democratic election (Kirkpatrick, 1984 p.63). Elections are means of making political preferences by voting. Political preferences in a democratic society are expressed through the institutional mechanism of periodic elections. No government receives unqualified and indefinite support of the people over whom it asserts its jurisdiction. Every political system, if it is to endure, must provide ways of expressing the political preferences of the people (Enayetur Rahim, 1990 p.95). Robert Dahl says a democratic political system is one which is "completely or almost completely responsible to all its citizens" (Huntington, 1985 pp.253-279). Huntington also observed that democratic development depends on strong economy and efficient political institutions such as electoral system, political parties and bureaucracy (Huntington, 1985). A political system is defined as democratic to the extent that its most powerful collective decision-makers are selected through periodic elections in which candidates freely compete for votes and in which virtually all the adult population is eligible to vote (Huntington, 1985).

Like others emerging democratic state, a significant feature of the political culture of Bangladesh is the historical association of its people with, and their long participation in electoral politics. Although rarely held and mostly unfair when held, elections have proved significant watersheds or milestones in the political development of the nation. In

Bangladesh, after its independence Bangladesh started to the journey with the introduction of Westminster type of parliamentary democracy. Though the inception of the political system of Bangladesh was a democratic form with the introduction of parliamentary form of democracy where election has taken place as the most vital method of legitimizing and democratizing the polity, but it was short live and like other developing nations, the practice of parliamentary democracy faced various constraining factors and the country was thrown under army rule and depredation of authoritarianism (Hasanuzzman, 1998 p.36). Political system of Bangladesh since 1975 till 1990 worked in an authoritarian environment and as such the country developed a political culture of non-democratic character. In 1991 Bangladesh backed to the parliamentary form of government and tried to restore democratic political system and responsible government by holding free, fair and impartial elections. Meanwhile, Bangladesh experienced with nine parliamentary elections and government, five of them after restoration of parliamentary democracy in the country. Elections in Bangladesh generally consist of four categories: referendum, presidential election, parliamentary election and local council elections. In this article an endeavour would be made to analyse the nature of parliamentary democracy in Bangladesh by analyzing various parliamentary elections in Bangladesh.

Parliamentary Elections in Bangladesh: A Historical Background

The people of Indian subcontinent familiar with the electoral systems during the British colonial period. This process went on incrementally beginning with the Government of India Act, 1861 through 1892, 1909, 1919 to Act, 1935 (Emajuddin *et.al.* 2007, p.70). Though the British administrator introduced electoral system and parliamentary democracy in 1935 at provincial level in the subcontinent but since the formation of Pakistan, the people of Bangladesh regarded the inherited parliamentary system as the only legitimate form of government even though they could not live under democratic system for any significant period of time. Since its inception, Pakistan developed a 'Viceregal system' (Khalid bin Sayeed, 1968 pp. 279-300). instead of a parliamentary one. From 1947 to 1953 the Muslim League dominated parliamentary politics in both the central and provincial legislature including East Bengal Legislative Assembly. The landslide election victory of Jukto Front in the Provincial Legislatur thereby ending the monopoly of the Muslim League at least in the eastern part of the country.

The provincial level attempt of parliamentary democracy could not be institutionalized due to the machinations of the central government of Pakistan. Even parliamentary form of government as introduced in the 1956 constitution of Pakistan on British model could not attain foothold and within a short span of time 'had sunk in the lowest depth of degradation by 1958' (Rashiduzzman, 1967 p.139.) making room for a martial law government. The Bengali people of Pakistan once again rolled their deep attachment for parliamentary democracy that was enshrined in the six-point programme of Awami League through their resolute mandate in 1970 elections. But they did not get democracy. Moreover, authoritarian trends were visible in Pakistani political system. Democratic behaves and practices tended to erode from political arena at the behest of politico-bureaucratic elites. Provinces were denied their autonomies at the altar of strong central administration. Consequently, people became aspirant as alternative for parliamentary democracy. Economic disparity between two wings of Pakistan bred anger and hatred to each other. Transfer of capital and establishment of industries in the west wing crippled economy of the east wing and made it an 'internal colony' (Rounaq Jahan, 1972) of the west wing Bengali people wanted remedy of this situation through parliamentary democracy. The peoples of East Pakistan found way to consolidate their position in the power structure of Pakistan through their unflinching support to six-point programme of Awami League which provided, inter alia, a parliamentary form of government with maximum autonomy for East Pakistan. The Bengali people's (majority population of Pakistan) mandate for a parliamentary democracy was epitomized in 1970 general elections to bring an end of authoritarian rule of Pakistani rulers to establish accountability and responsibility of government by bringing an end of authoritarian rule of Pakistani rulers. But it did not happen during the Pakistani government structure. Moreover, authoritarian attitude and actions by Pakistan's political executives prevented the nurture of a free election and parliamentary political culture. Absence of elections and democracy, among others, resulted in the emergence of Bangladesh as an independent state by a blood-spattered war in 1971 (Mannan, 2005 p.38).

Parliamentary Elections in Bangladesh:

After independence, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman-the main architect of Bangladesh liberation movement (later on called Father of the nation) returned to the country on January 10, 1972, and turned his attention to the formation of government and framing of a constitution for

the new born Bangladesh. It was easy for him to retain the presidential system of government and concentrate all powers in his hands. But instead of this, he introduced a full-fledged parliamentary form of government (Chakrabarti, 1978 p.221). The Bangladesh Constituent Assembly Order, which was promulgated on March 23, 1972, brought into existence a Constituent Assembly with 430 members who were earlier elected to the Pakistan National and Provincial Assembly. A 34 member Constitution Drafting Committee with Dr. Kamal Hossain as the chairman was set up on April 11, 1972. And finally, Bangladesh has got a Constitution which was adopted by the Constituent Assembly on November 4, 1972, and came into force on December 16, 1972. The constitution envisaged a Westminster type of parliamentary system reflecting the aspirations and wishes of the people. All the necessary preconditions of parliamentary systems of government were provided in the constitution (Mahiuddin, 2007 pp.17-28.). Thus a dream was brought into reality and the aspirations of the people who struggled to achieve such a democratic system during the days of united Pakistan were adhered to. Immediately after the constitution had come into force, Sheikh Mujib decided to seek fresh mandate from the people. Accordingly, election was held on March 7, 1973. The Awami League again secured massive majority, capturing 291 out of 300 seats. The hope for parliamentary democracy was generated by the constitution and the election. But unfortunately, Bangladesh switched over to one-party presidential system of monolithic character. The system, as designed, concentrated total power to the presidency held by Sheikh Mujibur Rahman. After independence in 1971, Bangladesh started its career with parliamentary democracy and continued its commitment to the Westminster system till 1975. Within three years of independence, Bangladesh became a one-party state in early 1975 (January 25, 1975) with complete authoritarian character which proved Rupert Emerson's thesis that new states starting with parliamentary democracy soon lost their way and settled back into authoritarian or dictatorial regimes (Emerson, 1960 p. 273). As a result, parliamentary democracy was not workable due to a number of impeding factors like inability on the part of political leadership in institutionalizing the party system, factionalism within politics and administration, non existence of any official opposition within the legislature, presence of multi-furious socio-economic and political crises (Hasanuzzman, 1999 pp.55-62). The constitutional arrangement of totalitarian control was soon replaced (August 15, 1975) by an army coup spearheaded by a few discontented

army officers. The army putsch assassinated Sheikh Mujib and his family members, overthrew the government and installed a military dominated civilian regime. Military rulers in Bangladesh continued to dominate the politics for three-fourth of the period since independence in 1971- six years under General Ziaur Rahman (1975-1981) and nine years under General Ershad (1982-1990). The authoritarian character of Bangladesh political system was later modified, revised and extended to the convenience of military rulers. Ziaur Rahman attempted to give his military regime a semblance of civilian rule, what the political analysts called 'civilianization' (Craig Baxter and Syedur Rahman, 1982 pp. 254-255) through the development of civilian institutions particularly a political party - Bangladesh Nationalist Party (BNP) in late 1978 - to articulate people's support for his policies. The military rulers used to rig and manipulate elections to attain legitimacy to their regimes. Election as a method of expressing people's mandate lost its virginity to the machinations of military rulers. After two successive electoral exercises (referendum in 1977 and presidential election in 1978) Zia attempted, as further step to resolve the legitimacy crisis and civilianize his military rule, by a parliamentary election in February 1979. The reason of parliamentary election 1979 was seeking legislative approval for Zia's military actions so far undertaken for state governance. The 1979 parliamentary election was also intended to give a legal cover and constitutional confirmation to the dictatorship through parliamentary ornament. 29 political parties and 2125 candidates contested for 300 seats in this election. Zia's self-made political platform - Bangladesh Nationalist Party (BNP) won in the election more than two-thirds of the seats (207 out of the 300 seats) of Bangladesh's unicameral legislature. In fact the election, it is believed, was rigged in favour of BNP candidates: Corrupt and irregular practices had been perpetrated by BNP candidates, their supporters and polling agents and assigned government officials when things turned difficult for the ruling party candidates. Electoral voice was turned by manipulation in favour of BNP candidates. Opposition leaders alleged that the rigging of the elections was a pre-planned affair and the ruling party had already decided much ahead of the polls as to the number of opposition members it wanted to have in the parliament (Dainik Sangbad, February 21, 1979). This parliamentary election had been under the presidential system. The process through which Zia endeavoured to obtain his personal as well as institutional legitimacy suffered a slow down when second martial law was promulgated and General Ershad took over on March 24, 1982. There

was a short civilian government of ten months, after the assassination of Ziaur Rahman on May 30, 1981, headed by President Sattar who was forced to "hand over power at gunpoint" Ershad resorted to follow the same process, as his military predecessor Ziaur Rahman did, to return to civilian rule. He started his returning to electoral politics through seeking referendum which proved 'meaningless' as observers claimed. The voter turn out was not more than 15-20 percent (Bertocci, 1986 p. 229) against 72 percent as claimed by the government controlled election commission. The regime's claim of 94 percent voters' support to Ershad's regime in the plebiscite testified how ridiculously Ershad started to manipulate electoral verdict to complete the ritual of political legitimisation. Ershad's repeated attempt of electoral practices-Upazilla elections in 1985 (local government district), Parliamentary and Presidential elections in 1986 and another Parliamentary elections in 1988 - proved instrumental in destroying the acceptability of election to obtain people's mandate. In every stage Ershad implemented the blueprint of farcical election. The practice of rigging and tampering of votes, and hijacking of ballot boxes which featured in the Upazilla elections recurred in massive and wide scale in the parliamentary polls of May 7, 1986. The turnouts, contrary to official reports, have been estimated by the local press varying between 10 and 30 percent, the lowest in the political history of the country. Ershad's party men coerced the voters to vote for their candidates captured polling booths or conveniently lost entire ballot boxes in hostile centres. The oppositions termed the election results again as 'fraudulent'. The opposition, in the country, accused the government of 'vote piracy' through ' media coup'. Thus right of people to vote freely, fairly, fearlessly and judiciously was undermined by the coercion and terrorism perpetuated by the ruling party. The mainstream oppositions boycotted the election. They criticised the election as a farce and claimed that the voter turn out was less than 3 percent (S. S. Islam, 1987 p. 118). The overt practice of 'managing' votes in support of the regime as well as to elect facade legislature devoid of electoral support proved futile when Ershad had to dissolve the parliament on December 6, 1987 and to try for another electoral attempt to elect a new parliament. The major opposition parties and alliances did not participate in the elections on March 3, 1988 to elect a new legislative body, as they were convinced that fair elections were impossible under the regime. The ruling Jatiya Party (JP) won almost all the seats (251 of 300 seats and 68.44 percent of votes) with the claim of the Election Commission that the voter turn out was 52.48 percent while the oppositions were reluctant to believe that more than 1 percent of the

voters exercised their rights. People neither participated nor accepted the electoral process under the military regime. The electoral process lost confidence of the voters. The opposition parties accused the government of various electoral irregularities and misdeeds, and thus, the military regime relegated electoral practices to shamble to elect a 'tame parliament' (A. Hakim, 1991, p. 188). Through out his nine years of military rule Ershad proved his best ability to manipulate the democratic process through rigged elections by stuffing ballot boxes, intimidation of voters, casting of false votes and lastly to 'vote piracy' by 'media coup'. As a result, the anti-autocracy movement of the oppositions and mass upsurge of 1990 paved the way for reestablishing fair election and parliamentary democratic set up in the country in 1991.

Table -1 : A Profile of First Four Parliamentary Elections (Under Quasi-Democracy and Military Rules)

Events	1st Parliament	2nd Parliament	3rd Parliament	4th Parliament
Date of Election	March 7, 1973	Feb, 18, 1979	May 7, 1986	March 3, 1988
No of Contesting Parties	14	29	28	08
Total No of Candidates	1091	2125	1527	977
No of Independent Candidates	120	422	453	214
No. of Voters	3,52,05,642	3,83,63,858	4,78,76,979	4,98,63,829
No of Casting Votes	1,93,29,683	1,96,76,128	2,88,73,540	2,61,69,071
% of Casting Votes	55.61	50.24	60.31	54.93
Winning Party No of Seats Won No of Votes Won % of Votes Won	AL 293 1,37,93,717 73.16	BNP 207 79,34,236 41.17	JP 153 1,20,79,259 42.34	JP 251 1,76,80,133 68.44
2nd Largest Party No of Seats Won No of Votes Won % of Votes Won	Independent 5 9,89,884 5.26	AL 39 47,34,277 24.56	AL 76 74,62,157 26.16	COP 19 32,63,340 12.63
No of Parties Winning at least One Seat % of Partics that failed to Win Any Seats	3 78.57	11 62.67	11 60.71	4 50.00
Independent Won No of Votes Won % Of Votes Won	5 9,89,884 5.25	16 19,63,345 10.19	32 46,19,025 16.19	25 34,87,457 13.50

Source: Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka: UPL, 1993, Pp.43-44.

After 90's, Restoration of Parliamentary Democracy and Elections in Bangladesh: A Care-taker Model

Since assumption of state power General Ershad faced continuous and sometimes severe movements organized by the opposition parties and alliances. But it shaped a final phase in 1990. After a mass movement in 1990 the mainstream opposition alliances and parties issued a joint

declaration that Ershad should resign and hand over power to a care-taker government for holding a free and fair parliamentary election within three months. The three alliances determined not to participate in any election under the present government of President Ershad. They have decided not only to boycott the elections under the present regime but also to resist all elections under President Ershad. Lastly, Ershad resigned and appointed Shahabuddin Ahmed, the Chief Justice of the Supreme Court as the Vice-President (consensus of all political parties), and handed over power to him as the Acting President. Chief Justice Shahabuddin Ahmed formed a care -taker government and holds the election of Parliament on February 27, 1991. The election was generally hailed as 'the most free and fair' not only by local observers but foreign observers too were unanimous about it (The Daily Star, April 1, April 24, 1991). This election generated unexpected enthusiasm among the voters. The caretaker government was not a party to the election; as such by fairness and neutrality the government could create trust among the voters. The voters exercised their voting rights in the election, unlike the all past elections, in an unfettered way to sense a 'revival of democracy'. The election was contested and participated fully and freely by all political parties and alliances. 75 political parties and 2,787 candidates contested in this election. Bangladesh Nationalist Party (BNP) emerged victorious with single majority (140 seats of 300) in the parliament. AL was relegated to the second position with a tally of 88. BNP with the support of Jamat-e-Islami (18 seats) best known for anti-liberation plank-formed the government to establish 'sovereign parliament'. Cabinet formed by the leadership of Khaleda Zia as Prime Minister. Fifth legislature formed. It held a total of 22 sessions and during its 400 working days passed 172 laws. The political parties in the Jatiya Sangsad (Parliament) in their post-election maneuver rose to the occasion unanimously to honour their pledge made in the joint declaration which though did not "bear any constitutional validity" but had "sufficient political significance" amendment to the constitution of Bangladesh to switch over from presidential to parliamentary form of government which was ratified by a nation-wide referendum on September 15, 1991 (http://www.sai.uni-heidelberg.de/SAPOL/HPSACP.htm). Within one year of the elections, the Awami League and six other opposition parties moved a no-confidence motion in parliament against the ruling BNP. On the other hand, the leader of the house would frequently remain absent from attending parliamentary sessions. This encouraged the leader of the opposition too to ignore parliament. As a result, parliament failed to be an appropriate

forum for discussion of national issues as well as a training platform of democratic norms. The ruling party made the parliament more a place for pushing through ordinances rather than making it a legislative house for the nation. Due to the absence of institutional compromise, conflict between AL and the ruling BNP eventually appeared soon on the issue of by-election. Opposition alleged rigging of votes by the ruling party in Magura by-elections held on March 20, 1994. The government failed to maintain neutrality and to attain trustworthiness for restoring vote rigging in the by-elections in Mirpur and Magura.

BNP Government adopted same method of polluting electoral process of the country as the military dictators did in the recent past. As a result, the oppositions demanded the resignation of the ruling party and the formation of a neutral care-taker interim government to hold the next parliamentary elections. The demand was backed by the widespread belief that it was not possible to hold free and fair election under a partisan government. The uncompromising stands of both the ruling party and the opposition resulted in the boycott of parliament by the oppositions. Since the first quarter of 1994, the oppositions kept themselves out of parliament, throwing the country into a deep political crisis. In December of the same year, all the opposition members (149 MPs) resigned from the parliament. As such the parliament became dysfunctional because of the absence of opposition participation. In this milieu, the fifth parliament was dissolved prematurely on November 24, 2005 (http://www.sai.uni-heidelberg.de/SAPOL/HPSACP.htm). Alternatively, the ruling BNP government held the parliamentary election on February, 1996 without the participation of major opposition parties. The February election reinforced opposition's demand of care-taker government. With rising pressure from all quarters of society, the government in the first session of the new parliament passed the 13th amendment bill to the constitution on March 26, 1996 incorporating the provisions of care-taker government, resigned on March 30, 1996 and the President formed a care-taker government with former Chief Justice Muhammed Habibur Rahman as Chief Adviser on the same day to hold the next general election. A free and fair election was held on June 12, 1996. 81 political parties and alliances contested in the election and voters participated enthusiastically, peacefully and fearlessly in the elections. The voters turn out registered a new record of 74.81 percent including 40 percent female votes. The caretaker government successfully conducted a free and fair election with unanimous appreciation from international observers.

Bangladesh Awami League won in the election bagging 146 seats while Bangladesh Nationalist Party-BNP-appeared as strong opposition with 116 seats. Awami League, in understanding with Jatiya Party, formed the government and termed it as the government of national consensus after 21 years. The new government with Sheikh Hasina as the Prime Minister took over on June 23, 1996. We observed some change in the seventh parliament. Parliamentary Standing Committees are being chaired, instead of concerned minister, by members of parliament along with this; question-hours of the Prime Minister to answer the queries of the members of the parliament on fixed days during parliament session have tended to ensure transparency and accountability of the government to the parliament. For the first time in the country's parliamentary history this parliament provided a numerically strong opposition in the House and fulfilled its tenure. This parliament enacted 189 laws by holding 23 sessions during its 382 working days. At one stage, BNP boycotted the parliament and launched anti-government movement on various issues and finally demanded resignation of the government. But disregarding all such demands from the opposition, AL handed over the state power on July 15, 2001 after completing its five years' tenure. Another caretaker government headed by Justice Latifur Rahman took over power and held the 8th Jatiya Sangsad election on October 1, 2001. In this election, 50 political parties and 1,935 candidates including 486 independent candidates contested for 300 general seats of Parliament.74.5% voters cast their votes to elect the 8th parliament of Bangladesh. BNP led four-party alliance secured two-third majority in the parliament. BNP won a massive victory sweeping 193 seats while 216 seats along with its allies. AL worked as opposition securing 62 seats in the parliament though the leader of AL termed the election "rigged under the blue print jointly prepared by the BNP led alliance, caretaker government and the election commission" (Bangladesh Observer, October 4, 2001). However, the first session of 8th parliament commenced on October 28, 2001. AL boycott the first session but joined in the second session. It held a total of 23 sessions and during its 373 working days passed 185 laws. The special character of this parliament was; dominated by the ruling party. Opposition was very weak. As a result, opposition did not able to perform their role as like a watchdog of democracy in the parliament. Opposition posed their demand in the street rather than parliament. We observed the same hortal culture in Bangladesh again and dysfunctional parliament. In this circumstance, eighth parliament dissolved on October 28, 2006 after ending its full five years tenure. The BNP government in its ending days

encountered the opposition political movements in truly cruel ways. It seemed that it was not a democracy at all. It was rather a monarchy. In the same way, opposition played authoritarianism in their political strategy and course of action in political movements. The opposition did not have substantive support of the people. In fact, the people lost faith in both the parties and the political system (Mushrafi and Rahman, 2009 p.179). Democracy of Bangladesh graved with a critical crisis and intolerance, lack of consensus observed among the political parties in regarding care-taker government. Notwithstanding the tiny shortcomings, the adhoc institution of caretaker government has taken shape and has attained constitutional sanction as a new concept as well as a new model in Bangladesh but it did not institutionalized during 1991-2006. Meanwhile, as mandated under Bangladesh's constitution, a caretaker government headed by the existing president Iajuddin Ahmed came to power in October 2006 when the five-year tenure of the Bangladesh National Party-led government concluded. The caretaker government then had 90 days to hold free and fair elections, and Bangladesh's Election Commission designated January 22 as the election date. However, an increasing and serious number of electoral irregularities since 2005 raised suspicions about the neutrality of the Election Commission and cast increasing doubt about the legitimacy of the pending elections. In early January 2007, the Awami League-led fourteen party alliance announced it would boycott the elections, claiming that free and fair elections would not be possible. The Election Commission published a voter list rife with inaccuracies and ignored a ruling by the Bangladesh High Court to repair the list. The Commission also ruled Hussain Muhammad Ershad, a major ally of Sheikh Hasina's Awami League, ineligible to participate in the election. Most observers credit these two events with triggering the Awami League-led boycott. Following the pullout of the Awami League alliance, international election monitoring missions cancelled their observation programs and the United Nations withdrew its electoral support (The Daily Star, January 2, 2007). In early January, in a surprising turn of events, the head of Bangladesh's caretaker government, Iajuddin Ahmed, stepped down under military pressure. As he did so, he declared a state of emergency, suspended civil liberties, and indefinitely postponed Bangladesh's elections, which had been scheduled for January 22, 2007. Fakhruddin Ahmed replaced him as head of the caretaker government. Most of these events have taken place with relatively little attention from the international community. The head of the caretaker government, Fakhruddin Ahmed, has promised to get tough on corruption and violence

and to hold free and fair elections as soon as possible. His claims notwithstanding, most observers doubt that elections will happen any time soon because the stated pre-conditions for rescheduling elections are difficult to attain. Among them: a restructured Election Commission; a clear and accurate voter registration list; and most problematic, the promulgation of a voter registration card process. Since Fakhruddin Ahmed took over, tens of thousands have been arrested and several dozen people have died. Many political leaders and ministers have been detained in a much-lauded "anti-corruption" campaign. The developments that have unfolded during this crisis likely will have numerous consequences for the future of Bangladesh's democracy and political fabric. The two mainstream political parties, the Bangladesh National Party and the Awami League, faced a critical challenge under the sustained efforts to arrest political party activists and minus two formula. While the public appears to support the military backed care-taker government but it did not last long. Roundtable participants laid out several benchmarks to establish Bangladesh's course back to a democratically elected government, specifically: Lift the state of emergency and re-establish civil liberties. These steps need to take place notwithstanding any public support the current military-backed government enjoys. At last, army backed care-taker government express their deep intension to hold a parliamentary election within the timeframe of December 2008. In the meantime, this government introduced a large scale of reforms initiatives in political process. According to the declaration 9th parliamentary election held on December 29, 2008. 32 registered political parties and 1538 candidates including 141 independent candidates participated in the election. Voter turnout was 85.26%. Al led grand alliance won in the election (see the detail result as following table) and formed the government. This parliament started its journey on January 25, 2009. Meanwhile, it has completed one year of its journey without participation of opposition.

Table - 2: Summary of the 9th Bangladeshi Jatiyo Sangshad (parliament) election-2008

Alliance	Party	Votes	%	Seats	Change
Grand Alliance	Bangladesh Awami League	33,887,451	49.0%	230	+168
	Jatiya Party	4,867,377	7.0%	27	+16
	Jatiyo Samajtantrik Dal	429,773	0.6%	3	+2
	Workers Party of Bangladesh	214,440	0.3%	2	+1
	Liberal Democratic Party	161,372	0.2%	1	±0
Four Party Alliance	Bangladesh Nationalist Party	22,963,836	33.2%	30	−163
	Jamaat-e-Islami Bangladesh	3,186,384	4.6%	2	−15
	Bangladesh Jatiya Party-BJP	95,158	0.1%	1	−4
Independents and others		3,366,858	4.9%	4	−2
Total		69,172,649	99.99%	300	

Source: Electoral Commission of Bangladesh seat-wise tally Election commission homepage

Table-3: A Summary of Five Parliamentary Elections (After Restoration of Parliamentary Democracy)

Events	5th Parliament	6nd Parliament	7th Parliament	8th Parliament	9th Parliament
Date of Election	Feb, 27, 1991	Feb, 15, 1996	June 12, 1996	Oct, 01, 2001	Dec, 29, 2008
No of Contesting Parties	75	**	81	50	32(Registered)
Total No of Candidates	2,787	–	2,5,74	1,935	1,538
No of Independent Candidates	424	–	281	486	141
No. of Voters	6,20,81,793	–	5,67,16,936	7,52,26,722	8,11,30,973
No of Casting Votes	3,41,03,777	–	4,24,18,262	5,58,37,974	6,91,72,649
% of Casting Votes	55.35	–	74.81	74.5	85.26
Winning Party No of Seats Won No of Votes Won % of Votes Won	BNP 140 1,05,07,549 30.81	–	AL 146 1,58,82,790 37.44	BNP+ Alliance 193 2,27,17,548 40.86	AL+ Alliance 230 3,38,87,451 49.02
2nd Largest Party No of Seats Won No of Votes Won % of Votes Won	AL 88 1,02,59,866 30.08	–	BNP 116 1,42,55,92 33.61	AL 62 2,23,60,194 40.21	BNP 30 2,29,63,836 33.02
3rd Largest Party No of Seats Won No of Votes Won % of Votes Won	JP 35 40,63,537 11.92	–	JP 32 69,54,981 16.4	JI 17 23,85,907 4.29	JP 27 48,67,377 7.00
4th Largest Party No of Seats Won No of Votes Won % of Votes Won	JI 18 41,36,661 12.13	–	JI 03 36,53,013 8.61	JP 14 40,37,992 7.26	JI 02 31,86,384 4.06
Independent & Others Party No of Seats Won No of Votes Won % of Votes Won	– 19 51,36,164 15.06	–	– 03 16,71,496 3.94	– 10 43,46,333 7.38	– 11 42,67,601 6.01

Source: Compiled by the author from The Results of Bangladesh Election Commission.
** Data of February Election not compiled because of controversial election.

Concluding Remarks:

Elections to the legislature should serve as barometers of political mood of a nation in a parliamentary democracy. It is through these elections that changes in government, or policy, may take place. By the elections voters exercise their freedom of choice freely. Without this guarantee, the elections may prove meaningless (Enayetur Rahim, 1990 p.105). In the case of Bangladesh, from the above analysis reveals that a number of parliamentary elections held in Bangladesh after independence and restoration of democracy. Any regimes even military could not stay power for a long time without holding elections; they rather sought their legitimacy through elections. Unfortunately, it is generally accepted that most of the elections in Bangladesh have not been free, fair and impartial. Complaints about election irregularities have often been made and even independent foreign observers have corroborated these charges. Military rulers in Bangladesh resorted to deliberate and planned machinations of registering electoral verdict through rigging and manipulation of elections time and again to attain a facade of legitimacy and to perpetuate their control over state power. This became a regular feature of Bangladesh politics during the regime of military rulers since the fall of Sheikh Mujib in August 1975.

Whether under military or democratic regime, even though after restoration of parliamentary democracy in Bangladesh political government have failed to show its effective performance in holding free, fair and impartial elections to ensure people's sovereignty over the executive. If we see our experience in Bangladesh, where the vast majority of the people are desperately poor and have low level of literacy, thus are vulnerable to all forms of manipulation. At the same time, people want peace and justice, and have rightly indicated which party can deliver. For instance, the people had voted for Awami League in 1970, which was promoting six-point, essentially to earn full economic autonomy and emancipation. In 2001 BNP got 2/3rd majority in the parliament but did not perform well leading to 1/11. This time in 2008 people gave AL 2/3rd majority, again seeking justice. In both cases, 2/3rd majority did not perhaps indicate popularity or competence of the BNP or AL, it indicated people's degree of frustration with the previous government and its strong desire for justice. And the 2/3rd majority do not reflect 2/3rd votes in favor of the government taking over power. This

is perhaps the phenomenon of immaturity of the voters and lack of parliamentary culture. Therefore, elections in Bangladesh, in most cases, have been used as an aura of legitimacy instead of making room for people choices. But one thing is notable that parliamentary election has reached in a stage for promoting democracy in last two parliamentary elections but parliamentary democratic culture has yet been developed in the polity. To assume parliamentary democracy in Bangladesh it will take more time as thus Britain took three centuries.

References:

Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London: George Allen & Unwin Ltd, 1976, p.269

Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy, New Delhi: Oxford and IBH Publishing Company, 1968, p.280.

Jeane J. Kirkpatrick, "Democratic Elections and Democratic Government", World Affairs, Volume 147, No.2 (Fall), 1984, p.63.

Enayetur Rahim, "Electoral Politics in Bangladesh", in the Rafiuddin ahmed (ed), Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh, New Delhi: South Asian Publishers, 1990, p.95.

Samuel P. Huntington, "Will More Countries Become Democratic?", in the S.P. Huntington and Joseph S. Nye, Jr, (eds), Global Dilemmas, Harvard: Center for International Affairs, Harvard University Press, 1985, Pp.253-279.

Al Masud Hasanueeman, Role of Opposition in Bangladesh Politics, Dhaka: UPL, 1998, p.36

Emajuddin Ahamed and Harun-or-Rashid (eds), State and Culture, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2007, p.70.

Khalid bin Sayeed, Pakistan: The Formative Phase 1857-1948, Oxford University Press, 1968, Pp. 279-300.

M. Rashiduzzman, Pakistan: A Study of Government and Politics, Dacca: The Universal Press, 1967, p.139.

For comprehensive understanding of 'internal colony' see Rounaq Jahan, Pakistan: failure in national integration, Columbia University Press, 1972.

Md. Abdul Mannan, Elections and Democracy in Bangladesh, Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2005, p.38.

S. R. Chakrabarti, The Evolution of Politics in Bangladesh, New Delhi: Associated Publishing House, 1978, p.221.

K. M. Mahiuddin, 'Working of Parliament in Bangladesh: The Case of Eighth Jatiya Sangsad', in the Asian Studies, Journal of the Department of Government and Politics, JU.No.26, June 2007, Pp.17-28.

Rupert Emerson, From Empire to Nation, Cambridge: Harvard University Press, 1960, p. 273.

Al Masud Hasanuzzman, 'jatiya Sangsads (Legislature) in Bangladesh: An Overview,' in the Asian Studies, Journal of the Department of Government and Politics, JU.No.18, June 1999, Pp.55-62.

Craig Baxter and Syedur Rahman, "Bangladesh Military: Political Institutionalisation and Economic Development," Journal of Asian and African Studies (Holland), vol. xxvi, no. 1-2, 1991, Pp. 50-51; see also Talukder Maniruzzaman, "Ziaur Rahman and Bangladesh," in his Group Interests and Political Changes: Studies of Pakistan and Bangladesh, South Asian Publishers, 1982, Pp. 254-255.

The Sangbad (Bengali Daily), February 21, 1979; see also Muhammad Muhabbat Khan and Habib Mohammad Zafrullah, "The 1979 Parliamentary Elections in Bangladesh," in Emajuddin Ahmed (ed.) Bangladesh Politics, Centre for Social Studies, 1980, p. 135.

Peter J. Bertocci, "Bangladesh in 1985: Resolute Against the Storms," Asian Survey, vol. 26, no. 2, February 1986 p. 229

S. S. Islam, "Bangladesh in 1986: Entering a New Phase," Asian Survey, vol. 27, no. 2. February 27, 1987, p. 118.

Muhammad A. HAKIM, "Legitimacy Crisis and United Opposition: The Fall of Ershad Regime in Bangladesh," South Asia Journal (New Delhi), vol. 5, no. 2, October-December 1991, p. 188.

See The Daily Star, April 1, April 24, 1991.

http://www.sai.uni-heidelberg.de/SAPOL/HPSACP.htm.

See Bangladesh Observer, October 4, 2001.

Mokhdum-E-Mulk Mushrafi and Hasibur Rahman (eds), Bangladesh Politics and Governance, Dhaka: Mowla Brothers, 2009, p.179.

See The Daily Star, January 2, 2007.

Enayetur Rahim, 'Electoral Politics in Bangladesh', in the Rafiuddin ahmed (ed), Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh, New Delhi: South Asian Publishers, 1990, p.105.

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoceky
সংখ্যা: ৪৫/No. 45
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/December 2007

Organizational Culture and HRM Implication on Organizational Performance: A Conceptual Analysis with Empirical Cases

Md. Zohurul Islam[1]

Abstract: *Organisational culture reflects the characteristics of an organisation and an employee as an individual. Both organisation and individual have a positive role on organisational performance. This study has identified the linkage between organisational culture and Human Resource Management (HRM). Various forms of HRM practices such as knowledge-sharing, trust, common rule, team-building, coordination and communication, equal treatment, mission and vision are part of organisation culture; and through better understanding of HRM and its practices one may easily understand the culture that prevails over an organiation.*

Introduction:

Organisational culture has received much attention in the last two decades due to its potential impact on organisational success. Many research works have been conducted on it and consultants have cited the concept of organisational culture, and how values, beliefs and philosophy guide employees' behaviour within the organisation towards better performance for the organisation (Rashid A., et al. 2003). However, the term 'culture' and 'organisation' were used in combination; the term 'culture' had been defined in various ways, particularly by the anthropologists. But the culture of an organisation or a firm is a customary and traditional way of thinking that could be shared among its members. The culture of an organisation refers to the norms, values, beliefs, and way of behaving that combine a group and individuals to make the organisation successful (Brown A., 1998).

Effective HRM practices are the prerequisites to make an organisation successful. HRM functions are concerned with organizational profit and overall effectiveness. In brief, HRM practices play a major role in ensuring organisational survival and prosperity. Pfeffer (1998, Delaney and Huselid, 1996) identified a bundle of HRM practices that have a link

[1] Assistant Director, BPATC, Savar, Dhaka

with performance or outcome. In fact, the role of HRM is to make an organisation effective by some means that include helping organisation towards achieving its goal and enhancing ability of the workforce. It opens avenues to motivate employees through training and fulfilling employees satisfaction by means of self actualization, maintaining quality of work life, communicating HRM policy to all employees and so on (Ivancevich, 2001).

Jackson and Schuler (1995) reviewed that HRM and organizational culture are not separate; they are integrated with internal (technology, size, structure, and strategy) and external (labor market, unionization, national culture) factors. Both internal and external factors have to be considered in order to understand HRM in a better way.

2.0 Objectives

The objective of this study is to identify the theoretical issues surrounding organisational culture and human resource management. The specific objective of this study is to identify the positive linkage between organisational culture and HRM implications on organisational performance.

3.0 Conceptual Framework

3.1 Definition of Organisational Culture

In the above description, an overview has been provided about culture and organisational culture. It has been widely agreed that organisational culture refers to a system of shared meanings held by the members and differs from organisation to organisation. According to Stephen Robbins (2003), organisational culture has seven characteristics that, in aggregate, capture the essence of an organisation.

i) Innovation and risk taking: The degree to which employees are encouraged to be innovative and risk driven.

ii) Attention to detail: The degree to which employees are expected to exhibit precision, analysis, and attention to details.

iii) Outcome orientation: The degree to which management focuses on results or outcomes rather than on the techniques and processes used to achieve outcomes.

iv) People orientation: The degree to which management decisions are

taken into consideration of the effect of outcomes on people within the organisation.

v) Team orientation: The degree to which work activities are organised around teams rather than individuals.

vi) Aggressiveness: The degree to which people are aggressive and competitive rather than easygoing.

vii) Stability: The degree to which organisational activities emphasise on maintaining the status quo in contrast to growth.

By evaluating the above seven characteristics a composite picture of organisational culture is noticed . However, this picture also shows of the shared understanding among members of the organisation.

According to Scholz, "corporate culture is the implicit, invisible, intrinsic and informal consciousness of the organisation which guides the behavior of the individuals and shapes their behavior as well (Rashid A., et al., 2003)." According to Schein, culture is a pattern of basic assumptions-invented, discovered or developed by a given group. It guides the group how to cope with the problems of external adaptation and internal integration.. Therefore, it is to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel (Siengthai S., 2007)."

Analyzing the above definitions of culture, it is, therefore, understood that there is a fundamental distinction among the definitions. However, to have a clear understanding about what culture is, the following figure is of great importance.

Figure-1: Classifying Definitions of Organisational Culture

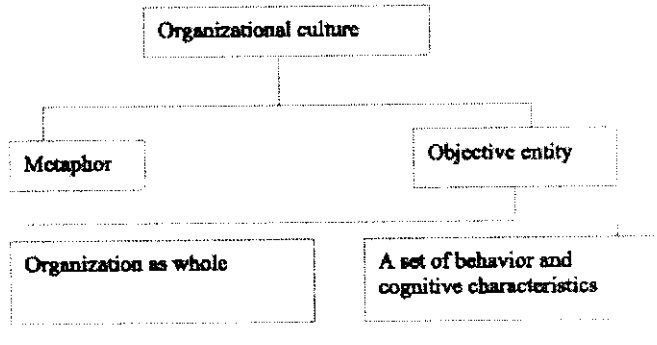

Source: Andrew Brown (1998), 'Organisational Culture'

3.2 Types of Organisational Culture

Cultural values are of great importance for an organisation. Executives or top managers consider values as company's external environment as well as the company's strategies, goals and objectives. According to research studies there are four categories of culture. These categories may be illustrated in the following manner;

Adaptability culture: It requires quick response and high-risk decision making. Here, managers encourage those values that support company's ability to detect new behavioural responses. Nevertheless, employees have autonomy to take decisions and act freely to meet new needs. According to this pattern, customer's demand is highly valued. The best example is a fashion firm, cosmetic company and also electronic company.

Achievement culture: This culture is concerned for serving specific customers in the external environment that needs flexibility and change in particular.

Clan culture: This type of culture has an internal focus on the involvement and participation of employees to rapidly meet changing needs of the environment. This culture places high value to the employees. According to this culture, an organisation is characterized as a caring, family-like institute. Managers emphasise on values like cooperation as highly important for both employees and customers, and try to avoid status differences.

Figure-2: Types of Organisational Culture

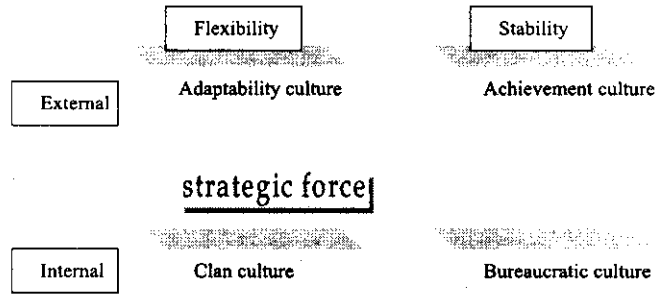

Source: Richard L. Daft (2003), Management

Bureaucratic culture: This is the final category of organisational culture. The bureaucratic culture is found in public sector organisations. But this culture is more or less nurtured in every public or private organisation. The organisation which practices bureaucratic culture is very much rule oriented and rigid in nature.

As a matter of fact, organisational performance depends on its culture. It has been agreed by the researchers that clan organization is the best to bringing success for an organisation as well as meeting employees' satisfaction. But still today, public sector organisations continue to emphasise more on bureaucratic or hierarchical organisational culture.

3.3 Environment and Culture

Over the years, business has undergone tremendous changes. These changes could be understood by external and internal factors. External and internal factors can be described as follows:

External organisational environment: External factors include elements that exist outside the boundary of the organisation and have the potential to affect the organisation. The external environment includes competitors, resources, technology, and economic conditions that influence greatly on the effectiveness of an organisation. External environment can be conceptualised as both general and task environments. General environment includes social, demographic, and economic factors that influence every organisation. On the other hand, task environment includes those elements required to conduct day-to-day transactions within the organsation and directly influences its operations and performance as well. It considers competitors, suppliers and customers (Draft L., 2003).

Internal environment: Organisation has also an internal environment. It includes all the elements within the organisation's boundaries.

In fact, organisational performance is influenced by both internal and external factors. In the competitive world these factors need to be considered by the employers to bring organisation's success.

Assumptions, values, and beliefs are also elements of organisational culture. Assumptions represent the deepest part of organisational culture because they are invisible and often taken for granted. These elements, whether visible or invisible, are essential for better performance of an organisation.

3.5 Functions of culture

Within the organization, culture plays significant functions. Firstly, it has a boundary defining role that creates distinctions between one organisation to the other. Secondly, it conveys a sense of identity for members of an organisation. Thirdly, culture facilitates the generation of commitment to something larger than self interest. Fourthly, it enhances the stability of the social system. This social system provides appropriate standard for the employees. Finally, culture serves as a sense making and control mechanism and guides and shapes the attitudes and behavior of the employees (Robbins S., 2003). Culture is a supportive element for the employees to associate with organisational commitment. Organisation culture can make the employees efficient and increase their work life (Sue B., 2004).

3.6 Forms of organisational culture

Culture is derived from the philosophy of organisation's founder. The sustainability of culture is depended on how employees are socialised. Nevertheless, culture within the organisation also depends on top management and selection criteria for new employees. From the given figure it would be easily understood how culture is formed within the organisation.

Figure-3: Socialisation Model

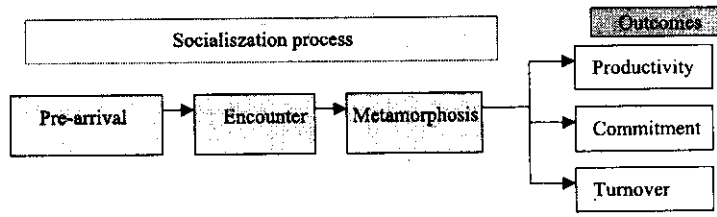

Source: Robbins P. Stephen, (2003), organizational Behavior, pp 533-675.

Figure-3 shows that successful metamorphosis has a positive impact on a new employee's productivity and his/her commitment towards organisation reduces the possibility to leave the organisation. It has a long term impact on organisational sustainability. On the other hand, figure 5 shows how employees are to be socialised. It depends on the tasks of top management. It is the duty and role of top manager to socialise new employees. This process encompasses recruitment, selection and

orientation with the organisation to familiarise the new employees with organisation culture.

Figure-4: Formation of Culture

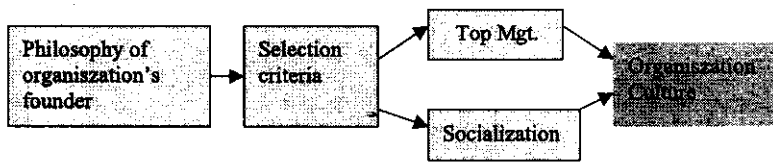

Source: Robbins P. Stephen, (2003), organizational Behavior, pp 535-675.

4.0 Methodology

This study is based on secondary source of data, and has considered some cases to understand the organsation culture and human resource management implications on organisational performance. Besides, this study has consulted various books, journals and websites. Three empirical cases have critically been analysed on the basis of conceptual orientation to find out the impacts of organisational culture and human resource management on organisational performance.

5.0 Theoretical cases analysis: Some good practices on organisational culture and organisational performance

5.1 Case A: Motorola Case: Seeking Direction

[Until the mid 1990s, Motorola Inc., world famous for its six Sigma quality control program (Schemerhorn et al., 2005), was an early success story in the computer/electronics age. Motorola was known in Wall Street as American Icon. Motorola had moved from being a decentralised but integrated, narrowly focused electronics firm at $3 billion sales in 1980 to being a decentralised and disintegrated broad portfolio firm at $30 billion in sales in 2001. Motorola had been one of the world's leading providers of wireless communications, semiconductors, electronic systems, components, and services. Its cellular phone, analog equipment and pager products were identified among the very best in the mid 1990s. However, increased competition, the Asian economic crisis and its short-sighted failure to quickly and fully embrace the digital revolution tarnished its operating results and image. In the April 2004, Business week reported that Motorola ranked 308 of the top 500 companies of the S&P 500, with 3 F grades and 3 D grades out of 8 categories. The question arisess: what can Motorola do to return to its former high-performance ways and what can new CEO Ed Zander do to change in the recent record of failures, intra company turf battles and over sights?]

Motorola Case synthesis

In this case, cultural changes did not appear in the organisation. Why was the Motorola not performing better after the 90s? In fact, the consequences were not evaluated by the top management and external factors were not taken into consideration for better organisational performance. In the faster world business is changing on a day to day basis. Innovation creates a high demand for customers. Customers always look for quality goods. Motorola had overlooked the benchmarking and failed to measure customers' satisfaction. CEO was failed to evaluate both the markets and the customers.

5.2 Case B

A is an independent international group which specialises in processing of metals from ingot to foil and associated products. At the time of the study, A employed approximately 420 people. The introduction of a performance measurement system was part of a larger programme to improve the capability of the company to continually meet the economic value add (EVA) targets required by the group. The general manager (GM1), who initiated the programme, had an autocratic management style and saw performance measurement as a means of measuring and monitoring the contribution of his managers in achieving their objectives i.e., command and control. The two area managers (AM1 and AM2) had provided monthly reports with means of performance measuremnt to discuss at monthly management team meetings. It took a great deal of staff time to compile these reports and the provided information were inaccurate and out of date. Meetings would degenerate into discussing the data accuracy and relevance rather than focusing on improvement activity. Consequently, this initial attempt to instill a process of CI, based on performance measurement, was deemed to be a failure.

The general manager was promoted to a group role and replaced by a new general manager (GM2). The new general manager was very IT-literate and numerate and had a democratic management style. He had come from a part of the group in which monthly reports were based on graphs and charts illustrating the process capability of the operations. He requested that all information be presented in the same format on an intranet-based PMS that could be accessed at management team meetings. This was done and the information was used at meetings to identify processes that needed resources and focused on CI team activity to improve process capability. The new general manager insisted (authoritative) that all

critical performance information should be on the system and nobody should be attending management meetings with other performance information. His view was that, it is so important and they should all see it on the shared system.

The area managers had to change their individual management styles to accommodate this new open, visual and consultative style adopted by the new general manager. They needed to direct and encourage the CI teams in their own areas in a similar manner and participate in structured and systematic process improvements. Over an 18 month period, this fact-based consultative management, focused on CI, changed the culture of the whole organisation from a support culture to an achievement culture. The net effect of this was that A became one of the best performing units within the group.

Case B: synthesis

The command and control oriented management style of the first general manager created a power culture and his autocratic management style created a degree of fear and resentment within the organisation. In contrast, the democratic style of the second general manager came across as a shock to the organisation. For a while, the organisation did not know how to cope with this new management style. However, through support and, where necessary, adoption of an authoritative management style, the second general manager and his managers were successful in implementing an integrated PMS that was used at all levels of the organisation and in its daily business (figure 6).

The PMS, once in place and in use, was supported by a consultative management style at all levels. Its use to drive CI led to significant performance improvements. Elated with these levels of success, people wanted more of the same and gradually moved towards an achievement culture.

Figure-5: The interplay between performance measurement, organisational culture and management style in case B

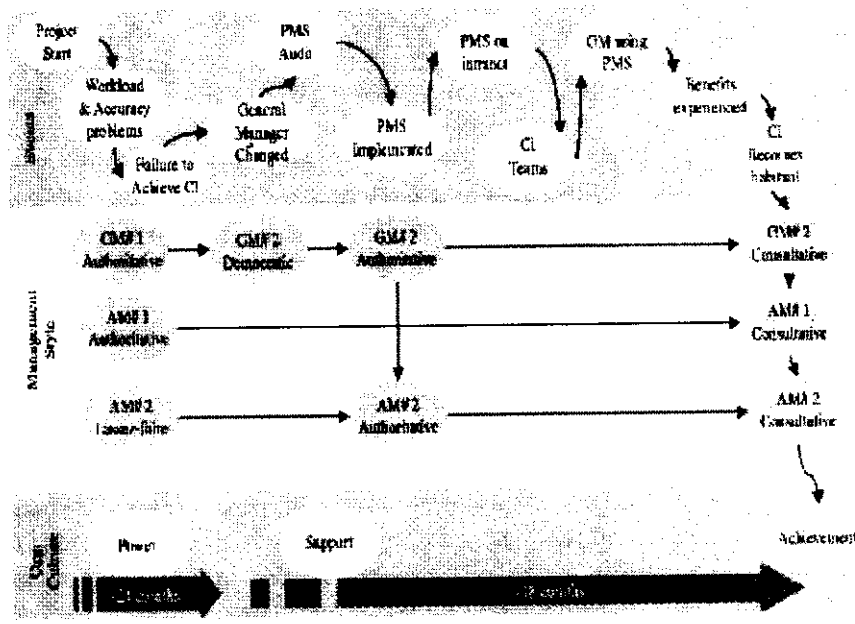

Source: ***International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 26 Number, 2006. pp 1325-1350.**

5.3 Case C

The company manufactures and provides self-adhesive labels and flexible packaging solutions to a wide range of market sectors throughout the UK and Europe. The company had an intranet-based information system that provided some data to managers and team leaders but was not available on the shop-floor. The information provided was in its raw form. Generally, users had spent a lot of time in getting the data and analysing it as best as they could. But they had a very little direction from the management team (Figure-6).

Figure-6: The interplay between performance measurement, organizational culture and management style in Case C

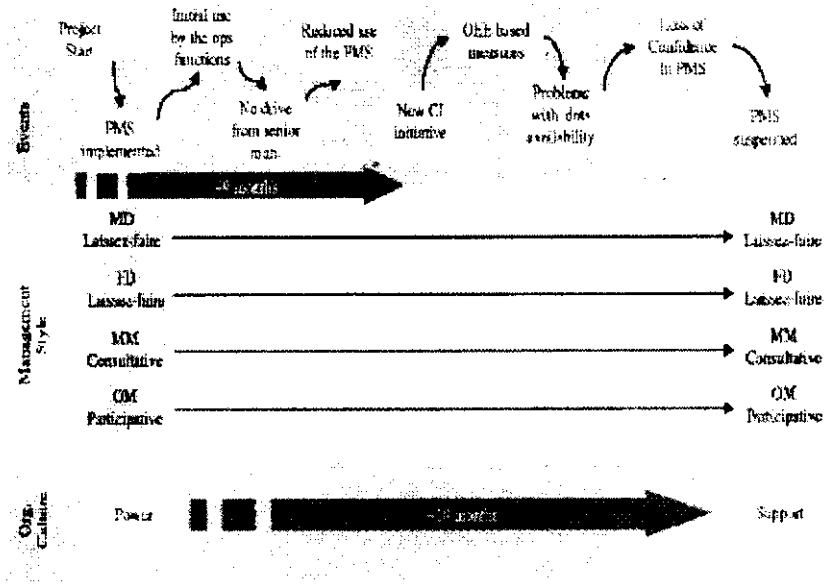

Source: ***International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 26 Number, 2006. pp 1325-1350**

Case C: Synthesis

It is evident that in this case support culture together with a laissez-faire management styles did not create the right environment to stimulate constructive use of PMS systems. There were no external stimuli to force the MD or FD to adopt a more authoritative management style. Lack of drive or commitment, compounded by some technical problems, led to loss of confidence and resulted in suspension of the PMS.

The company had a new management team. The MD and the FD both expected people to get on with their jobs (laissez-faire). In contrast, the OM had a participative style with his subordinates but expected to be told what to be done by his superiors. The marketing manager (MM) had a consultative style but also expected to be told what to be done by his superiors. As a matter of fact, power culture was dominant across the organisation.

The management team wanted to gain greater control over the operations of the company in order to drive CIs. Consequently, they decided to implement a PMS system across operational functions. One of the

researchers acted as a facilitator to assist with the design, implementation and use of the PMS system.

The PMS was designed, implemented and used by the OM, team-leaders and other operational staff members. The system relied on data from the existing systems of the company. The MD did not show much interest in using the system, he expected people to just get on with it. Here, it is evident the prevalence of support culture.. For a while, the PMS system was used but, without strong direction from the MD, the information generated in the system was not acted upon properly. Within a few months people started to asking questions about the such a system that was not being used for any reason. Consequently, the usage of the system reduced to a great extent.

Just after six months, a new CI initiative was launched, which led to the introduction of overall equipment effectiveness (OEE) based performance measures. However, the data captured in the existing systems of the company was not able to support the new measures, therefore, led to inconsistencies and arguments over OEE measures. This failure was resulted in loss of confidence in the PMS. The project was suspended until the company updated its information system.

There are some similarities and dissimilarities among the cases. A comparative summary has been placed in the following tabulate format.

6.0 Result and Findings

Case analysis results

Case	Similarity	Dissimilarity	Remarks
Case A	Innovative, performance measurement	Power distance, support culture, role culture, participative culture	Employee participative culture and team culture to be introduced, management layer to be reduced.
Case B	Management command, control, democratic leader, role culture, support culture	Innovative culture, change culture	Besides, innovation culture and change culture to be introduced, participative leadership to be introduced
Case C	Team culture, role culture, leadership culture, laissez fair	Command and control, laissez fair	Training, employee relation.

By analysing cases B and C it is found that both the cases have successfully implemented a performance measurement system and used it with a view to improving their businesses activities. On the other hand, Case A was failed to measure the market situation and suffered from innovative ideas and less participation from the top management.

(I) Cultural Implications

Culture and Employee Satisfaction

"I feel good here, I want to stay" (HILTI Annual report, 2006). Around 87 per cent of all HILTI staff worldwide is proud to work for HILTI. High level job satisfaction leads to better performance by the employees. Working together as team and leading from the front by the supervisor, makes a high positive impact in the organisation. For example, case B and case C have the team and participative culture, but management style in case A is not at all democratic.

Team culture

Teams in organization are solving problems through collective efforts. Whenever a problem arises they discuss ways to enhance quality, satisfy customers, increase productivity and improve quality of work life. Organisations which practice team culture find out creative ways by using teams to solve problems and make changes to improve performance (Hunt et al., 2005). In Motorola case, team cohesiveness could have played an important role to attain high profile of organisational outcomes which the company failed to produce.

Power distance and culture

In the power culture, work is performed out of reward, fear of punishment or personal loyalty towards a powerful individual. In such a culture leader forces a degree of fear, and he/she follows leadership style which is either authoritative or autocratic. Leader motivates employees by "the carrot and the stick" approach (Hunt et al., 2005). But to maintain an acceptable culture within the organisation, authority and autonomy should be given to the employees. Reporting system should be very specific to all, who is doing what, whom to report should be specifically mentioned. In case of Motorola CEO did not audit his HR, which finally resulted in less performance of product quality.

Leadership and Culture

A leader is required to coordinate both inside and outside the team. Team leader can play a crucial role in coordinating the employees for achieving organisational goal. A leader should be able to influence the employees to acquire knowledge, skills, abilities to maintain corporate culture and organisational performance. However, the very style of leadership is also an important cultural factor of culture of an organisation. Participative leadership is well accepted in organisation rather than autocratic leadership. As found in case analysis, case B followed the culture that is authoritative.

Effective leaders have a sound understanding including values, degree of resilience, harmony of values, achievement of values and the role of values in the day-to-day decisions. Accordingly, the CEOs and executive leaders must find ways of achieving corporate values which not only are consistent with the business aims, but also enable employees to feel that their own and the company's values are in the same line with one another (Karin K., 2005). The causes of failure of Motorola were due to the fact of centralised leadership style. The power distance was further added as a cause of failure because it is one of the important drawbacks for organisational performance so far noticed.

Figure-7: A conceptual model of leadership behaviour in organisation

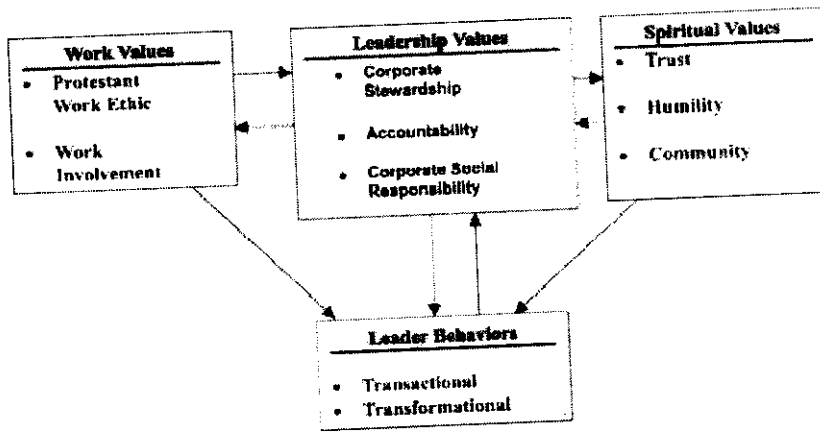

Source: "Corporate values as multi-level, multi-domain antecedents of leader behaviors" International Journal of Manpower, Vol. 26 No. 1, 2005.

Research and Development (R&D)

An organisation is no longer part of national or domestic culture; now-a-days it is a part of global culture. For example, AT& T, Hewlett-Packard, Motorola are part of global culture. AT&T has invested in millions for widespread advertisement. Nevertheless, AT&T has also adopted club culture management system, and tried to change and strengthen corporate culture by using slogans, ceremonies, symbols, public statement and stories (Draft, R.L., 1997). Therefore, to enhance the organisation performance, it is required continuous research and development in terms of product, market, customer and goodwill of business. Motorola as a company lost its market share to a great share since it was very much reluctant in R&D and benchmarking. It is to note that Research and Development is required to cope with the competitive market environment.

(II) Human Resource Management (HRM) implications

There is a positive relationship between organisational culture and human resource management. Human resource professionals are able to play a crucial role in managing key elements of culture including symbols, rites and rituals, norms of behaviour, beliefs and values and also assumptions. Human Resource Management approaches are detailed with specifics in regard to recruitment and selection procedures, induction, socialisation, training program, performance appraisal systems, and reward systems (Brown A., 1989).

Recruitment and Selection

Recruitment and selection mechanisms are extremely powerful for maintaining organisational culture. Oganisations need to recruit and select new personnel to fill-up the vacancies. Organisational growth depends on the employees, so employees have to be accustomed to organisational culture. So, the aim of recruitment should be to generate a pool of people who have some degree of prior enculturation or familiarity with the organisation and its culture. Generally, in the process of procuring new personnel for the organisation; some definite steps have to be carried out. For example, new employees must have to be tested with certain psychological aptitude tests so that the employer may come to know about their belief, attitude and moral strength.

Induction, Socialisation and Training

It is a process through which new employees come to know about the culture of the organisation. Top management arranges an orientation program for the new employees to make them understood about the organisation and its culture. New employees are appraised about their job, their responsibilities, organisational structure and management style and to whom they need to report etc. Chief of the organisation needs to conduct a session before the new employees to pass the message about the culture of the organisation.

Performance Appraisal System

The introduction of performance appraisal system into an organisation can generally be expected to have a profound effect on employees. Performance appraisal is a formal, structured system of measuring, evaluating and influencing employees as a workforce.

Reward System

A reward system represents powerful means of influencing its culture. A good reward system indicates the sustainability of the organisation as well as helps to retain employees in the organisation for a long term. So reward system is the key to understanding of organisational culture. But the system should be fair; so that no employee is penalised without any justified reason..

A few elements of Human Resource Management (HRM) have so far been discussed. Organisational sustainability is mostly depended on how HRM is practiced in the organisation. Apart from these elements, there are other factors that also influence organisational culture. For example, promotion, bonus, salary, frieze benefit, accidental benefit, retirement benefit, timing of office, organisational rites, ritual, peer relation, level of boss-subordinate relation etc. have had profound influence on organisational sustainability. Moreover, same rule for all must be introduced if an organisation wants to sustain in the competitive market.

7.0 Conclusion and Recommendation

As cited earlier, organisation culture is a means of shared understanding of employees' behaviour. Organisational culture has a direcet impact on organisational performance. There are many factors that may influence both organisational culture and organisational performance. Culture is very much important at the workplace. Managing culture within the organisation is an art; a manger has to be able to reinforce and support strong culture. In this way, he or she may help to sustain and maintain organisational culture. Besides, a manager must emphasise on constant learning and individual development processes by arranging orientation and training programme at vaious levels.

A healthy relation among the employees is a prerequisite to strengthen an organisation. Moreover, participatory organisational culture is more effective than bureaucratic culture. Also, flatten organisational structure is more acceptable than the hierarchical organisational structure.

In the changing business era, organisational design also needs to be changed to cope with changing environment. And to meet the changes, employees should have to be equipped with state of the art techniques as imparted by training programmes. In this way, organisational development can play a crucial role in making employees' satisfied. Besides, employees need to be committed to maintain organisational culture since employees' commitment has a positive impact on organisational performance.

Reference:

A lecture was delivered by Dr. Sununta Siengthai, (2007), Associate Professor, of Asian Institute of Technology, Thailand, School of Management, the class on organizational culture, held on 20.3.07.

Andrew, (1998), Organizational Culture, Prentice Hall, 2nd Edition, England.

Brown Andrew, (1998), Organizational Culture, Prentice Hall, 2nd Edition, England.pp.12-318.

Brown Andrew, (1998), Organizational Culture, Prentice Hall, 2nd Edition, England.pp.166-318.

Brown Rashid. A., Sambasiva M., Johari J., (2003), "The influence of corporate culture and organizational commitment on performance", Journal of Management Development, Vol.22 No. 8, 2003.pp.708-728.

Daft. L., (2003), Management, South-western, sixth Edition, Australia

Daft. L., (2003), Management, South-western, sixth Edition, Australia. pp 75-784.

Delaney and Huselid, M.A., (1996), "The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance", Academy of Management Journal, Vol. 39, No. (1996), pp. 949-969

Gipson, G. L., Ivancevich J. M., and Donnelly J. H., (2000), Organizations, McGraw-Hill Higher Education, USA.

HILTI Annual Report, 2006. Corporate culture: the journey continues.pp15-47.

Hunt and others, (2005), Organizational Behavior, John Wiley & Sons, Inc., Ninth Edition, USA.

Ibid.

Ivancevich, J.M., (2001), Human Resource Management, Eight Edition, McGraw-Hill.

Jackson and Schuler (1995), "Understanding human resource management in the context of organizations and their environment", Annual Review of Psychology, pp.237-264.

Karin Klenke, (2005), "Corporate values as multi-level, multi-domain antecedents of leader behaviors" , International Journal of Manpower, Vol. 26 No. 1, 2005.

McShane L., Von Mary Ann, (2000), Organizational Behavior, McGraw-Hill, USA.

Nguyen Hoai Anh and Brian H. Klei ner, (2005), "Effective Human Resource Management in the Entertainment Industry", Management Research News, Volume 28 Number 2/3 2005

Pfeffer, J., (1998), The human equation building profits by putting people first, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Rachel Parker, Lisa Bradley, (2000), Organizational culture in the public sector: evidence from six organizations", International Journal of Public Sector Management, Volume: 13 Issue: 2 Page: 125 - 141

Rashid. A., Sambasiva M., Johari J., (2003), "The influence of corporate culture and organizational commitment on performance", Journal of Management Development, Vol.22 No. 8, 2003.pp.708-728.

Robbins S., (2003), Organizational Behavior, Prentice Hall, 10th Edition, USA.

Robbins S., (2003), Organizational Behavior, Prentice Hall, 10th Edition, USA.

Sane L., Von Glinow M., (2000), Organisational Behavior, McGraw-Hill, USA.

Schermerhorn, J., Hunt, J., and Osborn, R., (2005), Organizational Behavior. John Wiley & Sons, Inc., Ninth Edition, USA.

Sue Bond, (2004), "Organizational culture and work-life conflict in the UK", International Journal of Sociology and Social Policy. Dec 2004 Volume: 24 Issue: 12 Page: 1 - 24

Umit S. Bititci, et al. (2006), "Centre for Strategic Manufacturing", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 26 Number, 2006. pp 1325-135mber, 2006. pp 1325-1350.

ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৫/*No. 45*
অগ্রহায়ণ ১৪১৪/*December 2007*

Living and Working Environment of Female Sex Workers in Bangladesh and Their Vulnerabilities to HIV/AIDS

Sk. Muslima Moon[1]

Abstract: *In Bangladesh, sex work is neither legal nor it is socially and culturally recognized. The female sex workers have an increased risk of HIV infection due to various factors. This study argues that only for their vulnerability is heightened due to their increasing economic need, unhealthy living and working environment, socio-cultural attitudes and violence. It reveals that violence is the part of their everyday life that renders them vulnerable to HIV/AIDS. In addition, it concludes that exploitation as well as poverty compels the poor and helpless women to get involved in sex profession as a livelihood strategy for survival. The study has been carried out in and around a large brothel and in various city streets in Dhaka applying a Feminist Case Study approach towards a qualitative investigation on the living and working environment in particular with regard to HIV/AIDS related risk and vulnerability.*

1.0 Introduction

Recent research reports that the rapid spread of HIV/AIDS[2] throughout the globe is one of the burning development challenges and has become a threat to the very existence of many populations. The overwhelming consequence of the HIV epidemic is in fact everyday threatening all human beings, nations and the international community posing a challenge to human survival, human development, economic wellbeing of the marginalized section of the male and female and the quality of human life as well. According to the UNAIDS Fact Sheet (2004), over 60 million people have been affected with HIV infection. UNAIDS estimated that over 68 million people will die of AIDS prematurely in 45 countries which are most affected by this disease between 2000 and 2020. UNAIDS also reports (2004) that of the infected 42 million people, over

---

[1] Deputy Director, BPATC, Savar, Dhaka

[2] Human immunodeficiency virus (HIV) is a retrovirus that can lead to acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and AIDs are a condition in humans in which the immune system begins to fail, leading to life-threatening opportunistic infections.

90% of them living in the developing world. By December 2006, 39.5 million people throughout the world have infected with the HIV virus. In 2006, the newly infected people with HIV were 4.3 million. (UNAIDS/WHO, 2006, pp: 3-8).

Given the developing countries scenario as far as Bangladesh is concerned, it has not been spread so far. According to the Joint United Nations Program on HIV/AIDS report, there are 13,000 HIV-positive people in Bangladesh and that HIV prevalence in the adult population is less than a tenth of one percent (UNAIDS, 2001). In a recent study by NASAP (2006) showed that HIV prevalence in the adult population is currently 7500 in Bangladesh. This low prevalence situation cannot give guarantee that Bangladesh is risk free from HIV/AIDS epidemic. A total of 874 HIV positive cases have been reported and from available information, so far, 204 HIV infected persons developed AIDS of which 109 already died. In reality, HIV/AIDS epidemic in Bangladesh is not very well understood and the existing situation is only partly known. Although it is not known exactly how many people are infected, it is true that HIV is being detected among our population especially among vulnerable cohorts.

Many of the earliest cases of HIV/AIDS in Asia-reported in 1984 and 1985-were among homosexual contact among male. In 1986 clients and female sex workers was detected in parts of India (Narain, 2004). According to UNAIDS (2002) report, factors that appear to heighten sex workers' vulnerability to, and risk of, HIV infection especially for women, include many reasons such as, stigmatization and marginalization, limited economic options, gender-related differences and inequalities, sexual exploitation and trafficking etc. Bangladesh, as a developing country, the impact of the HIV epidemic must be understood in the context of the critical social and economic perspective and the subordination of women and adjustment policies that had been continuing till today.

Bangladesh is a densely populated poor country, where about 200,000 commercial female sex workers having an average of four to eight clients each day (Alam, 2005). This needs to draw attention to find out cause and effect of HIV/AIDS risk factors that relate to gender vulnerability and future policy measures to combat the risk successfully. In addition, awareness of HIV/AIDS in the Bangladeshi population remains quite low. Recent survey found that only 19 percent of ever-married women

and 33 percent of currently married men had heard of AIDS (Sadik, 2003). There is no such substantial past study was found regarding gender vulnerability and HIV/AIDS risk factor in Bangladesh.

1.1 Statement of the Problem

In Bangladesh, there remains a poor statistics of information about HIV/AIDS, especially gendered vulnerability to HIV/AIDS. Further as a poor and male dominating Muslim country, women in Bangladesh are more vulnerable in every aspect and also to HIV infection in relation to poverty, gender inequality and other factors, which affects women more relatively to men. A gender perspective brings power differentials into view to explain vulnerability to HIV, enabling a response where vulnerability is greatest.

Bangladesh is surrounded by three part of the India with high HIV prevalence---West Bengal to the west and Northwestern India to the east -and is also neighbor to the epidemics of Southeast Asia. There is a good deal of migration across Bangladesh's borders. According to Human Rights report in Bangladesh (2002), a total of 25,000 Bangladeshi women and children are trafficked out of the country annually. The experience of neighboring countries is that high levels of commercial sex pave the way for rapid rises of HIV among sex workers and their clients. The message could not be clearer that a similar situation may be imminent in Bangladesh. This is especially likely since commercial sex appears to be even more common in Bangladesh than elsewhere, at least among some occupational groups. In recent years, Bangladesh Government, some NGOs and social workers have been taken initiatives to build awareness among common people and among target group related to commercial sex workers about the risk and vulnerability to HIV/AIDS. However, many other factors may increase female sex workers vulnerability to HIV in Bangladesh. They are also migrant and mobile within the country. They face cultural, social, legal and linguistic obstacle to access services.

1.2 Rationale

Since HIV/AIDS first emerged 24 years ago, it has spread as relentless around the globe. In Bangladesh, it has not been spread so far, but the sexual and drug-taking behaviors that carry a risk of HIV infection exist in this country just as they do in most other countries. Bangladesh is at a critical stage in the course of its AIDS epidemic. HIV/AIDS is not new in Bangladesh but the up growing red alert on HIV/AIDS is one of the major

social problems for the country. The low prevalence situation of our country does not show that Bangladesh is risk free from HIV/AIDS epidemic due to various types of reasons; especially the cultural study on HIV prevalence among the most risk population in Bangladesh is limited.

Like many other developing countries, women's subordinate role in the society and family promote them socially at risk of HIV infection in Bangladesh. Their sexual behavior and the use of condoms during sex has been considered the primary weapon for prevention HIV infection among sex workers, as well as among others who engage in risky behavior. The prostitutes who are considered as the most vulnerable group to HIV/AIDS had very poor knowledge about the consequence of this pandemic. This study will mainly look into Gender vulnerability of Sex workers in HIV/AIDS in Bangladesh, who do not have access or have very limited access to STI and HIV/AIDS services.

The AIDS epidemic has added another stigma and discrimination against female sex workers in Bangladesh that they are spreading HIV/AIDS whether they are entertaining the male counterparts. Violence and lack of control over one's life means that sex workers may give lower priority to their health needs and behavior change. The present study will try to investigate the experience of female sex workers in Bangladesh with regard to risk of HIV/AIDS, cultural phenomena and how they are culturally constructed some risk factors of HIV/AIDS. This finding can be explored partly with the substantial contribution to the existing policy and strategy used by different stakeholders.

1.3 Objectives

The objective of this article is to understand the intersection of gender vulnerability and HIV/AIDS risk with respect to living and working conditions of brothel based and street-based female sex workers and provide some suggestive measures for decreasing vulnerability leading to HIV risk in Bangladesh.

2. 0 Methodology

2.1 Study Area

In view of possibility of having adequate information about the experience of female sex workers in Bangladesh - Dhaka city and Rajbari district are selected as study areas for this study. Since this study aims to use feminist case study approach, the following two categories of cases

are selected as study areas: (1) case study in brothel-based sex workers in Rajbari district (Daulatdia), and (2) case study in street/floating area-based sex workers in Dhaka city.

The Daulatdia brothel in Rajbari district is one of the popular brothels in Bangladesh. It is said that the majority of the Daulatdia brothel-based sex workers came from different parts of Bangladesh particularly from poverty prone areas and a number of sex workers have been identified HIV positive in Daulatdia brothel. Moreover, its environment is said to be very dirty and most of the sex workers in this brothel are found to be infected by sexually transmitted diseases (STDs) and among street/floating sex workers in Dhaka city, due to some practical problems this specific study areas could not be maintained strictly. Therefore, data and information have been collected from the sex workers who are working in different places of Bangladesh. It was done in different drop-in centers of PIACT Bangladesh and DURJOY office in Dhaka

2.2 Respondents

This study has been conducted in Daulatdia brothel and some streets of the Dhaka city because Daulatdia brothel is the largest in the country and a huge number of women are working are there and also a huge number of women are working as floating sex workers in the streets of Dhaka city. The case studies have evolved around the lives of some female brothel based sex workers and street based sex workers in Dhaka city.

The mean age of the sex workers in brothel is 26 years ranging between 14 and 55 years and that of street based sex workers it is 22 years ranging between 14 and 43 years. Majority (70 percent)) of the sex workers in brothel never attended school and about 25 percent had some years of primary education. Street based sex workers reportedly had almost similar education level.

Most of the sex workers' of Daulatdia brothel and Dhaka streets came from different poverty-prone areas of the country. Majority of them also came from extended families due to poverty and as a victim of society.

In Daulatdia brothel, the sex workers have a daily income ranging between taka 50 and 1000 depending on various factors. The street based sex workers also have the similar daily income. They all depicted a grim picture of their living. In Daulatdia brothel, 75 percent of the sex workers reportedly maintain their family members at parental homes. Similar scenario exists for female sex workers in Dhaka city streets. Poverty, poor socio-economic condition, exploitation and gender disparity are the main reasons to get engaged in sex work.

2.3 Data Collection Process

The primary data of this study have been collected both in Daulatdia brothel and in street/floating areas during October to December 2007 through open-ended interviews with a total of 40 women sex workers in two case study areas (20 each from Daulatdia brothel and street/floating areas). A deliberate choice has been made. The interviews were in a simple framework within which respondents expressed their own understanding by their own words.

For secondary data/information books, journals, policy papers, project documents and published/unpublished research reports regarding HIV/AIDS were reviewed. Apart from the primary respondents, other key informants such as Mastans, Sardarnis, and Police personnel have been interviewed during the study period. It is said that women sex workers in Bangladesh are financially, physically and sexually exploited by mastans, sardarni, police etc. Similarly, some clients (both permanent and temporary) have also been interviewed during the study period to get real picture of the sex workers in brothel and streets. Furthermore, informal discussion have also been conducted with the main respondents (FSWs) and key informants (representatives of government/ non government) who are working for HIV/AIDS Prevention projects, in order to understand the trends of HIV/AIDS in Daulatdia brothel and street/floating area based sex workers and their vulnerability, vulnerable groups etc. Similarly, informal discussions were conducted with the representatives of NGOs who are working on health issue like HIV/AIDS prevention for sex workers in two case study areas.

2.4 Data Analysis : Considering the nature of the study data/information was analyzed qualitatively. Gender analytical tool has been applied for discussion and interpretation of the findings, as gender is a factor of analysis to explain the forms of gender inequality caused by various organizational and social forces.

3.0 Working and Living Condition of sex workers

All over the world, prostitutes usually live as group themselves together in cluster based areas in towns or villages. In different countries there are various types of sex workers, such as brothel based sex workers, street based sex workers, bar or massage parlor based sex workers. It depends on the living and working conditions. The speed of spreading HIV/AIDS infections also depends on living and working conditions. For example, street based female sex workers have no shelter or residence for their work which increases their vulnerability because of unavailability of condoms near at hand, though condom use is potentially a key factor for prevention of HIV infection. In addition, they are in more risk than brothel based sex workers or other groups because they are living in increased violent condition created by their clients and police pressure. Many of the street based sex workers experience violence on the streets, on the job or in their personal lives. It may increase their vulnerability to HIV infection and other health hazards. Furthermore, brothel based sex workers are also vulnerable to HIV risk because of their living standard, income and working condition.

4.0 Living conditions and Life of Female Sex Workers in Daulatdia Brothel

Daulatdia brothel is now the largest one in the country and it does like a slum or village. The whole brothel belongs to a landowner. The landlord is usually known as zaminder. The bariwali, i,e., house-owners take lands on long-term lease from land lord and build rooms on it, otherwise they have to pay the landlords a monthly rent. Some information regarding the house-owner (Bariwali) obtained by some key informants in this study. For instance, Marjina Begum (35), Executive Director of MMS (Sex Workers Organization) in Daulatdia. Brothel stated that, the house-owner (bariwali) is turn lets her rooms to different sex workers and also she can be a sex-worker in business or a retired one. The daily rent of each of her rooms is 50-150 taka. The rooms indicate the levels of prosperity of the tenants. Regarding facilities, water and sanitation facilities are very inadequate there. In every houses of this brothel, there is a single tub well for use of 12-15 sex workers including their children (if they live with them) as well as their clients (if present).

Based on the information provided by key informants, this study revealed that there are about more than 300 houses in Daulatdia brothel, which accommodated approximately 315 Sarderni and 1800 sex workers. This

number varies (1500-3000) time to time depend on business condition. For instance, the demand of customers are very low during Ramadan (Muslim fasting month) and sometimes sex workers move to other places to find customers. At present, most of sex workers are permanent dwellers of the brothel and they work independently. Among the all sex workers in Daulatdia 40 percent of whom were below 18 years of age at present and a considerable number of the adolescent girls in sex work here are daughters of sex workers. Altogether about 600 children live here with their mothers.

Picture: A child of a general FSW

Picture: Living Environment: A kitchen

Researcher further observed that each house consists of six or seven rooms for the sex workers. The majority of rooms are tin-shaded bamboo made and a very few of brick structures. Each room is furnished with only a small bed, one table and one chair. The room of the leaders (Sarderni) is well furnished and well lighted, having TV, Cassette player, dressing table, wardrobe etc., but the general sex workers room's environments are very dirty and congested. It is observed that there are wet cloths like petticoat, Sari, blouse etc having here and there. There is no separate space for privacy or to keep the clothes or other things. In every house, there is a small kitchen without gas or electricity facilities. All members of these house cook separately in the same space with oil-stoves or small log or chop-wood. This place is very unhygienic and dirty. It is also observed that bones of the fishes, meats, scale of vegetables, used condoms pack etc. are scattered around the tube-well and here and there.

Picture: Living Environment: A tub well

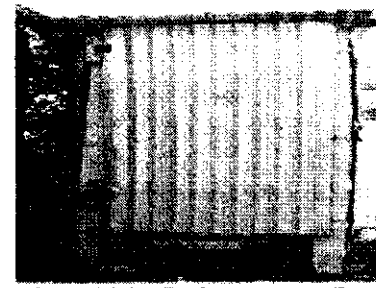

Picture: Living Environment: A toilet

The following table shows the living conditions of female sex workers in Daulatdia brothel.

Table -1: Information about the sex workers in the Daulatdia Brothel

Indicators	Observation
Number of Prostitutes in the Daulatdia brothel	Approximately 1800
Number of Sardarni	Approximately 315
Number of prostitutes under each Bariwali / Sardarni	6 – 8
Average clients per day	7-8
Average income per day	350-500 TK.
Average expenditure per day	300-400 TK.
Number of toilets	One for each of 12-15 persons
Condition of toilets	Open or ring-slab, bamboo wall or covered by jute-cloth. Water for toilet comes from river
Water supply for drinking, bathing and cooking	One tube-well (with no space) for each of 12-15 persons
Water supply for other activities(far from brothel)	River water for bathing and washing.
Number of occupancy per room	One female in each small tin-shade room (clothes are hanged on the wall.) Only a small size bed is available and some times a table and a chair.

Source: Researcher's observation and information provided by key informants

Based on interviews with key informants and female sex workers in Daulatdia brothel, researcher's observation and from secondary sources, this study found different types of sex workers in Daulatdia brothel. For example, one type of sex workers are bonded sex workers- young and under-aged (below 18 years old) girls, they have usually been kidnapped by gangs, sold to Sardemi (leader, working as manager/house owner) by stepmothers or by broker or lured here by boyfriends with promises of good jobs. The bonded sex workers, commonly known as Chukri (lash),

are bonded to a leader who owns them and have the least freedom. They are not allowed to go outside the brothel freely and their owner controls all their financial activities. They are severely restricted within their controlled environment. They cannot choose their own customers. Moreover, they must not fall in love. The tender age of the bonded sex workers makes them more vulnerable to fall in love and they still hanker after freedom. They even dream of life outside the brothel, of the possibility of marriage and of family. They often resist working with customers, particularly if they have fallen in love. Furthermore, the bonded sex workers are most at risk because their leader (Sardarni) often agrees to let men pay more for not using a condom.

Following are some cases of the bonded sex workers real life experiences:

Case-1

Sulekha, a 15 years old bonded sex worker, came to Daulatdia brothel when she was only 11 years old. Her father is alive but mother is no more. She has 3 brothers and sisters. She studied up to class IV. Due to extreme poverty, she came to Dhaka with her neighbor in search of job, but her neighbor sold her to a leader (Sarderni) in this brothel. Here the 'sardarni' compelled her to do bad thing by force and beat her mercilessly if she refuses to do that. She told that she has to repay the money to her leader, which she (leader) spent for her. Her leader takes all the money she earned everyday and just gives her a small amount for her dress and cosmetics. She even does not know the actual amount of money she earns daily.

She has to meet 6-8 clients everyday. Sometimes clients gift her some valuable things like gold chain, ring etc. She is familiar about HIV/AIDS, but cannot use condom all the time, as her leader (Sarderni) and clients do not like it. Sometimes even, they beat her if she tries to convince her clients to use condom. She reported that if anybody enters here once, she has no way to leave this place.

This study also found some of sex workers (30-40%), who are born and brought up in Daulatdia brothel. Most of them are also very young in age but comparatively they lead life independently. They are working under taking care of their mothers. Following is one such case of a sex worker, who brought up in Daulatdia brothel.

Case- 2

Pakhi, a 18 years old sex worker, born and brought up in Daulatdia brothel. Her mother is also a sex worker in this brothel. She does not know who is her father. She has been involved in this work last 3/4 years. She is not happy with this work and expressed her unhappiness to the researcher in this way: "what can I do without doing this as I was born as a daughter of an unchaste woman? Unchaste work is my fate This is my work I have to do this either I like it or not. I have intension to marry but

whom should I marry?" She usually gives her earning to her mother. Her mother cannot do work like before. She earns 500 - 1000 Taka (Bangladeshi currency) daily. She said, "it is not hard to find clients, because I groom myself well. I spend two hours getting ready and then I wait outside. If I want to earn 200 Taka (2.80 USD), I have to spend at least 40 Taka on my face and clothes." Pakhi is quite free to buy whatever she likes.

She informed that she is not addicted to drugs but sometimes she drinks alcohol to make her clients happy. She does not want to meet with any clients, who are reluctant to use condoms, but sometimes she cannot follow this strictly, as she needs to hold her clients. Considering the economic conditions of her clients, she takes money. She does not work if she feels sick physically and takes rest until recover. Sometimes, she enjoys herself watching movie at the cinema hall and she does not need anyone's permission for that.

Other types of sex workers encompassed within this study are the free sex workers, who get the chance of becoming free from bonded sex workers after a certain period or came in own will. A key informant Dr. Julia (BWHC) informed the researcher that these free sex workers are also known as Independent Sex Workers. They are comparatively free from the bindings that are mandatory for the bonded sex workers (Chhukri).

In addition, based on interviews with female sex workers in Daulatdia brothel, researcher's observation and secondary sources, this study uncovered that independent sex workers rent their own house and make direct contact with the clients. These findings are identical with those of earlier research conducted in other brothels in Bangladesh, for example, the Gender Analysis Study Report of HIV Program on Tangail Brothel, Feb 2006 and the Study on KAP, CARE, Bangladesh, 2004.

This study identified another type of women in the Daulatdia brothel, called Sarderni (leader) or Bariwalis (owners of houses), who buy new girls from the procurers and put them in business as bonded girls. They engage many bonded girls (Chhukri) and earn huge amount of money by them. However, they (Sarderni or Bariwali) spend a little amount of their income for the girls. They control everything related to the bonded girls' lives. The leader usually has one person (not all), a permanent client - known as babu (master), who often run shops within the brothel and with whom the leader (Sardarni) has an emotional attachment. Although sardarni has a fixed client, she continues serving others as well.

Apart from leaders, there are elderly women in the brothel, who could not become Sarderni, work as maid or cook. They can no longer earn their living as sex workers. These women are addressed as Mashi (Auntie).

They often arrange a ritual marriage of a girl, who was born in the brothel with another girl or a banana tree before starting this profession. This type of symbolic marriage is arranged from their cultural belief that a maiden cannot sell her chastity to anybody other than her husband. A sarderni (leader) of this brothel expressed her views as follows:

Case- 3

"For a long time I work independently in this brothel. Now I am also a Bariwali (house owner). I have 6/7 tenants. I take 1500 taka per month as rent from every girl. Water, toilet and electricity expenditures are my responsibility. These charge (bills) are separate from room rent. There is one kitchen and every one cooks by turn. I use to pay 200 taka as monthly rent for the land. I never misbehave with my tenants like others. I always advise them to be good.

I use condom with my clients. In addition, I do not allow my tenant to work without using condom. However, all of them don't follow my advice. They are very young and greedy for money. I don't pressure to do that because it is our business. Customers are our fortuity. Is it possible to avoid their desires?

I have no relation with any broker. If any girl comes willingly I give her my house. If she is of fewer than 18, I myself inform the police, police take her to vagabond shelter home. What happens last? It is seen that she comes back to this place!"

Aklima (35), a sex worker (Bariwali), Daulatdia brothel

Based on secondary source (Ahsan et al., 1999), the system, under which the brothels operate, can be conceptualized as in the following figure 1. Regarding how to get clients, it is uncovered by the respondents that the sex workers stand on the gate (which is open for 24 hours) from early morning until late at night in colorful dress and make up to draw attention of the clients. A sex worker normally takes 2-20 clients which in average of (7-8) per day and do not get weekly/monthly leave as per the information provided by the respondents.

These findings are identical with earlier research conducted in other brothels in Bangladesh, for example, the Gender Analysis Study Report of HIV Program on Tangail Brothel Feb 2006; Study on KAP, CARE, Bangladesh, 2004.

Figure -1: The Brothel System in Bangladesh

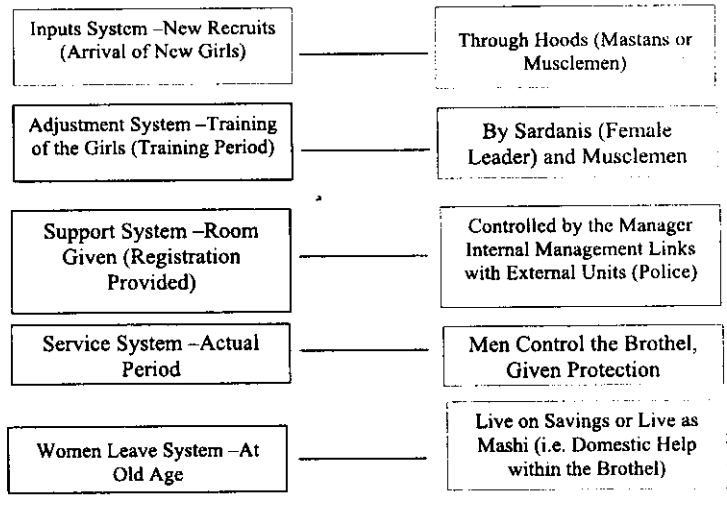

Source: Ahsan *et.al.*, 1999

5.0 Living Conditions and Life of Street Based Sex workers in Dhaka City

After the eviction of some old brothels in Dhaka and Narayanganj Districts, a huge number of sex workers started working as street based sex workers in Dhaka city. There are acute residential problem in Dhaka city. According to researcher's study, it is indicated that 35% of the street sex workers have no permanent residence. Majority of the street based respondents (55 percent) reportedly live in slum areas of Dhaka city and clients' chosen premises are commonly used for rendering sexual services to them (Figure 2). Sometimes they experience expensive and comfortable bedrooms or guest rooms when they are hired by rich people.

Figure -2: Accommodations of Street based Female Sex Workers in Dhaka city

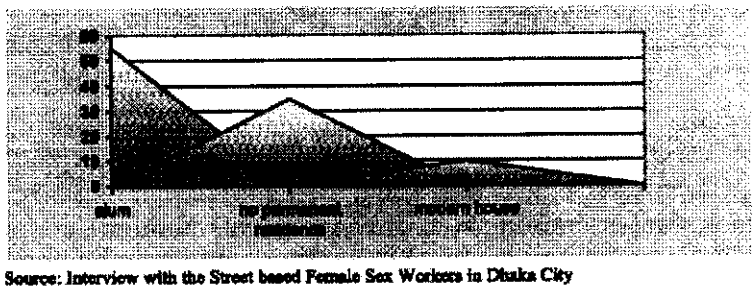

Source: Interview with the Street based Female Sex Workers in Dhaka City

Another important study of PIACT, Bangladesh (2005) reported that 31% percentage of sex workers reported no permanent residence in Dhaka city (Figure 2-A). The street based respondents reported that they work at different types of places such as at the dark corner of park, vacant/abandoned compartment of train in railway station, under construction building, abandoned house, brickfield, launch, boat, cinema hall and other lonely places.

Figure -2-A: Accommodations of Street-based Female Sex Workers in Dhaka city

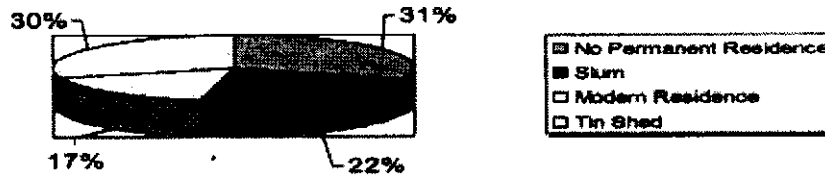

Source: Baseline Survey Report, PIACT, 2005

Despite the fact that they experience violence, exploitation and various types of torture by police, customers, pimps and others due to vulnerable situation of their livelihood, many of respondents prefer working on the streets to staying in brothel. It is also reported that professionally the street based female sex workers in Dhaka city enjoy more liberty than the brothel based sex workers. Even then in most cases they cannot run their business independently and they have to give share to other interest groups such as hoodlums, brokers and police. It is observed that in the afternoon, the sex workers wear colorful dress and get on attractive makeup to look alluring and then move here and there in some specific places in search of clients. Sometimes, clients give signals and their agents (pimps) manage clients for them. After the financial agreement, they move to a place suitable for the clients as well as for themselves.

Although majority of respondents reported to prefer to work on the streets rather than in brothel, they experience violence, exploitation and various types of torture from police, customers, pimps and others due to vulnerable situation of their livelihood. A needs assessment study on Knowledge, Attitudes and Practice (KAP) conducted by CARE-Bangladesh (2004) reports that they condemn the fact that they have come to this world to be deprived of love, husband, and family. Therefore, in the street, if a woman sex worker finds a male client

pretending to love her, out of her hunger for affection and real love, she spends her earning on the newly found "love" only to be disappointed when he leaves. The departure is usually painful as he makes it clear that he could never take seriously a relationship with a prostitute. Once more, this locks them to the profession and they have no option but to accept their destiny.

The following case is of a street based sex worker that views:

Case - 4

"I came to this work when I was only 12/13 years old. At first I used to work in garments. A supervisor there raped me and gave to the hands of woman. That woman sold me to a broker. He compelled me to do this captivating me in his house. He himself took the money. One day I fled away from that place with the help of a client who regularly came to me and stayed in his house about one and half month as his wife. Here I became acquainted with two women who used to work in Zia Uddan in parliament area. One day they brought me after getting strong make up out in the road for catch a client.

At the beginning I felt very bad. Nevertheless, what can be done! Once I became unchaste there is no way of coming out. Gradually I also started trade in the road. I have no education so that I may live by doing job. The salary in garments job was not enough, only 1200 tk. per month. Besides there we also have to satisfy the lust of my boss and collogue.

Roads are better than that, though here we also have to tolerate the beating of police, mastans, pimps etc. every now and then. However if they are paid money or have free sex they leave us and if not police send us to vagabond shelter home in stead of leaving.

Police and terrorists never use condom even if they heat physically and also in words. You don' believe that how much beating I have experienced! In addition, I went to vagabond shelter homes many times. So hardship is there!"

Kona (17), a street based sex worker in Dhaka City

6.0 Working Environment and HIV/AIDS Vulnerability of female Sex Workers in Bangladesh

6.1 Vulnerabilities to violation of human rights in Brothel Based Sex Workers

Based on interview with female sex workers and key informants, this study uncovers that in case of bonded young sex workers, who are owned by Sardarni (leader, working as manager/house owner) have to abide by too many rules and restrictions, which result in violation of human rights.

If they (bonded sex workers) do not obey the rules or disagree to serve customers as Sardarni wishes, punishment or suffering is a must. They have no control over their own body, sexuality and income. All these depend on the Sardarni, who bought them. It is reported by the respondents that sometimes they have to use drugs for the pleasure of the clients. Even the number of clients, frequency, or duration etc. depends on the wish of Sardarni..If they (bonded sex workers) do not earn enough money or cannot satisfy the customers, they get punished by stoppage of food supply even.

The study reveals that seducing a new girl or violation of her chastity is quiet often in Daulatdia brothel. Majority of respondents in the brothel say that when a new girl is unwilling to take customers or desires to leave the brothel, it is a common practice that she is beaten up unkindly by the Bariwali or by the Sarderni, and thereafter gang rape takes place by dalals or pimps. Sometimes the sarderni or brokers create and organize oppressive group in brothel who torture the sex workers in case of their defiance to work as their wish. This study found few sex workers who reported that their sarderni had been kind, patient and protective. It is also reported by the female sex workers in Daulatdia brothel that the police personnel extort money and also claim free sex forcibly. Nonetheless, it is revealed by the key informants that this type of violence is less in Daulatdia brothel than in other brothels in Bangladesh. Sometimes clients also get violent. The female sex workers have to bear physical abuses by drunken men too. In these circumstances, safe sex practice is unthinkable to them. Ultimately they become vulnerable to HIV. Quoted below are some statements of female sex workers (respondents) in Daulatdia brothel:

> *"Sometimes sarderni asks not to use condoms if the client offers more money." Sheli (15), Daulatdia brothel.*

> *"I cannot use condoms with mastans." Chumki (30), Daulatdia brothel.*

In Daulatdia brothel, income is associated with beauty and beauty is closely related to youth. Women sex workers, who cannot earn enough money for survival, are more vulnerable to HIV/AIDS, because the cost of living in brothel is very high. Their daily expenditure is about taka 250 - 300 on an average including food, house rent and electricity charge for fan, bulb, TV etc. As earning status is not same in all the cases, sex workers who get less than 4-5 clients everyday are compelled to take clients who want to pay more money giving the condition of not using

condom. Some female sex workers (respondents) in Daulatdia brothel reported in this regard:

"Our livelihood depends on getting a customer. When we do not get a customer, we go without food. In that case we are compelled to take client on any condition." Josna (14), Daulatdia brothel.

"Among us some are well off, because they have beauty. As she has a higher demand in the market, she takes 20 clients a day but some starve regularly." Jhumur (17), Daulatdia

"I know about HIV/AIDS, but I can not say anything regarding the use of condom in the fear of losing customers." Tripti (25), Daulatdia.

6.2 Vulnerabilities to violation of human rights in Street Based Sex Workers

Living and working facilities are the fundamental human rights and needs for survival. Nevertheless, these are the great problematic issues for the street based sex workers in Bangladesh. In Dhaka city, they spend nights and work at different unprotected and risky places. The violation or lack of human rights harm the street based sex workers and this may be the greatest cause of their sufferings. In addition, majority of street-based sex workers reported their experience of violence. According to their report, different clients desire different sexual behavior, which make the sex workers severely vulnerable to HIV infection. Specific vulnerabilities of street based sex workers are related to their public exposure and uncertainty of living.

6.2.1 Vulnerabilities to violence in brothel and in the street based sex workers

From discussion and interview, it is identified that the vulnerability of most of the street based sex workers are related to different types of physical and sexual violence. In addition, brothel based sex workers have experienced in different types of violence but street based sex workers are greater risk for violence. According to their experience, the street based sex workers usually go with a person as per their agreement, but most often they are forced and finally compelled to have sex with several people. These people do not want to use condoms and it becomes difficult for them to even raise the issue of condom use. They are frequently chased, beaten up, faced with forced sex including oral and anal sex or rape, and finally they are refused of payment. In such cases use of condom is totally impossible. Consequently, they become

psychologically depressed, careless to own life and vulnerable to drug, which increasingly lead the sex workers to HIV/AIDS vulnerability.

Due to small sample size of this study, it is difficult to ascertain the actual figure of sex workers, who have experienced violence; nonetheless, majority of the respondents admit that they have experienced different types of violence. According to a study report, "the majority (58 percent) of the street-based sex workers are victim of violence during their professional activities. The people, who are mainly responsible for violence against sex workers, are reported to be mastan (musclemen/gang members), police, and clients (floating SWs). Sometimes street-based sex workers also face violence from their relatives, pimps, sardarni/madam or others (in brothels). Torture inflicted by the police is also reported to be the highest. Police torture includes extortion of money, demand for free sex, harassment, and arrest without issuing any warrant. It is also reported that over 30 percent of street based sex workers' business is controlled by policemen, and consequently a major part of their income is taken away by them" (Khan, 1988). It is also reported that a considerable number of the women who did sex work on the streets or in the hotels, especially street sex workers in the Dhaka region, were beaten or raped in the year previous to the surveillance (37 to 63 percent). They were also subject to being arrested (Khan, 1988). The brothel based sex workers seem to experience much less violence (about 5 percent), although the violence in brothels may be under reported.

As quoted by some street based sex workers with regard to their vulnerability due to experience of violence:

> *"Roads are better than garments though here we also have to tolerate the beating of police every now and then. However if they can be satisfied by free sexual service or money, we can escape vagabond shelter home. If you see my back you will be surprised to see how much beating I have experienced. I went to vagabond shelter homes for 4/5 times. Therefore, hardship is there! They do not provide enough food" Kona (15), street-based sex workers in Dhaka city.*

> *"The terrorists and 'mastans don't use condoms. They do group sex without condoms. Many times they don't pay, rather they threaten. Once they wanted to throw me from the rooftop of a building. I told nothing in fear. Generally I don't do sex with the customers who don't want to use condom. I try to make them understand. Most of them become convinced." Labony (43), Ghulsan, street-based sex workers in Dhaka city.*

> *"Police catch me at times. However, let me free as well by taking money. I have to pay money to the Rangbaz (hoodlums) when they frighten me. If any difficulty*

arises, police beat me. In this situation I have to have sex with them or pay money. They want to make anal, oral and also penetrative sex. They do not use condom during having sex. Normally they have sex forcefully by threatening" Taslima (30), Farm gate, street-based sex workers in Dhaka city.

"The terrorists and 'mastans' don't use condoms. They do group sex without condoms. Many times they don't pay, rather they threaten. One day, a group of 'mastan' wanted to throw me from the roof top of a building for not using condom" Manju (32), Street-based sex workers in Dhaka city.

The following tables (Table-2 & 3) show the human rights violations of sex workers revealed by CARE in 2004.

Table-2: Human Rights Violations of Sex Workers found from the Literature Review

Forms of Violations	Perpetrators	Circumstances
Verbal abuse	Police, *sardarni*	Not following the orders of the sardarni. Social unacceptability – their very presence anywhere on the streets invokes police wrath
Toll collection	*Mastaan*, police	Protection money
Taken to police station and locked up for the night and released the next day by paying money	Police	Usually at night, police round up and take to station, supposedly for creating public nuisance—their very presence is viewed as public nuisance.
Forced sex with pay	*Mastan* , Police	This may be outright, rape to force sex for not taking them to the police station or refusal to pay after sex.
Burn with cigarette	*Mastan*	A common form of hurt inflicted on the sex- worker as part of pleasure for the man.
Rape of the virgin	Representatives of the sardarni, babu	Girls, who are new and have been bought, experience their first sexual intercourse in the form of rape. This is a kind of breaking- in after which she starts to serves customers.
Physical violence during sex	Customers, often drunken customers	Men tend to bite, whip or penetrate by causing pain etc.
Forced oral sex	Customer	Some customers insist on oral sex, which the women find unacceptable.
Refusal to condoms (especially for street based sex workers)	Customer	Lack of awareness on sexual safety
Beaten when fall in love	*Sardarni*	Concern that if she falls in love, she will try to run away and the boy will help her and the sardarni will loss her" investment."
Beaten for refusing a customer	*Sardarni*	The bonded sex-worker is viewed as property of the sardarni and she must do as much work as possible to maximize the returns on the "investment"
Beaten for fighting with each other	*Sardarni*, police	When there is a quarrel among the girls in the brothel, they are taken to the police station to maintain the discipline of the brothel.

Beaten for going out of the brothel	*Sardarni*	The sardarni tried her best to safeguard her "property" and there is real concern that the girl may try to escape.
Sex-workers pay more for services and goods	Society	Shopkeepers and service providers charge more to sex- worker who end up paying as they try to live down the stigma associated with them.
Must wear burkha in public and sandals are still not allowed in some places	Society	They have been taught that they are "bad" and pollutants. Therefore, they should try to make themselves as invisible as possible.
No burial	Society, religious leaders	It is traditional to set afloat the dead bodies of sex-workers in the river.
Rationing/reduction of food	Sardarni	When the girls do not earn enough. Alternatively, when they try to escape or fall in love, they are punished by restricting their food.
Families refuse to take the girl back	Family & Society	Since sex-work is considered" bad" and socially unacceptable, families quite frequently refused to keep a linkage with the sex worker
Little scope for education of their children	Society, School authority	Stigma is attached to the child: there is fear that if she is allowed in school then other parents will object.

Source: A needs assessment study on knowledge, Attitudes and Practices by CARE, 2004

Table-3: Experience of violation of rights based and the intensity of violations as described by sex- workers from the streets and the brothel

Sufferings of Street Based Sex Workers	Sufferings of Brothel Based Sex Workers
Suffer most: Cannot send child to school Cannot raise child in a proper way Cannot go home to parents and family Children are ashamed of our sex-worker identity Lover cheats/abuses No burial after death People holler verbal abuse— *Mastan* threaten to attack with acid or blade **Moderate suffering:** People refuse to pay for services People negotiate for two person, but 20 people work Forced oral/anal sex—refusal causes beating Forced services to police and *mastan* Free for all to rape *Mastan* snatch their night's earnings Have to be timid in front of police Must pay toll to *mastan*, police **Less suffering:** No right to exist/ invisibility --"Even customers do not want to see us after we have serviced them" --"When we go bathe on Friday, people ask why you have come?" Verbal abuse by other sex -workers	**Suffer most:** Not getting customer Fear of the customer *Mastan* pester customers No fixed times of work Not have a family and husband When fixed man goes off to a younger women Can not send child to school No arrangements to keep children in the brothel No place for children to play No place for the elderly Must register again after moving to a new place Not being able to read and write No burial **Moderate suffering:** People view with contempt "People spit at us when we go to market bare footed" Can not take child to school Fighting amongst each other for customers Scarcity of water **Less suffering:** In- Fighting among us Being cheated in love Jealousy of lovers When a customer is lost due to bargain

Source: A needs assessment study on knowledge, Attitudes and Practices by CARE, 2004

6.3 Vulnerabilities from Unhygienic Environment

It is observed in Daulatdia brothel that sex workers live in a small tin-shade room. There are 6-8 rooms in a house, which is under the control of a 'sarderni'. Each room is very narrow, where there is a space for a bed; a fan and a light in each room, which is not well furnished. However, the room of 'Sarderni' is spacious, comparatively well furnished having TV, dressing table, wardrobe etc. In every house of Daulatdia brothel, there is a single tube-well and a toilet for use of 6-8 sex workers and their clients. Because of insufficient number of toilet as well as sanitation and water facility, diarrhea, malnutrition and STDs are very common among the brothel based sex workers. As reported by a key informant who worked as NGO health worker:

> *"About 80% of the sex workers have been suffering from STDs and diarrhea; malnutrition, weakness and physical pain are very common among them."*

Further discussion with the female respondents and key informants (for example, NGO workers), it is revealed that clients have to pay extra money, if they want to use toilet. Moreover, they also have to pay entry fee to community police. These expenditures are extra burden for the clients. As a result, they feel no interest to use toilet after or before intercourse, which may lead to STDs, and these consequently increase the vulnerability to HIV infection of the sex workers.

This study further uncovers that sex workers with kids in Daulatdia brothel feel another kind of pressure - lack of privacy, as their kids also stay with them in the same room. As quoted by some sex workers in Daulatdia brothel:

> *"Children are our main problem. We have to stay in the same room and there have no privacy. So, our children become ruined."*
>
> *"We want to avoid our child when there is customer in our room and we give extra money to buy food or to engage otherwise."*

It is reported by both respondents and key informants that children of sex workers are severely depressed and become addicted to injecting drugs, heroine, Marijuana and pathedrine etc., which lead them to different types of risky behavior. Consequently they become vulnerable and make other sex workers vulnerable to HIV AIDS.

6.4 Social insecurity and vulnerability

Social insecurity is another threat and problem for the sex workers who work in public spaces. Majority of street-based sex workers in this study

6.3 Vulnerabilities from Unhygienic Environment

It is observed in Daulatdia brothel that sex workers live in a small tin-shade room. There are 6-8 rooms in a house, which is under the control of a 'sarderni'. Each room is very narrow, where there is a space for a bed; a fan and a light in each room, which is not well furnished. However, the room of 'Sarderni' is spacious, comparatively well furnished having TV, dressing table, wardrobe etc. In every house of Daulatdia brothel, there is a single tube-well and a toilet for use of 6-8 sex workers and their clients. Because of insufficient number of toilet as well as sanitation and water facility, diarrhea, malnutrition and STDs are very common among the brothel based sex workers. As reported by a key informant who worked as NGO health worker:

> *"About 80% of the sex workers have been suffering from STDs and diarrhea; malnutrition, weakness and physical pain are very common among them."*

Further discussion with the female respondents and key informants (for example, NGO workers), it is revealed that clients have to pay extra money, if they want to use toilet. Moreover, they also have to pay entry fee to community police. These expenditures are extra burden for the clients. As a result, they feel no interest to use toilet after or before intercourse, which may lead to STDs, and these consequently increase the vulnerability to HIV infection of the sex workers.

This study further uncovers that sex workers with kids in Daulatdia brothel feel another kind of pressure - lack of privacy, as their kids also stay with them in the same room. As quoted by some sex workers in Daulatdia brothel:

> *"Children are our main problem. We have to stay in the same room and there have no privacy. So, our children become ruined."*
>
> *"We want to avoid our child when there is customer in our room and we give extra money to buy food or to engage otherwise."*

It is reported by both respondents and key informants that children of sex workers are severely depressed and become addicted to injecting drugs, heroine, Marijuana and pathedrine etc., which lead them to different types of risky behavior. Consequently they become vulnerable and make other sex workers vulnerable to HIV AIDS.

6.4 Social insecurity and vulnerability

Social insecurity is another threat and problem for the sex workers who work in public spaces. Majority of street-based sex workers in this study

reported that they are subjected to frequent abusive remarks, which give birth to questions about their presence in public. The customers want to possess the sex workers, but at the same time, they do not accept them socially. Living on the streets, they were concerned about the uncertainty of their lives, as it affects their children. Neither they can raise their children in a proper home, nor they can send them to school for study like other children. They also do not get a rental house for living. Many have expressed that the fear of social rejection by their parents was something that causes them great pain-in some ways they felt it had closed the door for them to ever leave the profession. These feeling make them vulnerable to quiet and peaceful living, even they are financially solvent; sometimes they severely depressed and become addicted drugs and neglect their own life from social stigma and unacceptability.

Similar findings also reported in a research report on slums, which indicates that the slums of Dhaka are densely populated and the dwellers live there in an environment where alcohol, prostitution and violence, lack of family hygiene and nutrition, lack of income and education, and women's weak status are becoming increasingly common. This atmosphere can be linked to ill health and ultimately to STDs in slums (Health Programs for the Urban Poor: Issues and Recommendations). A paramedic doctor in DIC (Drop in Centre, Adabor, Shyamoly) who is employed by PIACT Bangladesh to provide treatment to street based sex workers stated as:

> *"Although the sex workers do not confess about STDs, but I have practically experienced that all of them are suffering from STDs and most of them are addicted to drugs." Dr. Beauty Begum. PIACT.*

6.5 Vulnerabilities from Social Norms and Culture

In general, all professional sex workers working both in brothel and in the streets mentioned that they are victims of different types of discrimination in every aspect of social norms of the culture. As for example, they cannot go outside to take part or enjoy any recreational and entertaining activities. Even cannot wear sandals or shoes while going out of the brothel for different purposes, they are not allowed to attend any rituals, and their dead bodies are thrown in to the river rather than burial. In this context they mentioned like,

> *"The all people of the society such as landlords, shopkeepers, religious leaders, police, doctors, health workers and other elites even do not consider us as member of society" a sex worker, Dhaka.*

"We are neglected in every sphere, such as we are restricted to free movement with wiring shoes, even among us if anyone died she was not allowed to bury in graveyard and nobody takes part in her funeral" (Margina Begum A leader of MMS, Daulatdia).

Again, she elaborated that,

"Although the situation is changing now, recently we bought a peace of land for graveyard and took an Imam (Religious leader of mosque) on contract basis for funeral of us as an outcome of our long day's movement especially in Daulatdia brothel."

One of them expressed like;

"The gentleman who uses us in darkness of night, hate us during the day light and behaves rudely with us" Rina (30), Dhaka

In this regard, many sex workers expressed their vengeance and grief against their relatives also. They cannot go to their own homes with their identity or disclose about their profession although they provide money to them. Most of them hide their identity as garments workers or so. Although some parents know about their real means of earning but they hide it from others as they feel ashamed of the socially hate full profession of their girls.

"I cannot go home with the identity of a sex worker"...A sex-worker, Dhaka City.

"Once there was poverty, but I had contact with parents. Now I have money, but the relatives have gone very far away...A sex-worker, Daulatdia

"Now I can earn but can not reveal identity to parents."... A sex-worker, Daulatdia

However, these are not any risk factors for HIV transmission but all these forms of socio-cultural deprivation put them in psychological stigma and depression as a result they get addicted to alcohol or other drugs. They are not willing to seek treatment as well which may ultimately lead to vulnerability to HIV infection.

It is also revealed from this study that in respect of sexual behavior, men desire to enforce sex without using condoms during intercourse because the male dominancy and patriarchal practice and belief of masculinity in sex issue like others. So in spite of being aware of the fact in some cases, the sex workers can not but submit themselves without using condoms which are the first prevention technology available to protect HIV transmission.

"I use condoms with my clients all time, but not with my permanent client (lover).He does not like this. He says that he gets less satisfaction by using condoms neither it is comfortable.. " Nipa (25), Dhaka

"My friend (Babu) is like my husband. Normally I use condom, but can't with the man of my own (babu) .He does not like it. I believe that he doesn't have any disease" Asma, (35) Daulatdia

6.6 Public Services and Vulnerabilities of Female sex workers in Daulatdia and in the Street in Dhaka City

Generally, Government facilities or Public services are very poor in all aspects in Bangladesh. In Dualatdia brothel, there are no water, sanitation and sewerage facilities provided by the government. Water crisis is a problem in almost all urban areas of Bangladesh. The water is more acute in slums but in the brothel areas, it is even more. In both Dualatdia brothel and in case of street based sex workers, there is no such government health intervention that is mentionable. Moreover, the social safety net management is not at high level.

The landlords/sardernis try to maximize the profits but do a very little to ensure proper sanitation and access to water. In the brothel of Daulatdia it was found that they did not have access to the government water supply service. Although they have arranged tube-well and toilet in the brothel with the help of the NGOs, these are very inadequate. They do not also have adequate facilities for healthy disposal of used condoms and garbage. It has been gathered from the key informants and the sex workers that Government only supplies electricity in the brothel at actual cost. Therefore, the prevailing living condition leads to unhygienic environment causing of diseases like diarrhea, cholera, tuberculosis etc. leading to weakness and susceptibility to any kind of secondary infections, which in turn causes their vulnerability to HIV and other STDs easily.

In Dhaka city the street based sex workers are always in vulnerable condition due to inappropriate water, toilet, sewerage, and sanitation system.

One of the key informants stated:

"There is no special government allotment and facilities for the sex workers. And the chairman of the locality does not take any initiative for them although they are voters of that locality", UNO, Goalando Upazila, Rajbari.

Another key informant (Govt. official) also stated that,

"We do not have any type of intervention program for the sex workers", Social welfare officer, Goalanda, Rajbari.

The government also provides police security support for protecting the clients. Child prostitution is prohibited in the brothel. However, key informants and various other sources (Tahmina, Qurratul and Morel, Shisir, 2004) indicate that there exists a chain of exploitations due to weak enforcement of law that increases the vulnerability. While elaborating they explain - a sex worker has to collect affidavits from first class magistrate through Notary Public to prove that she possesses good health and she has already attained the legal age of maturity (18 years) for this profession. The sex workers themselves, sardernis or brokers usually collect these certificates without investigation of their health status and age through illegal means. As a result, girls below 18 years of age and of ill health are entering into the folk of child prostitution adding vulnerability of the sex workers.

A police officer (key informant) stated:

"When a sex worker shows the affidavit certificate, we feel helpless despite the fact that we clearly understand they are under aged and have ill-health." OC, Goalondo, Rajbari.

He added saying:

"Compulsory medical check-up by the Govt. social welfare sector may contribute to the reduction of child prostitution as well as HIV."

The Govt. has a provision for rehabilitation of the vagabonds by means of vocational training in the vagabond centre. But many of the street based female sex workers being arrested by police were taken to the vagabond center, but they had to stay there and lead inhuman life due to misuse of law.

Sex workers and some key informants unequivocally expressed this opinion.

"I learnt sewing in the vagabond centre. But they do not give enough food to eat and I was often physically abused", Kakon (14 years), Gulshan, Dhaka.

Another sex worker said:

"Police caught and beat me several times and sent me to vagabond centre. There are many sufferings, such as less food, although I learnt alphabet and sign my name." Rupa (28), Dhaka.

7.0 Findings

The study uncovered the following findings related to the vulnerability of female sex workers to HIV/AIDS of the two case study areas:

7.1 Vulnerability of female sex workers to HIV/AIDS with respect to living and working conditions

Female sex workers can have a crucial influence in the transmission of HIV/AIDs as well as they are more vulnerable to HIV infection. Living and working environment is an important cause of their vulnerability to HIV/AIDs in brothel and as well as in the street. Accommodation problem is the greater for street based sex workers. Owing to unhygienic environment of the brothel, inadequate toilet facilities, lack of public services such as water supply, sanitation and electricity problem and inadequate of treatment facilities put the sex workers and their clients at the risk of STDs and STI even HIV/AIDS infection. On the other hand, floating lifestyle of the street based sex workers also make them confront poor living conditions having no access to public services (e.g. water, sanitation).

Regarding working conditions, the sex workers generally sell sex in a complex environment in brothel and in the street. They are entangled in different types of bondages and oppression. For this they have to do whatever the clients as well as the Sardarrni, mastans, pimps and police enforce them and may put off condom use. For bonded brothel based sex workers, at times, they do not have any thing to say in the matter of choosing customers, condom use, fixing time, remuneration and even the way of doing sex according to the instructions of the clients. Street based sex workers also face similar situations while interacting with different clientele groups. Very often some clients want them to use drugs with them otherwise they have an apprehension of losing customers. Situations like this often pressure brothel based as well as street based sex workers, to surrender themselves to unsafe sexual practices and use dugs, which increase their vulnerability to HIV/AIDs.

7.2 Vulnerability of female sex workers to HIV/AIDS due to socio-economic and cultural factors

This study revealed that socio-economic and cultural factors such as poverty, social attitudes, stigma, discriminations, etc. affect female sex workers. Majority of female sex workers in both study areas reported that

poverty is the main reason for their entry into this profession. Economic vulnerability compels the illiterate helpless women to come out of doors as migrant job seekers or having been exploited by traffickers. Sometimes they are sold out in a brothel by their close relatives such as so-called husband, lover, maternal or paternal uncle or stepmother etc. Consequently, they get nothing but to take this risky profession to HIV/AIDs and they are victims of different types of discrimination in every aspect of social norms and culture. Once entering into this profession they are further subject to socio-cultural discriminations. They cannot go outside to take part or enjoy any recreational and entertaining activities. Even they cannot wear sandals or shoes while going out of the brothel for different purposes. In addition, they are not allowed to attend any rituals, and their bodies after death are thrown into the river, but are not buried. They cannot go to their own homes with their identity nor can they disclose their profession, although they send money regularly to their families. Even though these are not any risk factors for HIV transmission, all these forms of socio-economic and cultural deprivation put them in psychological stigma and depression. As a result, they get addicted to alcohol or other drugs. They are not willing to seek treatment as well, which may ultimately lead to vulnerability to HIV infection.

7.3 Violation of human rights

Another negative aspect observed to exist in the living environment of the sex workers is violation of human rights. There is an internal hierarchy among brothel based sex workers (BBSW) and street based sex workers (SBSW). In brothel, the bonded young sex workers working under supreme control of the *Sardarni* (leader, working as manager/house owner) have to abide by too many rules and restrictions leading to violation of human rights. The street based female sex workers in Dhaka city enjoy more liberty than the Daulatdia brothel based sex workers. Even then, in most cases they cannot run their business independently and they have to share their income with other interest groups, such as hoodlums, brokers, and policemen. They also experience abuse of law as they are often picked up from the streets and sent to the police custody or vagabond shelters. But actually they cannot be regarded as vagabonds in legal interpretation of the term. Physical, sexual and mental torture and other abusive behaviors are very common in case of both brothel and street based sex workers. Also in case of child prostitution there are severe violations of laws.

8.0 Recommendations

From the light of the above findings, the following recommendations are proposed:

- To improve their quality of life and hygienic living and working environment, access to public services such as water supply, electricity, sanitation, toilet, sewerage etc. facilities should be provided by Government, which will help to reduce vulnerabilities of HIV/AIDS and other STDs.

- Provisions like daycare services and education for sex worker's children need to be created for brothel based and street based sex workers to ensure by the NGOs that the children are taken care of while their mother is at work. The program should match the working hours of the mother;

- For the female sex workers, special intervention should be ensured by Government and as well as NGOs for treatment and health care system. Government should issue health cards to all sex workers to ensure their regular visits, check-up, free blood screening test and counseling for STDs and HIV/AIDS at every Govt. hospital and specialized health facility, helps maintain appropriate working and living conditions including introduction of fixed information centre and clinic and/or drop-in-centers for street based sex workers;

- Effective all ongoing GO/NGO programs on health educations, awareness raising programs, promoting condom use and any type of HIV/AIDS intervention requires that all sex workers should be aware of HIV/AIDS and STDs properly including the threats that it poses to them. Not only the female sex workers, their clients, pimps, mastans, also are responsible for condom use and they should be included in health education and HIV/AIDs intervention program. Only education or individualized behavior change a campaign alone is not sufficient, innovative and multi-pronged approaches should be undertaken to attack traditional beliefs, superstitions and misconceptions at their very root. Also the Government, voluntary welfare organizations, human rights organizations and NGOs and media can and should play a positive role to bring a change in the attitude of the community;

- As street sex workers are mobile and hidden population, and therefore less accessible for any kind of intervention, but some kind of mobile

services might succeed in locating most of them. Mobile information workers and clinic that could speak to the sex workers individually and treat them might be a better option along with fixed site information centre and clinic.

9.0 Conclusion

This study, like most studies in this field, found that the living and working environment of sex workers in Bangladesh is very poor (congested, dirty, noisy and unhygienic) which are susceptible to infections of STDs and HIV/AIDS. Poor sanitation system, insufficient water and power supply, lack of adequate nutritional intakes also increase their health problems. Besides, they do not have access to proper information, regular healthcare facilities available in the public sector. Even, majority of them cannot afford expensive and standard private health care. Further, they are vulnerable because of their unwillingness to disclose their profession while going out for seeking health care. So due to their unhygienic and malnourished health status and lack of health care they become more vulnerable to diseases like STDs and HIV infection.

Reference:

Ahsan, Rosie M.; Ahmad, Nasreen; Eusuf, Ammatuz Z (1999). Prostitutes and their environment in Narayanganj, Bangladesh. In: Asia Pacific Viewpoint, 40,1 (1999), S. 33-44.

Azim, Tasnim et al, (2006). Vulnerability to HIV infection among Sex Worker and Non Sex Worker female injecting drug users in Dhaka, Bangladesh: Evidence from the Baseline Survey of Cohort Study, Harm Reduction Journal, 2006, doi: 10.1186/1477- 7517-3-33.

Azim, Ferdous, & Mahmood, Mahbooba. (2002). Phire Dekha (Looking Back),Sanghoti, Dhaka.

Base-Line Survey on HIV/AIDS Prevention Project (HAPP): Street based Sex Workers (SBEWs), PIACT Bangladesh, (2005).

Begum, S, Mallick, PS, and Kelly, RJ, (2004). Reducing the HIV Vulnerability of Female Sex Workers (FSWs) in Bangladesh: Reality or Rhetoric? Family Health International , Dhaka, Bangladesh. Int. Conf AIDS. 2004 Jul 11-16

Beyrer, Chris, (2001). Shan Women and Girls and the Sex Industry in Southeast Asia; Political Causes and Human Rights Implications, Social Science & Medicine 53 (2001) 543-550.

Boonchalaksi, Wathinee, and Guest,). "Prostitution in Thailand" in LIN Lean Lim (ed), the Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southest Asia, ILO,1998.

CARE, Bangladesh (2006).The Gender Analysis Study Report of HIV Program on Tangail Brothel. Feb, 2006.

CARE, Bangladesh (2004). Needs Assessment Study on Knowledge Attitudes and Practice (KAP) for Advocacy on Protection and Promotion of Human Rights of Sex Works. August, 2004.

Day, S, (2000). "The Politics of Risk Among London prostitutes" in Caplan, P (ed.), Risk Revisited. London: Pluto Press.2000.

Earth, Barbara and Fung, Chea, (2005). Gender and HIV/AIDS in Phnom Penh, Cambodia: Situation Analysis and Action Plan, UMP Asia Occasional Paper No 64, June, 2005.

Epidemic Fact sheet, Bangladesh Profile, 2005.

Farooqee, Mohiuddin, and Hasan, S, (1996). Laws Regulating Environment in Bangladesh, BELA, Dhaka.1996.

Jones, Gavin, Sulistyaningsih, Endang, and, Hull, Terence,(1998). "Prostitution in Indonesia" in LIN Lean Lim (eds), The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia: ILO, 1998.

Kaldor, J.M., T. Brown, S. Bharat, R. Chan and Z. Kong- Lai. (1998). HIV/AIDS in the Asia- Pacific region: The Road Remains Ling. In J.M. Kaldor, T. Brown, S. Bharat, R. Chan and Z. Kong- Lai (eds) , AIDS in Asia and the Pacific (pp.2-3) Philadelphia: Lippioncott-Raven.

Khan, Zarina and Arefeen , Helaluddin (1989) Potita Nari, A study of Prostitution in Bangladesh. Centre for Social Studies, 1989.

LA, Gayotin, J, Fleras, and P, Resurreccion, (1996). Improving the Condom Negotiation Skills of Female Sex Workers through Informal Discussions and Role Plays, Philippine, Reach out AIDS Education Foundation, Int. Conf. AIDS. 1996 Jul 7-12.

Lim, Lin,(1998)."The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia" in Lin Lean Lim (ed), in The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia: I LO, 1998.

Maluwa, Miriam, Aggleton, Peter, and Parker, Richard, (2002). HIV- And AIDS Related Stigma, Discrimination, and Human Rights: A Critical Overview. Health and Human Rights Vol: 6 No.1.

Mandal, D, (1998). HIV and High STD Among Commercial Sex Workers, International Journal of STD & AIDS, Volume 9, Number 1, pp. 45-47, Royal Society of Medicine Press.

Mohammad, Mostafa , Bhuiya, and Abbas,(200). Knowledge on, and Attitude Toward, HIV/AIDS among Staff of an International Organization in Bangladesh, ICDDR,B: Centre for Health and Population Research J Health Popul Nutr Sep 2002.

Nagaraj, Shyanala and Yahya, Siti, (1998)." Prostitution in Malyasia" in Lin Lean Lim (ed), The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southest Asia: ILO, 1998.

Narain, J and Gilks, Charles, (2004). The '3 by 5' Initiative: Challenges and Opportunities for Asia. AIDS in Asia. SAGE, India Pvt. Ltd. New Delhi. 2004.

Narain, J, (2004). AIDS in Asia: The Epidemic Profile and Lessons Learnt So Far. AIDS in Asia. SAGE Publications, New Delhi. 2004.

Nasreen et al., (1998). "Providing AIDS Awareness Education through Village Based Women's Organization" In: Three Studies on HIV/AIDS, UNAIDS, 1997.1998.

National AIDS/STDs Program (NASP), (1996).

National Policy on HIV/AIDS and STD (NASAP), (1997).

NGO Coalition on Beijing Process (NBCP) February, 2005

Ofreneo, Rene, and Ofreneo, Rosalinda, (1998). "Prostitution in the Philippine" in The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southest Asia: ILO, 1998.

Pyone, May, (2001). Gender, Vulnerability and HIV Risk: Migrants' Experiences at the Thai-Myanmar Border (Masters Thesis no.GD-01-07, Asian Institute of Technology, 2001). Bangkok: Asian Institute of Technology.

Reinharz, Shulamit, (1992). Feminist Methods in Social Research, Oxford University Press, 1992.

Rojanapithayakorn, Wiwat, (2004). "The 100 Per Cent Condom Use Programme: A Success Story" in Jai P. Narain (ed.), AIDS in Asia, SAGE Publications India Pvt Ltd. 2004. ISBN: 81-7829-353-6.

Save the Children Federation (SCF), 1993.

Serre, A, M, Schutz-Samson, C, Cabral F, Martin, R, Hardy O, De, P, Vinsonneau and I. De, (1996). Living Conditions Among Sex Workers: Consequences for Community-Based interventions. European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS, St-Maurice, France. Int Conf AIDS. 1996 Jul 7-12.

Sinhal, Arvind, and Rogers, Everett. (2003). Combating AIDS Communication Strategies in Action, SAGE , New delhi. 2003.

T, Hesketh, J, Zhang, and J, Qiang, (2005). As Bridging Groups to the General Population. AIDS Care, Volume 17, Number 8, November 2005, pp. 958-966 (9) Rutledge, 2005.

Tahmina, Qurraul, and Moral, Shishir, (2004). Sex workers in Bangladesh / Livelihood : At What Price?. Dhaka, SEHD, 2004. ISBN: 984-494-023-7.

Tan M.L. (1994). Basic facts about HIV and AIDs, AIDS Action, 24:9-11.

Teokul, Waranya, (2004). Social and Cultural Dimensions of HIV/AIDS. AIDS in ASIA. SAGE, India Pvt. Ltd. 2004.

The Protection Project, A Human Rights Report on Trafficking of Persons, Especially Women and Children: Bangladesh, March 2002.

Time for anti-Aids steps: Nafis Sadik, Daily Star, January 16, 2003, vol.3, no.1193, General News.

Ullah, AKM, and Rahman, Abdar, 2002. The Horror: A Study on Commercial Sex and the Risk of HIV/AIDS in Bangladesh, ARDS and BRAC, Dhaka, 2002.

UNAIDS, (2000).Joint United Nations Programme on HIV/AIDS , 2000. Genrva.

UNAIDS, (2000). Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Innovative Approaches to HIV Prevention: Selected case studies. 2000. Geneva.

UNAIDS, (2001). Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, (2001)."Young Men and HIV. Geneva.

UNAIDS, (2001). Report on the Global HIV/AIDS Epidemic, 2001. Geneva.

Verma, Ravi and Roy,Tarun, 2002. " HIV Risk Behaviour and the Sociocultural Environment in India" in Samiran Panda, Anindya Chatterjee and Abu S. Abdul- Quader (eds), Living with the AIDS Virus: The Epidemic and the Response in India, SAGE Publications New Delhi. 2002.

Wojcicki, J, and Malal, J, 2001. Condom Use, Power and HIV/AIDS Risk: Sex-Workers Bargain for Survival in Hillbrow/Joubert Park/Berea, Johannesburg. Social Science & Medicine 53 (2001) 99-121.